গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৩-২০১৪

প্রস্তাবিত গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প

গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের নেভিগেশন লক

গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের
হাইড্রোপাওয়ার প্ল্যান্ট

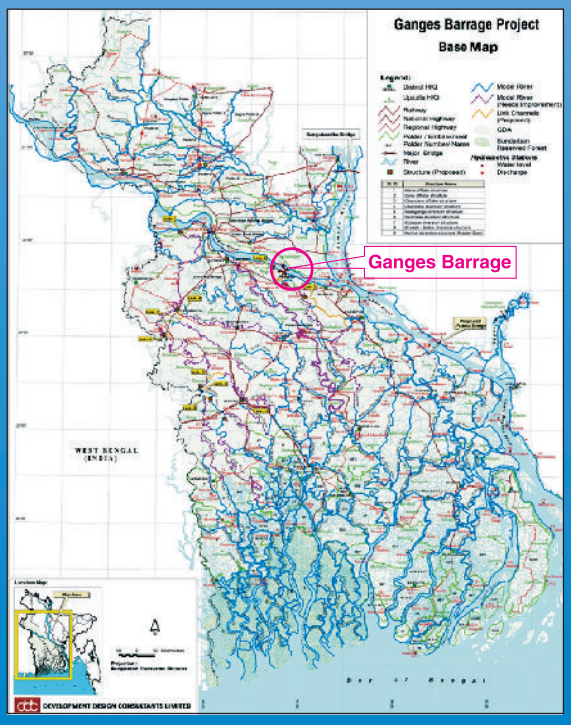

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৩-২০১৪

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি
মন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বার্ষিক প্রতিবেদন জনগণের কাছে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশ শুধুমাত্র একটি নদীমাতৃক দেশ নয়, এটি মূলত নদীর দান। আবহমানকাল থেকে এদেশের মানুষের জীবন-জীবিকা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও অর্থনীতি পানিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু পানি প্রকৃতির অফুরন্ত দান নয় বরং একটি সীমিত সম্পদ এবং সকলের প্রয়োজন মেটাতে এর আহরণ, উন্নয়ন ও ব্যবহার সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে হওয়া প্রয়োজন।

সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে অন্যতম পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় দেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার এবং রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের অংশীদার হয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের পানি সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন, যথাযথ ব্যবহার ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার পানি সম্পদ পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও পানি ব্যবস্থাপনাসহ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ, নদী ভাঙ্গন রোধ ও নদ-নদীর নাব্যতা রক্ষা, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ, ভূমি পুনরুদ্ধার, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং হাওর-বাওড়ের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে।

দেশের প্রায় ১ কোটি ১৮ লক্ষ হেক্টর ভূমির (নদী ও বনভূমি বাদে) মধ্যে প্রায় ৬১ লক্ষ হেক্টর জমিকে সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। ৭৭৬টি সেচ, বন্যানিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের ফলে বছরে প্রায় এক কোটি মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদিত হওয়ায় আমদানি হ্রাস পেয়েছে। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকার একমাত্র ফসল বোরো আগাম পাহাড়ী ঢলে প্রায়শঃ বিনষ্ট হয় যা বর্তমানে রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনার আলোকে নদী ভাঙ্গন, নদী ভরাট, লবণাক্ততা এবং জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানে বৃহৎ নদীসমূহের নাব্যতা ও ধারণক্ষমতা পুনরুদ্ধারে ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকার পূর্বাঞ্চলকে বন্যামুক্ত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঢাকা সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ-কাম-বাইপাস সড়ক বহুমুখী প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন আছে। ঢাকা মহানগরীর চতুর্পাশে বহমান নদীগুলোকে বিশুদ্ধ পানির প্রবাহ অব্যাহত রাখা এবং নদীগুলোর প্রশস্ততা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হলেও বর্ষা মৌসুমে পানির আধিক্য এবং শুষ্ক মৌসুমে পানির দুস্প্রাপ্যতা আমাদের জন্য এক রূঢ় বাস্তবতা। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, যা সমগ্র দেশের মোট এলাকার ৩৭ শতাংশ, গঙ্গা নদীর পানির উপর নির্ভরশীল। দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক এ অঞ্চলে বসবাস করে। এ অঞ্চলের জনগণের জীবনমান উন্নয়ন, লোনা পানির অনুপ্রবেশ রোধ, নদী ভাঙ্গন নিরসন ও সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য রক্ষাকল্পে প্রস্তাবিত গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

সার্বিকভাবে বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

আমি এ প্রতিবেদন প্রস্তুতের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এর সফলতা কামনা করছি।

(আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি)

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, বীর-প্রতীক, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৩-২০১৪ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের সারা বছরের কাজ যেমনি একত্রে সুবিন্যস্ত রাখতে সহায়ক, তেমনি আবার তা জনগণকে সহজে তথ্য জানার সুযোগও করে দেয়।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জীবনকে বাজি রেখে আমরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। দেশের মানুষকে দারিদ্রের কষাঘাত হতে রক্ষা করে তাদের মুখে হাসি ফোটানো, একটি সুখি-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণ ছিল বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্ন। জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের মধ্যে এ দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য রূপকল্প ২০২১ ঘোষণা করেছেন। এ কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন আমাদের অঙ্গীকার। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় কাজই দেশের অর্থনৈতিক চাকাকে আরো গতিশীল করে একটি ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত সুখি-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রয়াস।

বাংলাদেশের মানুষের জীবন আর জীবিকার সাথে জড়িয়ে আছে নদী। নদী মাতৃক এ দেশে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ দেশের পানি সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ আর বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড, এ ৫টি সংস্থা ছাড়াও ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এবং সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস নামক ২টি পাবলিক ট্রাস্ট এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়টি জন কল্যাণে এ কাজ করছে। পানি সম্পদ সংক্রান্ত নীতি, পরিকল্পনা, কর্মকৌশল, আইন, বিধি-বিধান প্রণয়ন এ মন্ত্রণালয়ের রেগুলেটরী কাজগুলোর অন্যতম। নদী এবং নদী অববাহিকার উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বন্যা পূর্বাভাস, সেচ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, নদী ভাঙ্গনরোধ, বাঁধ ও ব্যারেজ নির্মাণ, ভূমি পুনরুদ্ধার, আন্তর্জাতিক কমিশন এবং কনফারেন্সে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরাসহ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার যাবতীয় কাজ এ মন্ত্রণালয়ই করে থাকে। পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, আহরণ, বিতরণ, ব্যবহার, সুরক্ষা ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে 'বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩'। ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর নাব্যতা রক্ষার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। উপকূলীয় এলাকার বেড়ী-বাঁধ নির্মাণ ও বিদ্যমান বাঁধ উচু করে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলা করা হচ্ছে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে এ মন্ত্রণালয়ের কাজের গুরুত্ব ও পরিধি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং এ প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্দেশ্য সফল হবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

(মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, বীর-প্রতীক)
প্রতিমন্ত্রী

রমেশ চন্দ্র সেন এম.পি.
সভাপতি
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

বাণী

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। পানি সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় এ মন্ত্রণালয় যথার্থই উন্নয়নমূলক মন্ত্রণালয় হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রধান নদ-নদীর নাব্যতা রক্ষা এবং নদী ভাঙ্গন রোধকল্পে ক্যাপিটাল ড্রেজিংসহ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ প্রকল্প গ্রহণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সে লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ/সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ যেমন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট, যৌথ নদী কমিশন,বাংলাদেশ, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড এবং মন্ত্রণালয়ের আওতায় গঠিত ট্রাস্টসমূহ (যথা-ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এবং সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস) নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ, নদী তীর ভাঙ্গনরোধ ও নদী শাসন, বন্যার পূর্বাভাস, উপকূলীয় বাঁধসহ বিভিন্ন ব্যারেজ নির্মাণ, জলাবদ্ধতা নিরসন প্রভৃতি কার্যক্রমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। সর্বোপরি, বিভিন্ন সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি প্রধান বাংলাদেশের ফসল উৎপাদনে ও খাদ্য নিরাপত্তায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এ মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড বিষয়ে অবহিত রয়েছে এবং সময় সময় প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে। এ পর্যন্ত স্থায়ী কমিটির ৬টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল বৈঠকের অধিকাংশ সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে বা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এছাড়াও, এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে স্থায়ী কমিটি বিভিন্ন ইতিবাচক পরামর্শ প্রদান করে আসছে। এর ফলে মাঠ পর্যায়ের চাহিদাভিত্তিক প্রকল্প ও কর্মসূচী গ্রহণ ও সেগুলোর মানসম্মত বাস্তবায়নে গতিশীলতা এসেছে। সরকারি কার্যক্রমে অংশীদারিত্বমূলক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে এ প্রতিবেদন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক অর্জন জনগণ তথা দেশবাসীকে জানাতে সক্ষম হবে মর্মে আমি বিশ্বাস করি।

এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(রমেশ চন্দ্র সেন এম.পি.)
সভাপতি
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

ড. জাফর আহমেদ খান
সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

মুখবন্ধ

পানি সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সরকারের একটি উন্নয়নমূলক মন্ত্রণালয়। সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার লক্ষ্যে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমসহ মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের কর্মপরিধি, সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো, জনবল ও প্রাতিষ্ঠানিক অর্জন সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রকাশিত হলো।

মন্ত্রণালয়ের অধীন ৫টি সংস্থা এবং ২টি ট্রাস্টের মাধ্যমে পানি সম্পদ খাতের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকারভিত্তিক ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ, নদী ভাঙ্গন রোধ, সেচ ব্যবস্থাপনা, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ভূমি পুনরুদ্ধার প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ মন্ত্রণালয় তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, জি-কে সেচ প্রকল্প, উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প, মুহুরী সেচ প্রকল্প, পাবনা সেচ প্রকল্প, মনু সেচ প্রকল্প, মেঘনা-ধনাগদা সেচ প্রকল্প, কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প এবং হাওর রক্ষা প্রকল্পসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহ ও সময়োপযোগী দিক নির্দেশনায় গৃহিত ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় যমুনা নদীতে ২২ কি:মি: ক্যাপিটাল ও মেইটেইন্যান্স ড্রেজিং এর মাধ্যমে প্রায় ১৬.৫০ বর্গ কিলোমিটার মূল্যবান ভূমি পুনরুদ্ধার হয়েছে ও নদী ভাঙ্গন অনেকাংশে প্রশমিত হয়েছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে (কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, খুলনা) লবণাক্ততা হ্রাসে গড়াই নদী ড্রেজিং প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং সুন্দরবনসহ ঐসব অঞ্চলে শুষ্ক মৌসুমে লবণাক্ততা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের মাধ্যমে বুড়িগঙ্গা নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পাবে যা ঢাকার নদী দূষণ রোধে সহায়ক হবে। খুলনা-যশোর অঞ্চলের জলাবদ্ধতা দূরীকরণে কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহর ও স্থাপনা রক্ষায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। দেশের প্রায় সকল বড় শহরে শহর-রক্ষা বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। সীমান্ত নদীতে ২৪ কি:মি: প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে দেশের ভূ-খন্ড রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। ঢাকার পশ্চিমাংশে বেড়িবাঁধ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে ঢাকা মহানগর বন্যামুক্ত হয়েছে, যার ফলে ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। এ প্রকল্পের সাফল্যের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইস্টার্ণ বাইপাস নির্মাণের নির্দেশনা দিয়েছেন।

'হাওর মাস্টার প্লান' প্রণয়ন হাওর এলাকার উন্নয়নের জন্য একটি মাইলফলক। আগাম বন্যা, পাহাড়ী ঢল এবং ঢেউয়ের আঘাত হতে হাওরের ফসল ও জানমাল রক্ষার জন্য বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রতি বছর প্রায় ৩ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল আগাম বন্যা থেকে রক্ষা পাচ্ছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট পদ্মা নদীর উপর নির্মিতব্য পদ্মা সেতুর মডেল স্টাডি ও গঙ্গা ব্যারেজের ভৌত মডেল স্টাডি সম্পন্ন করেছে। যৌথ নদী কমিশন সীমান্তবর্তী নদীসমূহের পানির যথাযথ বন্টন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে পানি ও বিদ্যুতের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করছে। পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, আহরণ, বিতরণ, ব্যবহার, সুরক্ষা ও সংরক্ষণে 'বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩' জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাশ হয়েছে।

দেশের সার্বিক সেচ ব্যবস্থাপনা, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, নদী-ভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ভূমি পুনরুদ্ধার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ও পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাসহ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে ভিশন ২০২১ অর্জনে এ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
জানুয়ারি, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ।

(ড. জাফর আহমেদ খান)

প্রকাশক
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারি, ২০১৫

প্রকাশনা কমিটি

১।	**আ ল ম আবদুর রহমান, এনডিসি** অতিরিক্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-আহবায়ক
২।	**মোঃ আফজাল হোসেন** মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	-সদস্য
৩।	**মীর সাজ্জাদ হোসেন** সদস্য, যৌথ নদী কমিশন বাংলাদেশ	-সদস্য
৪।	**মুহাম্মদ রূহুল কুদ্দুস** যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৫।	**কাজী ওবায়দুর রহমান** যুগ্ম-সচিব (বাজেট ও অডিট), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৬।	**খিজির আহমেদ** যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন-১), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৭।	**মন্টু কুমার বিশ্বাস** যুগ্ম-প্রধান (পরিকল্পনা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৮।	**আফরোজা মোয়াজ্জেম** মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড	-সদস্য
৯।	**মোঃ আজম খান** মহাপরিচালক, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	-সদস্য
১০।	**মোঃ সেলিম ভূঞা** মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	- সদস্য
১১।	**মোঃ মাসুদ আহমেদ** চীফ মনিটরিং, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	-সদস্য
১২।	**সৈয়দ মোঃ তাজুল ইসলাম** উপ-সচিব (প্রশাসন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-সদস্য
১৩।	**প্রকৌঃ মোঃ ওয়াজি উল্লাহ** নির্বাহী পরিচালক, সিইজিআইএস	-সদস্য
১৪।	**প্রফেসর ড. এম. মনোয়ার হোসেন** নির্বাহী পরিচালক, আইডব্লিউএম	-সদস্য
১৫।	**শামিম আরা খাতুন** উপ-সচিব (প্রশাসন-২), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-সদস্য সচিব

সার্বিক গ্রন্থনা ও সহযোগিতা
ড. আবদুল হামিদ (উপসচিব)
চীফ্ স্পেশালিস্ট, সিইজিআইএস

ডিজাইন ও গ্রাফিক্স
সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস)
বাড়ি ৬, সড়ক ২৩/সি, গুলশান ১, ঢাকা-১২১২

মুদ্রণ
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশনা সহায়ক মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাবৃন্দ

আ ল ম আবদুর রহমান, এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

মির্জা তারিক হিকমত
উপসচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

ড. মোঃ রুহুল আমিন
উপ-পরিচালক (উপসচিব)
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড

মোহাঃ নায়েব আলী
সিনিয়র সহকারী সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

মোঃ জাহিদ হোসেন জাহাঙ্গীর
পরিচালক
যৌথ নদী কমিশন বাংলাদেশ

কে এম হুমায়ুন কবির
প্রকল্প পরিচালক (জিআরআরপি)
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

আরিফ ইকরামুল আজিম
সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

মোঃ ইকরাম উল্লাহ
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

এ কে এম আশরাফুজ্জামান
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট

মোঃ আশরাফ আলী খান
ব্যবস্থাপক (মানব সম্পদ উন্নয়ন)
আইডব্লিউএম

সাইফুর রহমান
স্পেশালিস্ট
সিইজিআইএস

সূচীপত্র

মাননীয় মন্ত্রীর বাণী	
মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বাণী	
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতির বাণী	
মুখবন্ধ	
	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	**১-৫**
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৩
ভূমিকা	৩
কর্মপরিধি	৩
বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩	৪
সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল ও অর্গানোগ্রাম এবং কর্মবণ্টন ও কর্মসম্পাদন	৪
পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের অর্গানোগ্রাম	৫
জনবল	৬
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত দিকনির্দেশনাসমূহ	৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	**১১-৫০**
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	১৩
ভূমিকা	১৩
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সৃষ্টি	১৩
জাতীয় পানি নীতির পটভূমি	১৩
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০	১৩
পরিচালনা পরিষদ	১৪
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ অনুসারে বাপাউবোর কার্যাবলী	১৪
সাংগঠনিক কাঠামো	১৪
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো	১৫
জনবল	১৬
পদ সৃজন	১৬
মানব সম্পদ উন্নয়ন	১৬
অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	১৭
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	১৭
বাপাউবো'র প্রকল্পে অর্থায়ন	১৭
২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	১৮
২০১৩-১৪ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে সম্পাদিত কার্যক্রম	১৮
২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহ	১৮
২০১৩-১৪ অর্থবছরে সমাপ্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য	২০
২০১৩-১৪ অর্থবছরে চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প	২১
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্প/কার্যক্রম	২১
সেচ সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে প্রকল্প/কার্যক্রম	২১
নদী শাসনে চলমান ড্রেজিং কার্যক্রম	২২
জলাবদ্ধতা দূরীকরণে প্রকল্প/কার্যক্রম	২৪
জনগণের অংশগ্রহণে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে প্রকল্প/কার্যক্রম	২৪
উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত পানি প্রবেশরোধ ও সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধারে প্রকল্প/কার্যক্রম	২৬
হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রম	২৭
জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় প্রকল্প/কার্যক্রম	২৮
নদী শাসনে তীর সংরক্ষণে গৃহীত প্রকল্প/কার্যক্রম	২৯
বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশনে গৃহীত প্রকল্প/কার্যক্রম	৩১
অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ	৩১
কৌশলগত ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা	৩৩

সূচীপত্র

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রুটিন কার্যক্রম	৩৪
সেচ, সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় কার্যক্রম	৩৪
পানি বিজ্ঞান (Hydrology) এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম	৩৫
বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের কার্যক্রম	৩৭
ড্রেজিং পরিদপ্তর ও যান্ত্রিক পরিদপ্তরের কার্যক্রম	৩৯
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম	৪০
e-GP কার্যক্রম	৪০
জনগণের অংশ গ্রহণমূলক কার্যক্রম	৪১
জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি	৪২
এক নজরে বাপাউবোর সাফল্যের খতিয়ান	৪৩
উপসংহার	৪৪
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন	৪৫
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন অবকাঠামোর পরিচিতি	৪৭
তৃতীয় অধ্যায়	**৫১-৬৬**
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)	৫৩
ভূমিকা	৫৩
পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ অনুযায়ী ওয়ারপোর কার্যপরিধি	৫৩
জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুযায়ী জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির (ইসিএনডব্লিউআরসি)-এর নির্বাহী সচিবালয় হিসাবে ওয়ারপো নিম্নবর্ণিত প্রধান প্রধান দায়িত্বগুলি	৫৩
উপকূলীয় অঞ্চল নীতি ২০০৫ অনুযায়ী ওয়ারপোর অতিরিক্ত দায়িত্বসমূহ	৫৪
জনবল	৫৪
বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	৫৫
২০১৩-১৪ অর্থবছরে ওয়ারপো কর্তৃক বাস্তবায়িত, বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমসমূহ	৫৫
২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী:	৫৭
স্থানীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও সেমিনার ইত্যাদি	৬৫
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও সেমিনার ইত্যাদি	৬৫
২০১৩-১৪ অর্থবছরে ওয়ারপোর প্রস্তাবিত প্রকল্প কার্যক্রমসমূহ	৬৫
চতুর্থ অধ্যায়	**৬৭-৭৮**
নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর	৬৯
পরিচিতি	৬৯
নগই'র উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী (১৯৯০সনের ৫৩ নং আইন অনুযায়ী)	৬৯
নগই'র সাংগঠনিক কাঠামো	৬৯
নগই পরিচালনা বোর্ড	৭০
নগই'র প্রশাসনিক কাঠামো, কর্মসম্পাদন ও জনবল	৭০
নগই'র পরিদপ্তরভিত্তিক কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	৭০
হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর	৭০
জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর	৭৫
প্রশাসন ও অর্থ পরিদপ্তর	৭৬
নগই'র সুবিধাদি	৭৭
প্রকাশনা	৭৮
পঞ্চম অধ্যায়	**৭৯-৯০**
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ	৮১
ভূমিকা	৮১
গঠন ও জনবল	৮১

সূচীপত্র

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর সাংগঠনিক কাঠামো	৮২
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশের জনবলের বিবরণ (জুন, ২০১৪ অনুযায়ী)	৮৩
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কার্যাবলী	৮৩
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ কর্তৃক ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিবরণ	৮৪
গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি	৮৪
তিস্তা নদীর পানি বন্টন	৮৫
ফেণী, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টন	৮৫
বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতা	৮৬
ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্প	৮৬
ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প	৮৭
বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ে সহযোগিতা	৮৭
বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের বিষয়ে সহযোগিতা	৮৮
অববাহিকা ভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা	৮৮
অন্যান্য কার্যক্রম	৮৯
২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	৮৯
ষষ্ঠ অধ্যায়	**৯১-১০০**
বাংলাদেশের হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড	৯৩
ভূমিকা	৯৩
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যপরিধি	৯৩
জনবল কাঠামো, সরঞ্জামাদি (টি ও এন্ড ই) ও নিয়োগ বিধিমালা (কর্মকর্তা/কর্মচারী), ২০১২ প্রণয়ন	৯৩
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	৯৪
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কার্যক্রম	৯৪
বাংলাদেশের হাওর ও জলাভূমি এলাকায় আশ্রয়ণ/আবাসন প্রকল্পে বন্যাজনিত ঝুঁকি প্রতিরোধ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	৯৪
	৯৪
হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতি এবং হাওর ও জলাভূমির জন্য ডাটাবেইস উন্নয়ন প্রকল্প	৯৫
বর্ণি বাঁওড় উন্নয়ন প্রকল্প	৯৯
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের ই-সেবা কার্যক্রম	৯৯
বিবিধ	

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ট্রাস্টসমূহ

সপ্তম অধ্যায়	**১০৩-১১২**
ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং	১০৫
ভূমিকা	১০৫
পাবলিক ট্রাস্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা	১০৫
Deed of Trust অনুসারে IWM Trust এর মূল উদ্দেশ্য সমূহ	১০৫
আইডব্লিউএম এর জনবল	১০৬
কাজের পরিসর	১০৭
আইডব্লিউএম কর্তৃক ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের তালিকা	১০৭
বিদেশে পরিচালিত উল্লেখযোগ্য সমীক্ষা	১০৯
কতিপয় উল্লেখযোগ্য সদ্য সমাপ্ত ও চলমান গবেষণা সমীক্ষা	১০৯
উল্লেখযোগ্য কর্মশালা	১১০
প্রশিক্ষণ কর্মসূচী	১১১
মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য কিছু উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণের তালিকা	১১১
আন্তর্জাতিক সেমিনার / কর্মশালায় অংশগ্রহণ	১১১
আইডব্লিউএম এর ২০১৩-১৪ অর্থবছরে পরিচালিত সমীক্ষাসমূহের কিছু চিত্র	১১২

সূচীপত্র

অষ্টম অধ্যায়	**১১৩-১৩৪**
সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস	১১৫
পটভূমি	১১৫
পাবলিক ট্রাস্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা	১১৫
অধিক্ষেত্র	১১৫
কাজের পরিসর	১১৬
জনবল	১১৬
সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস এর জনবলের বিবরণ	১১৬
২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে চলমান প্রকল্পসমূহের তালিকা	১১৭
২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্প	১১৭
২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে চলমান প্রকল্প	১১৯
সিইজিআইএস কর্তৃক ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন ১০টি গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা/গবেষণা প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	১২১
মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ	১২৮
কর্মশালা	১২৯
সিইজিআইএস এর সাম্প্রতিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র	১৩০
সমন্বিত পরিবেশগত বিশ্লেষণের গুরুত্ব ও সরকারি বিধি-বিধান এবং সিইজিআইএস এর সেবা গ্রহণ	১৩২
পরিশিষ্টঃ	**১৩৫-১৭২**
পরিশিষ্ট-১ ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক বিবরণ	১৩৭
পরিশিষ্ট-২ ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিবরণ	১৪৭
পরিশিষ্ট-৩ ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির বিবরণী	১৫৩
পরিশিষ্ট-৪ চর উন্নয়নে সিডিএসপি এবং প্রকল্পের উপকারভোগী একজন নদীভাঙ্গা ভূমিহীন কৃষকের সাক্ষাৎকার	১৬৫
পরিশিষ্ট-৫ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইটের ঠিকানা	১৭১

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রথম অধ্যায়
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
www.mowr.gov.bd

ভূমিকা

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় দেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ মন্ত্রণালয় পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনাসহ এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সকল প্রকার নীতি, পরিকল্পনা, কর্মকৌশল, নির্দেশমালা এবং আইন, বিধি-বিধান, রেগুলেশন ইত্যাদি প্রণয়ন করে থাকে। এ মন্ত্রণালয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন, ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি বিষয়ে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যারেজ, রেগুলেটর, স্লুইস, খাল, বেড়িবাঁধ, রাবার ড্যাম, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও খাল খনন-পুনঃখনন করে সেচ, জলাবদ্ধতা নিরসন, বন্যা প্রতিরোধ, নদীর তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে।

কর্মপরিধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রুল্‌স অব বিজনেস এর এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্ম-পরিধি নিম্নরূপ:

১. নদী এবং নদী অববাহিকার উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ;
২. সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, নিষ্কাশন এবং নদীভাঙ্গন ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি প্রণয়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;
৩. সেচ, বন্যা পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা, বন্যার কারণ এবং বন্যার কারণে সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কিত সকল বিষয়াবলী;
৪. নদী অববাহিকা প্রকল্প এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা বিষয়ে মৌলিক, প্রধান এবং ফলিত গবেষণা পরিচালনা;
৫. বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা;
৬. সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক কমিশন এবং কনফারেন্স;
৭. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পের আওতায় নদী ড্রেজিং, খাল খনন এবং রক্ষণাবেক্ষণ; খাল খনন কর্মসূচির আওতায় খালের উপর পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ;
৮. ভূমি সংরক্ষণ, নিষ্কাশন এবং জলাবদ্ধতা বিষয়ক কার্যাবলী;
৯. পানি সংরক্ষণ জলাধার নির্মাণ, বাঁধ এবং ব্যারেজ নির্মাণ বিষয়ক কার্যাবলী;
১০. ভূমি পুনরুদ্ধার, মোহনা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যাবলী;
১১. লবণাক্ততা এবং মরুকরণ রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
১২. হাইড্রোলজিকাল জরিপ এবং উপাত্ত সংগ্রহ;
১৩. যৌথ নদী কমিশন, যৌথ কমিটি, স্থায়ী কমিটি ইত্যাদি এবং অভিন্ন সীমান্ত নদী সম্পর্কিত সকল কার্যাবলী;
১৪. আর্থিক বিষয়াবলীসহ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক সচিবালয়;
১৫. মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের প্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রণ;
১৬. মন্ত্রণালয়ের কর্ম-পরিধির আওতায় বর্ণিত বিষয়াবলীতে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশ এবং বিশ্ব সংস্থাসমূহের সহিত সম্পাদিত চুক্তি বিষয়ে লিয়াজোঁ;
১৭. মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সকল বিষয়ের আইন কানুন;
১৮. মন্ত্রণালয়কে বন্টিত বিষয়াবলীর উপর অনুসন্ধান এবং পরিসংখ্যান;
১৯. আদালতে গৃহীত ফি ছাড়া মন্ত্রণালয়কে বন্টিত বিষয়সমূহের উপর প্রযোজ্য ফি আদায়।

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুসারে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হলো পানি সম্পদ খাতের কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের জন্য ফ্রেইমওয়ার্ক প্রণয়ন এবং সে অনুসারে নিম্নলিখিত কার্যাদি সম্পাদনঃ

- পানির দুষ্প্রাপ্য চিহ্নিত এলাকায় জরুরি সময়ে প্রাধিকার ভিত্তিতে পানি বন্টনের ক্ষমতা প্রয়োগ;
- জনসাধারণকে অবহিত রেখে পানি দুষ্প্রাপ্য চিহ্নিত এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানির অগভীর স্তর অক্ষুণ্ন রেখে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ;
- যে সব এলাকায় প্রতি বৎসর পানির স্বল্পতা দেখা দেয় সে সব এলাকার খরা মোকাবেলার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিবীক্ষণ ও জরুরি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

- চরম খরাকলীন সময়ে স্থানীয় সরকার বা যে কোন সংস্থাকে খরা কবলিত এলাকায় পানি সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করা এবং পানির উৎস নিয়ন্ত্রণসহ প্রয়োজনে আইন প্রয়োগ করা;
- নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি প্রদানের জন্য বেসরকারি ও গোষ্ঠীভিত্তিক সংস্থাকে পানির অধিকার প্রদান করা;
- নদী/চ্যানেলের প্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখতে প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন পানি প্রবাহ নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩

জাতীয় পানি নীতির আলোকে বাংলাদেশ পানি আইন বিগত ০২-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।

সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল ও অর্গানোগ্রাম এবং কর্মবণ্টন ও কর্মসম্পাদন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন একজন কেবিনেট মন্ত্রী এবং একজন প্রতিমন্ত্রী। রুল্স অব বিজনেস অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রীদ্বয় মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন। মন্ত্রণালয়ে একজন সচিব রয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে তিনি মন্ত্রণালয় এবং উহার অধীনস্থ/সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ যথা: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (ওডগ) এবং সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (ঈউএওঝ) এর কর্মকান্ড আইন অনুযায়ী নিষ্পন্ন করেন। এছাড়া, প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার হিসেবে সচিব মন্ত্রণালয় ও উহার অধীনস্থ/সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্বও পালন করেন।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য এর ৪টি অনুবিভাগ রয়েছে। এগুলো হলো: (১) প্রশাসন অনুবিভাগ, (২) উন্নয়ন অনুবিভাগ (৩) পরিকল্পনা অনুবিভাগ ও (৪) বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ।

প্রশাসন অনুবিভাগ

প্রশাসন অনুবিভাগ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাগুলোর প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। এ অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে ০২ জন উপ-সচিব ও ০১ জন সিনিয়র সহকারী সচিব কাজ করছেন। এছাড়া প্রশাসন অধিশাখার অধীন হিসাব শাখায় ০১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা রয়েছেন। এছাড়াও কম্পিউটার সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন সিস্টেম এনালিস্ট ও একজন প্রোগ্রামার কর্মরত আছেন।

উন্নয়ন অনুবিভাগ

উন্নয়ন অনুবিভাগ উন্নয়ন সহযোগী দেশ, সংস্থা ও আন্তর্জাতিক ব্যাংকসমূহের সহিত প্রয়োজনীয় সকল প্রকার যোগাযোগ, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করে থাকে। এ অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ০১ জন যুগ্ম-সচিব, ০৪ জন উপ-সচিব এবং ০২ জন সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব দায়িত্ব পালন করছেন।

পরিকল্পনা অনুবিভাগ

পরিকল্পনা অনুবিভাগ সকল প্রকল্পের অনুমোদন গ্রহণের সার্বিক প্রক্রিয়া সম্পাদন, স্থানীয় অর্থায়নে গৃহীত সকল প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এবং এডিপিভুক্ত সকল প্রকল্পের অর্থছাড় করে থাকে। পরিকল্পনা অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন যুগ্ম-প্রধানের নেতৃত্বে ০২ জন উপ-প্রধান ও ০৪ জন সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান কাজ করছেন।

বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ও সংস্থাসমূহের বাজেট বরাদ্দ ও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম করে থাকে। বাজেট ও অডিট অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে ০২ জন উপ-সচিব ও ০১ জন সহকারী সচিব কাজ করছেন।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান অর্গানোগ্রাম

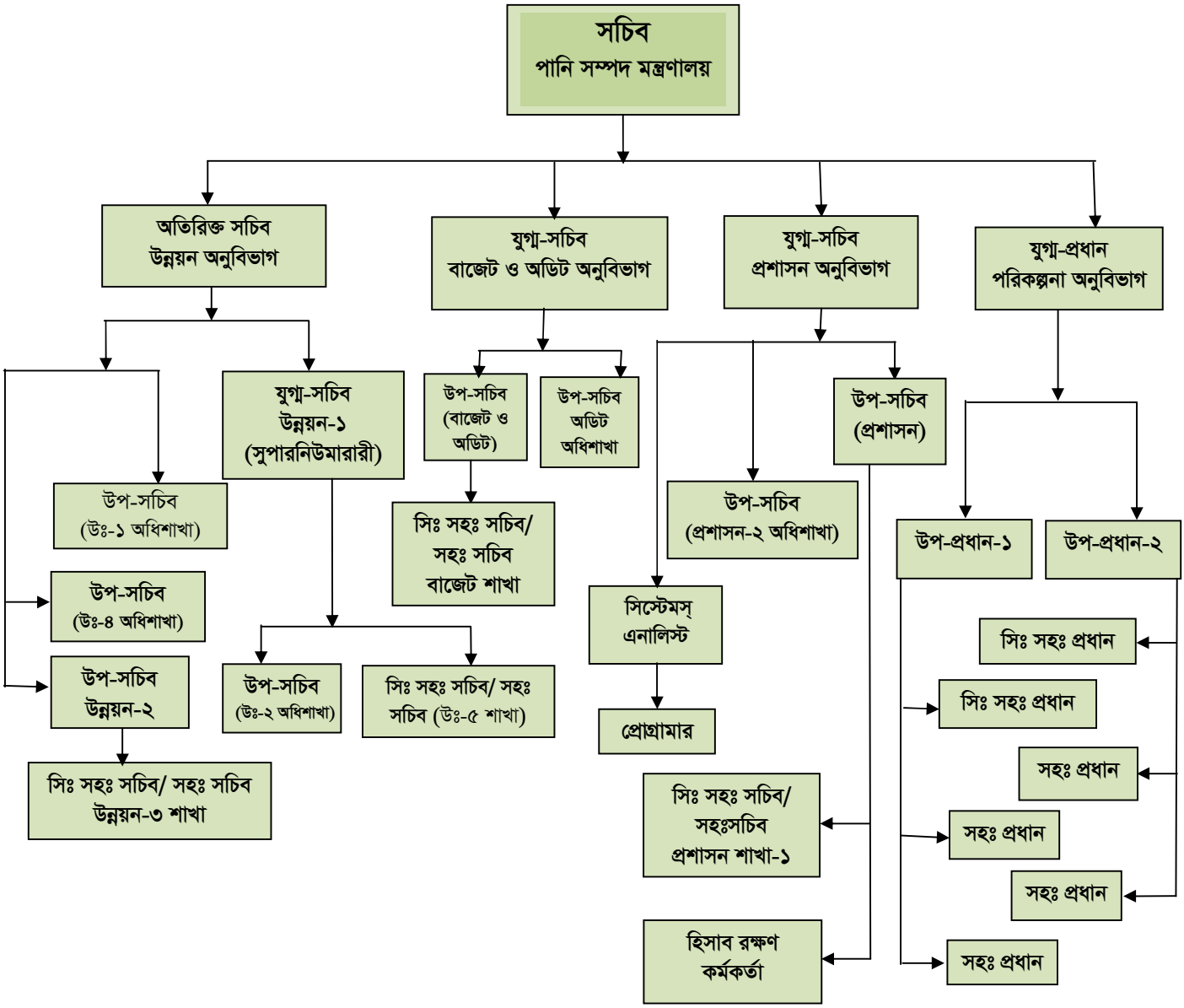

জনবল

অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল হলো ১০১ জন। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার পদ ৩০ টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তার পদ ২২ টি, তৃতীয় শ্রেণীর পদ ২৩টি এবং চতুর্থ শ্রেণীর পদ ২৬টি রয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিবরণ

ক্রমিক সংখ্যা	পদবী	অনুমোদিত পদসংখ্যা	কর্মরত পদসংখ্যা	শূন্য পদসংখ্যা
১.	সচিব	১	১	-
২.	অতিরিক্ত সচিব	১	১	-
৩.	যুগ্ম-সচিব	২	৩ (১ টি পদ সুপারনিউমারারি)	-
৪.	যুগ্ম-প্রধান	১	১	-
৫.	উপসচিব	৪	৭ (৩ টি পদ সুপারনিউমারারি)	-
৬.	উপপ্রধান	২	২	-
৭.	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	১০	৫	১
৮.	সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	৬	৪	২
৯.	সিস্টেম এনালিস্ট	১	১	-
১০.	প্রোগ্রামার	১	১	-
১১.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	-	১
১২.	দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা	২২	১৯	৩
১৩.	তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী	২৩	১৫	৮
১৪.	চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী	২৬	২০	৬
	মোট=	**১০১**	**৮০**	**২১**

২০১৩-২০১৪ অর্থ-বছরে বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ও ব্যয়

ক্রমিক সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/সংস্থা	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)		২০১৩-১৪ অর্থবছরের ব্যয় (লক্ষ টাকা)		মন্তব্য
		অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	
১	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৭৭৬.১৫	১৯৯৭৫০.০০	৪৪৭.৭৬	১৯৩২৯৬.০০	
	সর্বমোট	৭৭৬.১৫	১৯৯৭৫০.০০	৪৪৭.৭৬	১৯৩২৯৬.০০	

২০১৩-২০১৪ অর্থ-বছরে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক অগ্রগতি ৯৮%।

প্রশিক্ষণ

দেশে ঃ ২০১৩-২০১৪ অর্থ-বছরে স্থানীয় প্রশিক্ষণঃ ২৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী স্থানীয় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

বিদেশেঃ ২০১৩-২০১৪ অর্থ-বছরে বিদেশে প্রশিক্ষণঃ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী বিদেশে সেমিনার/কর্মশালা/সিম্পোজিয়াম/শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১১ মে ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক্যাপিটাল পাইলট ড্রেজিং পরিদর্শন করেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত দিকনির্দেশনাসমূহঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১১ মে ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীর-প্রতীক, পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের সচিব জনাব ডঃ জাফর আহমেদ খান, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মূখ্য সচিব জনাব আবদুস সোবহান সিকদার, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব পবন চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব জনাব আব্দুল মালেক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাবৃন্দ, পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের বিভিন্ন স্তরের কর্মকতাবৃন্দ ও পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিম্নলিখিত দিকনির্দেশনাসমূহ দেন ঃ

১) তিস্তা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার তৎপর রয়েছে। তিনি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং যৌথ নদী কমিশনকে চূড়ান্তকৃত তিস্তা পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেন।

২) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ভারতের সঙ্গে গঙ্গা চুক্তির আলোকে গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর জোর দেন। যৌথ নদী কমিশনকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি নির্দেশনা দান করেন।

৩) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নদী শাসন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা দেন। নদীর স্বাভাবিক গতি প্রবাহ অক্ষুন্ন রেখে নাব্যতা উন্নয়ন এবং বাঁধ ও স্লুইস গেট নির্মাণে আরও সতর্ক হওয়ার নির্দেশ দেন।

৪) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পলি দ্বারা ভরাট হয়ে যাওয়া নদীগুলো নিয়মিত ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নাব্যতা রক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর মত বড় নদীগুলো ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে গভীরতা বৃদ্ধি করে প্রশস্ততা কমিয়ে এনে বিপুল পরিমাণ ভূমি পুনরুদ্ধার করে পরিকল্পিত জনপদ ও শিল্প পার্ক নির্মাণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

৫) নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে নদ-নদীসমূহ নিয়মিত ড্রেজিং করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ড্রেজার সংগ্রহ করে তিনি সরকারি অর্থে ড্রেজিং কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

৬) বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প বাস্তবায়নে ধলেশ্বরী-পুংলি-তুরাগ বংশি নদী ড্রেজিংকালে দেখা যায় যে নদীগুলোর ওপর বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক নির্মিত ৬টি ব্রীজ রয়েছে, যেগুলোর উচ্চতা এবং ভিত্তি এমনভাবে নির্মিত হয়েছে যার ফলে ড্রেজার দ্বারা ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সচিত্র উপস্থাপনা দেখে ব্রীজ নির্মাণকালে আরো সতর্ক এবং সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় করে ব্রীজ নির্মাণের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা যখন কোন নদীর ওপর ব্রীজ নির্মাণের পরিকল্পনা করবে, তখন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে যে ৬টি ব্রীজ রয়েছে সেগুলোর মাঝ বরাবর উচ্চতা বৃদ্ধি করে কিভাবে সমস্যার সমাধান করা যায়, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে কারিগরি দিক বিবেচনা করে সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা দেন। তিনি বুড়িগঙ্গাসহ ঢাকার চারপাশে নদীসমূহের নাব্যতা বৃদ্ধি ও দূষণরোধকল্পে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে সমন্বয় করে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

৭) বর্তমানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেট প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বিবেচনায় বাস্তবতার নিরিখে অপ্রত্যাশিত ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ থোক হিসেবে বরাদ্দ করার বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গোচরীভূত করা হলে তিনি এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগক্রমে পর্যাপ্ত অর্থ থোক হিসেবে বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

৮) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সারাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত কার্যক্রম আরো দক্ষতার সাথে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত need based জনবল অনুমোদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেন।

৯) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব জায়গায় (গ্রীণ রোড) পানি ভবন নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং উক্ত এলাকায় অবস্থিত জলাধার-পুকুর রক্ষা করে সংস্থার সকল দপ্তরের স্থান সংকুলান হয় এরূপভাবে বহুতল ভবন নির্মানের নির্দেশনা প্রদান করেন।

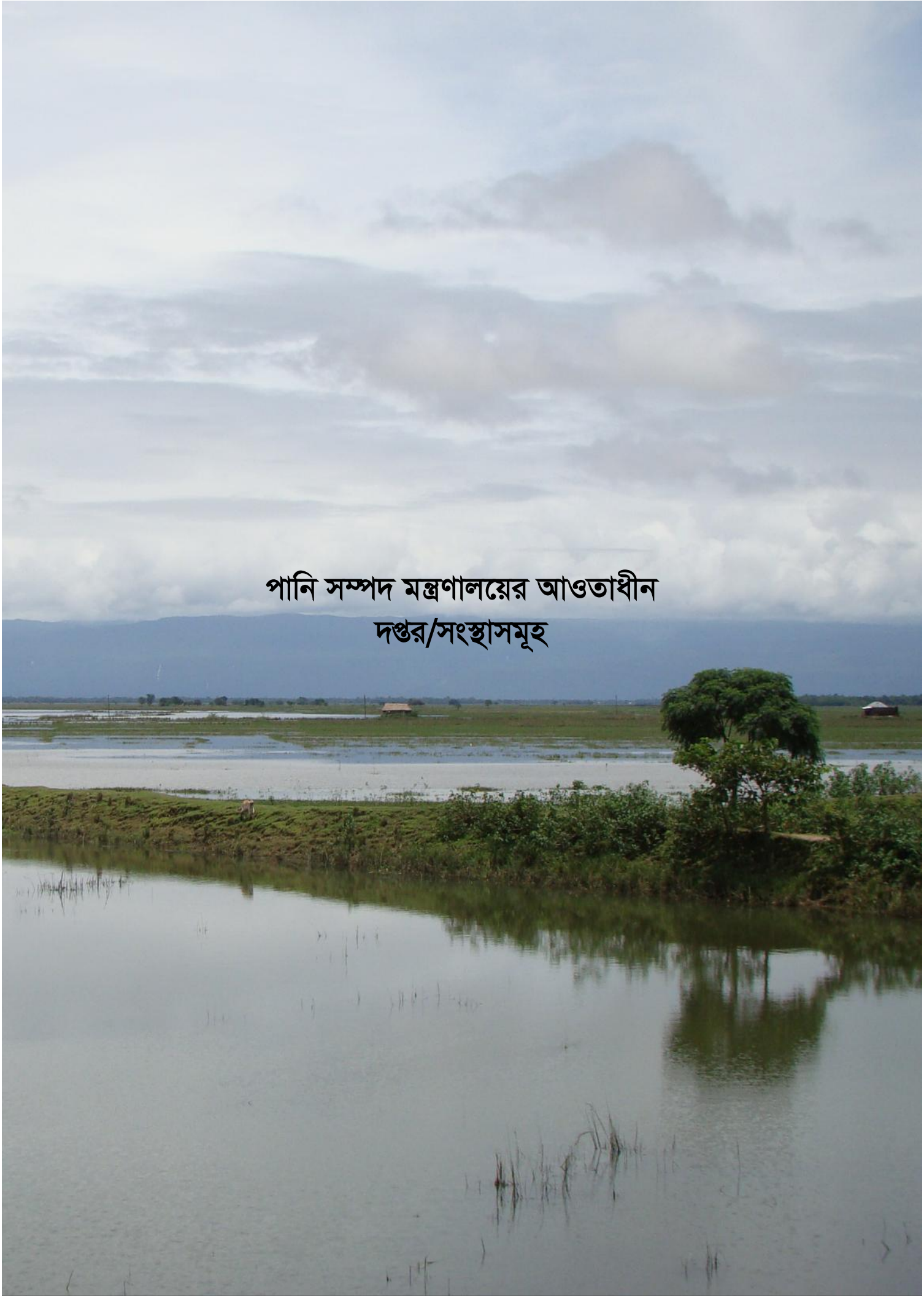

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

www.bwdb.gov.bd

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এ কারণে কৃষিজ সম্পদ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বন্যা, অতিবৃষ্টিজনিত আগাম বন্যা, জলাবদ্ধতা, ফসলি জমিতে লোনা পানি প্রবেশ, খরা, সেচ সুবিধার অভাব, ইত্যাদি কৃষি উৎপাদনের প্রধান অন্তরায়। কৃষি উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদ উন্নয়ন অপরিহার্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন্যা প্রতিরোধ, সেচ ব্যবস্থা, পানি নিষ্কাশন, আবাদযোগ্য জমি লবণাক্ততা থেকে রক্ষা, সমুদ্র হতে নতুন নতুন জমি উদ্ধার কাজে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া দেশের শিল্প, বাণিজ্য কেন্দ্র, শহর বন্দর, কৃষিযোগ্য জমি সীমান্ত বরাবর প্রবাহমান নদীসমূহের ভাঙ্গনের কবল থেকে বাংলাদেশের ভূখন্ড নদীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষা কাজেও পানি উন্নয়ন বোর্ড সর্বদা নিয়োজিত।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোডের্র সৃষ্টি

১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালের উপর্যুপরি ভয়াবহ বন্যায় দেশের জানমাল এবং অবকাঠামো ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তদানিন্তন সরকারের আমন্ত্রণে জনাব জে, এ, ক্রুগের নেতৃত্বে ক্রুগ মিশন নামে জাতিসংঘের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের জটিল পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর সমীক্ষা পরিচালনা করেন। ক্রুগ মিশনের সমীক্ষার সুপারিশক্রমে বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ পানি সম্পদের উন্নয়ন, আহরণ, ব্যবহার এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১৯৫৯ সনের অর্ডিন্যান্স নং-১ দ্বারা পূর্ব-পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ইপিওয়াপদা) সৃষ্টি করা হয়। তৎকালীন সেচ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা কর্মচারিকে ইপিওয়াপদার পানি উইং এ আত্মীকরণসহ প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, কারিগরি ও অ-কারিগরি বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ বিপুল সংখ্যক কর্মচারি নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং- ৫৯ এ তদানীন্তন ইপিওয়াপদার "পানি উইং" নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা সৃষ্টি করা হয়।

জাতীয় পানি নীতির পটভূমি

১৯৭২ সালে International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) এবং ফ্লাড এ্যাকশন প্ল্যান (ফ্যাপ) এর আওতায় (১৯৯০-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত) সম্পাদিত সমীক্ষার আলোকে প্রণীত Bangladesh Water and Flood Management Strategy (BWFMS) এর সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক ১৯৯৯ সালে জাতীয় পানি নীতি অনুমোদিত হয় এবং তদানুযায়ী ২০০১ সালে জাতীয় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এর অনুসরণে সমন্বিত ও জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১১ জুলাই, ২০০০ এ "বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০" জারী করা হয়। অনুমোদিত জাতীয় পানি নীতি অনুসরণপূর্বক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পানি সম্পদ সেক্টরের অন্যতম প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান নির্বাহী মহাপরিচালক। মহাপরিচালক এবং তাঁর অধীনস্ত ৫ জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক সমন্বয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালনা করে আসছে। পানি সেক্টরের মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প/প্রকল্পসমূহের সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন এবং সমাপ্ত প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকান্ড সম্পাদনের জন্য সারাদেশকে ৮টি জোনে (উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল) বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জোনের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রয়েছেন।

পরিচালনা পরিষদ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ অনুসারে বোর্ডের সার্বিক নীতি নির্ধারণের জন্য একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ৪ (চার) জন সচিবসহ সরকারি/বেসরকারি সেক্টরের বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধি এবং মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা সমিতির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিসহ ১২ (বারো) জন সদস্য সমন্বয়ে এ পরিচালনা পরিষদ গঠিত।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ অনুসারে বাপাউবোর কার্যাবলী

(ক) কাঠামোগত কার্যাবলী

- নদী ও অববাহিকা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন, সেচ ও খরা প্রতিরোধের লক্ষ্যে জলাধার, ব্যারেজ, বাঁধ, রেগুলেটর বা অন্য যে কোন অবকাঠামো নির্মাণ;
- সেচ, মৎস্য চাষ, নৌপরিবহন, বনায়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও পরিবেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানি প্রবাহের উন্নয়ন কিংবা পানি প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তনের জন্য জলপথ, খালবিল ইত্যাদি পুনঃখনন;
- ভূমি সংরক্ষণ, ভূমি পরিবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধার এবং নদীর মোহনা নিয়ন্ত্রণ;
- নদীতীর সংরক্ষণ এবং নদীভাঙ্গন হতে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে শহর, বাজার, হাট এবং ঐতিহাসিক ও জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ সংরক্ষণ;
- উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও সংরক্ষণ;
- লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ রোধ এবং মরুকরণ প্রশমণ;
- সেচ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পানীয় জল আহরণের লক্ষ্যে বৃষ্টির পানি ধারণ।

(খ) অকাঠামোগত ও সহায়ক কার্যাবলী

- বন্যা ও খরা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ;
- পানিবিজ্ঞান সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা এবং এতদ্‌সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত গ্রহণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহযোগিতায় এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বোর্ডের সৃষ্ট অবকাঠামোভুক্ত নিজস্ব জমিতে বনায়ন, মৎস্য চাষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং বাঁধের উপর রাস্তা নির্মাণ;
- বোর্ডের কার্যাবলীর উপর মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা;
- বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সুফল সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের মধ্যে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সুবিধাভোগীদের সংগঠিতকরণ, প্রকল্পে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন এবং প্রকল্প ব্যয় পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত বিভিন্ন কলাকৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উদ্ভাবন, বাস্তবায়ন ও পরিচালন।

সাংগঠনিক কাঠামো

প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সমাপ্ত-প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ পানি সেক্টরের সকল কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে মাঠ পর্যায়ে ৮টি জোন, ২০টি সার্কেল, ৭৮টি বিভাগ, ২০১টি উপ-বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী দপ্তর রয়েছে যা বিস্তারিত সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রদর্শিত হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো

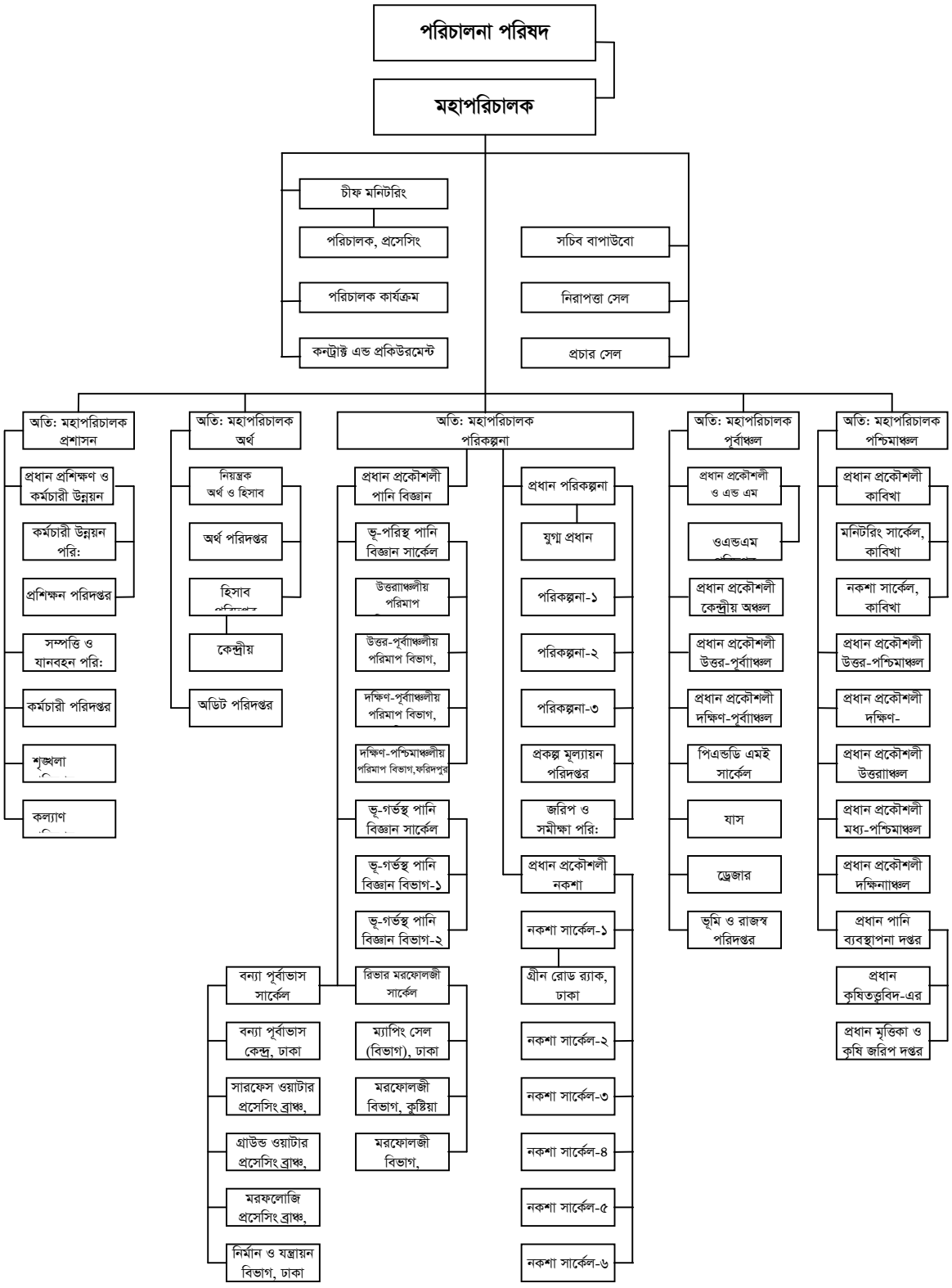

জনবল

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ন সংস্থা। ১৯৭২ সালের প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং ৫৯ মোতাবেক তদান্তীন ইপিওয়াপদার "পানি উইং" নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) একটি স্বতন্ত্র সংস্থা হিসেবে সৃষ্টি হয়। শুরুতে এর অনুমোদিত জনসংখ্যা ছিল ২৪,৩৬৮ জন। সংস্থাটি সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন সময় জনবল হ্রাস করা হয়। ১৯৮৫ সালে উক্ত সংস্থার জনবল এনাম কমিটির মাধ্যমে ১৮০৩২ জন অনুমোদন করা হয়। অতঃপর ১৯৯৮ সালে এর জনবল ১৮০৩২ থেকে কমিয়ে ৮৯৩৫ জন করা হয়। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার পদ ৯৮৬টি, দ্বিতীয় শ্রেণী কর্মকর্তার পদ ৮২০টি, তৃতীয় শ্রেণীর পদ ৩১২৩টি এবং ৪র্থ শ্রেণীর পদ ৪০০৬টি। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জনবল উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করায় পানি সম্পদ সেক্টরে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হয়েছে।

পদ সৃজন

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বৃহৎ নদীসমূহে ক্যাপিট্যাল ড্রেজিং, নদী ব্যবস্থাপনা এবং গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের ন্যায় মেগা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। আগামী মধ্য-মেয়াদী বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নের পরিধিও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে জনবল হ্রাস ও বর্তমানে বাপাউবোর কর্মপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় জনবল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সে মোতাবেক ২০১১ সালে ১৫০৬৭ পদের জন্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে Need Based জনবল কাঠামোর প্রস্তাবনা দেয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পর্যালোচনা পূর্বক ৬৪৫৯টি নতুন পদ (যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর ও ড্রেজার পরিদপ্তর নতুনভাবে অন্তর্ভূক্তকরন পূর্বক) অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজন এবং বাপাউবো'র অনুমোদিত ৮৯৩৫টি পদ হতে ১৮০০টি পদ বিলুপ্তিসহ সর্বমোট ১৩৫৯৪ পদ (বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড-১২০২২, যান্ত্রিক সরঞ্জাম (এম ই) পরিদপ্তর-৪২৫ এবং ড্রেজার পরিদপ্তর ১১৪১) এর সম্মতি জ্ঞাপন করে। এরই ধারাবাহিকতায় অর্থ মন্ত্রণালয় ৫৪৯৯টি পদ সৃজন এবং ১৮০০টি পদ বিলুপ্ত করে মোট ১২৬৩৪টি পদের সুপারিশ করে। এছাড়াও ৫৯৫টি আর্মড গার্ড (আনসার) এর পদ অঙ্গীভূতকরনের (Embodiment) মাধ্যমে পূরণ করার, সুপারিশ থাকায় মোট পদ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩২২৯টি। বর্তমানে Need Based জনবল কাঠামো চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	সংস্থা/পরিদপ্তরের নাম	এনাম সেট-আপ ১৯৮৪ অনুসারে জনবল	গেজেট '৯৮ অনুসারে জনবল	প্রক্রিয়াধীন Need Based সেট-আপ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	
				জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	অর্থ মন্ত্রণালয়
১।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (যান্ত্রিক সরঞ্জাম ও ড্রেজার পরিদপ্তর বাদে)	১৪১২৫	৮৯৩৫	১২০২৮	১১৮৭০
২।	যান্ত্রিক সরঞ্জাম (এমই) পরিদপ্তর	২১৪৫	-	৪২৫	৩৬০
৩।	ড্রেজার পরিদপ্তর	১৪০৫	-	১১৪১	৯৯৯
৪।	নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট	১৯০	-	-	-
৫।	যৌথ নদী কমিশন	১৬৭	-	-	-
	মোট	১৮০৩২	৮৯৩৫	১৩৫৯৪	১৩২২৯

মানব সম্পদ উন্নয়ন

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত মানের উৎকর্ষ সাধনে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। পানি সম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত জনবলের দক্ষতা ও পেশাগত জ্ঞান সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডের বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনদিবসের সংখ্যা
১।	২০১৩-১৪	৩৮ টি	৮০১	৫৩৬৮

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

ক্রমিক সংখ্যা	দেশের নাম	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনদিবসের সংখ্যা
১।	জাপান	৬	৯	৯৪৫
২।	নেদারল্যান্ড	৭	৩৩	২৫৬
৩।	থাইল্যান্ড	১৭	৬৯	১৫৩২
৪।	জার্মানী	৫	১০	১১৭৪
৫।	যুক্তরাজ্য	৩	৫	৭৪
৬।	নরওয়ে	১	১	২০
৭।	নেপাল	৫	৯	৪৮
৮।	চীন	৩	৮	৫৪
৯।	শ্রীলংকা	৫	৩৫	৫০৭
১০।	কানাডা	৩	৯	৭৩০
১১।	ভিয়েতনাম	২	২২	৩০৮
১২।	ফিলিপাইন	১	২	২০
১৩।	বেলজিয়াম	১	১	২১২
১৪।	কোরিয়া	৩	৩	৭
১৫।	ভারত	৮	২৫	৩২৭
১৬।	ইটালী	৩	১২	২২০
১৭।	আমেরিকা	১	৪	৪৮
১৮।	সিংগাপুর	২	২	২০
১৯।	ভিয়েতনাম	২	২২	৩০৮
২০।	পাকিস্তান	২	২	৬
২১।	অষ্ট্রিয়া	১	১	৫
২২।	ফ্রান্স	২	২	৭৩০
২৩।	অস্ট্রেলিয়া	২	৩	১৪৭৪
২৪।	মিসর	১	১	১৬
২৫।	সুইডেন	২	১	১৯
২৬।	ফিলিপাইন	১	২	২০
২৭।	কম্বোডিয়া	১	১	৪
	মোট	**৭৬**	**২৯৩**	**৮৮০১**

বাপাউবো'র প্রকল্পে অর্থায়ন

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) সরকারের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে ঋণ ও অনুদান সহায়তা পেয়ে থাকে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, নেদারল্যান্ড সরকার, জাইকা ইত্যাদি উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে পানি সম্পদ খাতে সহায়তা পাওয়া গিয়েছে। বিগত দশ বছরে এ সাহায্যের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে এসেছে। ফলে সম্ভাবনাময় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ হাতে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে বাপাউবো'র উন্নয়ন বাজেটের সিংহভাগই সরকারের নিজস্ব সম্পদ থেকে নির্বাহ করা হচ্ছে। সংস্থাপন ব্যয় ও সমাপ্ত প্রকল্পের বিদ্যমান অবকাঠামোগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সরকারের অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট থেকে আসে। বিগত ৫ বছরে অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষনের মাধ্যমে সমাপ্তকৃত প্রকল্পগুলি হতে ঈপ্সিত সুফল অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) তে মোট প্রকল্প ছিল ৬৪টি (আরডিপিতে ১০ নতুন প্রকল্প অন্তরর্ভূক্তসহ) (বিস্তারিত **পরিশিষ্ট-১**)। তন্মধ্যে ৬১ টি বিনিয়োগ প্রকল্প (৫৩টি জিওবি, ৮টি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট) ও ৩টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (৩টি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট)। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের সংশোধিত এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ২০৩২.৫০ কোটি টাকা। সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৯৭.৩২% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৬.৮১%। ৭টি প্রকল্প সমাপ্ত (১টি সেচ প্রকল্পসহ) হয়েছে (বিস্তারিত **পরিশিষ্ট-১**)। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে এডিপিতে বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিমান নিম্নরূপঃ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বরাদ্দ	ব্যয় (কোটি টাকা)	অগ্রগতি
স্থানীয়	১৬২৬.৫৩	১৫৯৭.৪৩	৯৮.২১%
প্রকল্প সাহায্য	৪০৫.৯৭	৩৭০.৩১	৯১.২২%
মোট	**২০৩২.৫০**	**১৯৬৭.৭৪**	**৯৬.৮১%**

২০১৩-১৪ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে সম্পাদিত কার্যক্রম

২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ ৭৯৭.৮৩ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৭৪৫.২১ কোটি টাকা। অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয় বিবরণী নিম্নরূপ ঃ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক সংখ্যা	গৌণ খাত	বরাদ্দ	ব্যয়
১	সংস্থাপন	৩৪৩.০৮	৩৩৫.১৯
২	পৌরকর	২.২৫	২.২১
৩	ভূমিকর	৪.৭৫	৪.৩৯
৪	জরিপ	৮.৬৪	৮.৬২
৫	বিদ্যুৎ মঞ্জুরী	২৫.০০	২৪.৯৭
৬	মেরামত মঞ্জুরী	৩৫৫.০০	৩৫৪.৮৮
৭	অন্যান্য মঞ্জুরী	১৫.০০	১৪.৯৫
৮	উন্নয়ন (রাজস্ব খাত)	৪৪.১১	
	মোট	৭৯৭.৮৩	৭৪৫.২১

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহ

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ৩১৩.২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭টি এডিপিভূক্ত প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা বিস্তারিত নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন ১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		১৩-১৪ সালের আরএডিপি বরাদ্দ	জুন ১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
				আর্থিক	বাস্তব (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)
১	৮	ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (০১-১২-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৪)	১৭৬৫৪.২১	৯৪১৮.৫৯	৬০.৩২	৬৭৫০.০০	১৬১৪৭.১৮	১০০.০০
২	১০	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বক্শীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিস্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর	৯৮৩৫.০৫	৭৫৮৪.৮৯	৯৯.৩০	১০২১.০০	৮৫৮৩.৬৫	১০০.০০

ক্র: নং	আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন ১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		১৩-১৪ সালের আরএডিপি বরাদ্দ	জুন ১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
				আর্থিক	বাস্তব (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)
		ভাংগন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্প (০১-০২-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৪)						
৩	২৯	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলরুট চ্যানেলের উভয়তীর বরাবর কলিগ্রাম এবং মানিকদহ নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (০১-০৭-২০১০ - ৩০-০৬-২০১৪)	৩৫১৮.৮৩	২৩১৯.৬৬	৬৫.৯২	১২০০.০০	৩৫১৩.৬২	৯৯.৮৮
৪	১২৪	Rehabilitation Works of Teesta Main Canal & Related Structure under Command Area of Teesta Barrage Project (Phase-I) (জুলাই ২০১২ - জুন, ২০১৪)	১৪৬৪.৫০	২৯৯.৫৯	২০.৪৬	৯৪৭.০০	১২৪৬.৫০	৮৫.১২
৫	১২৫	Environmental Impact Assessment (EIA)" study of different BWDB projects to be Implemented under CCTF (অক্টোবর ২০১২- জুন ২০১৪)	১৯৯.১৬	৯৯.৯০	০.০০	৯৯.০০	১৯৮.৫৯	১০০.০০
৬	টিএ-১	মেইন রিভার ফ্লাড এন্ড ব্যাংক ইরোশান রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম। (০১.০৭.১২ থেকে ৩০.০৬.১৪ পর্যন্ত)	১৫৬৯.৬৯	৬৪৫.৩২	৮৯.০০	৩৪৪.০০	৯৭৮.৮০	১০০.০০
৭	টিএ-৩৫	Irrigation Management Improvement Investment Program (IMIIP) (অক্টোবর ২০১২- জুন ২০১৪)	৬৯৮.১৬	০.০০	৮০.০০	৬৬১.০০	৬৫৯.৬৫	১০০.০০
		মোট	**৩৪৯৩৯.৬০**	**২০৩৬৭.৯৫**		**১১০২২.০০**	**৩১৩২৭.৯৯**	

২০১৩-১৪ অর্থবছরে সমাপ্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য

➢ ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-১২-২০০৯ হতে ৩০-০৬-২০১৪
প্রকল্প এলাকা ঃ ফরিদপুর
প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ১৭৬.৫৪ কোটি টাকা
প্রকৃত ব্যয় ঃ ১৬১.৪৭ কোটি টাকা
অবকাঠামো ঃ

জমি অধিগ্রহণ	০.৩২	হেক্টর
রেগুলেটর নির্মাণ	১	টি
পাইপ আউটলেট	৬	টি
তীর সংরক্ষণ কাজ	৫.৫০	কিঃমিঃ

প্রকল্পের সুফল ঃ

- ফরিদপুর শহর এবং তৎসংলগ্ন এলাকা পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা পেয়েছে;
- এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফরিদপুর-বরিশাল বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নিষ্কাশন প্রকল্পের ফরিদপুর ইউনিটে প্রকল্প এলাকার আওতায় বিদ্যমান অবকাঠামোগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে;
- দীর্ঘমেয়াদী সুফল হিসেবে প্রকল্প সুবিধাভোগীদের আর্থ-সামাজিক উন্নতি এবং পরিবেশগত সুরক্ষা নিশ্চিত হয়েছে।

➢ গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলরুট চ্যানেলের উভয়তীর বরাবর কলিগ্রাম এবং মানিকদহ নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০৭-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৪
প্রকল্প এলাকা ঃ গোপালগঞ্জ
প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৩৫.১৮ কোটি টাকা
প্রকৃত ব্যয় ঃ ৩৫.১৩ কোটি টাকা
অবকাঠামো ঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ = ৩.৪৫কিঃমিঃ

প্রকল্পের সুফল ঃ

- মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হতে ফুকরাকে এবং মাদারীপুর বিলরুট চ্যানেলের ভাঙ্গন হতে কলিগ্রাম ও মানিকদহকে রক্ষা করা হয়েছে;
- ঢাকা-গোপালগঞ্জ-খুলনা মহাসড়কসহ প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত সকল সরকারী ও ব্যক্তিমালিকানাধীন স্থাপনা এবং সম্পত্তিকে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

➢ Rehabilitation Works of Teesta Main Canal & Related Structure under Command Area of Teesta Barrage Project (Phase-I)

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৪
প্রকল্প এলাকা ঃ নিলফামারী
প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ১৪.৬৪ কোটি টাকা
প্রকৃত ব্যয় ঃ ১২.৪৬ কোটি টাকা
অবকাঠামো ঃ

বাঁধ মেরামত	৬.১৫	কিঃমিঃ
Slope protection	৮.০০	কিঃমিঃ
গ্রোয়েন পুনর্বাসন	২	টি

প্রকল্পের সুফল ঃ

- তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের সেচযোগ্য এলাকা ১১,৪০৬ হেক্টর এ উন্নীতকরণ;
- মেইন ক্যানেল পুনর্বাসন করায় মূল প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি;
- প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প

ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্প/কার্যক্রম

২০১০-১১ অর্থ-বছর হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৩৫টি প্রতিশ্রুতির অনুকূলে প্রকল্পের সংখ্যা মোট ৪১টি। এর মধ্যে প্রকল্প অনুমোদন ও অন্যান্য অর্থায়নে কর্মসূচীভূক্ত প্রকল্পের সংখ্যা মোট ২৮টি **(পরিশিষ্ট-২)**। জুন/২০১৪ পর্যন্ত ১৬টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ১২টি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া, ১১টি প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন এবং ২টি সমীক্ষার আলোকে ডিপিপি প্রণয়নাধীন রয়েছে।

খ) সেচ সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে প্রকল্প/কার্যক্রম

➢ তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়), ১ম ইউনিট

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০৭-২০০৬ হতে ৩০-০৬-২০১৫

প্রকল্প এলাকা ঃ নীলফামারী, রংপুর ও দিনাজপুর

প্রকল্প ব্যয় ঃ ২৯৪.৭৫ কোটি টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- সম্পুরক সেচের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- নিস্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নদী শাসনের সুবিধাও প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত আছে। এছাড়া শুস্ক মৌসুমে প্রাপ্ত পানি (available water) Rotation পদ্ধতিতে সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে উন্নত জাতের ফসল উৎপাদনে দেশকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পুর্ণ করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখবে।

তিস্তা প্রকল্প (২য় পর্যায়) ১ম ইউনিট আওতায় নির্মিত যমুনেশ্বরী একুইডাক্ট ও প্রকল্পের বাম্পার ফলন

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

জমি অধিগ্রহণ	২৮.৮৬	হেক্টর
বৈদ্যুতিক সঞ্চালন লাইন নির্মাণ	২৫.০০	কিঃমিঃ (আংশিক)
মেজর সেকেন্ডারী ক্যানেল নির্মান	১৭.৫০	কিঃমিঃ (আংশিক)
মেজর হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	৯	টি (আংশিক)
ইনস্পেকশন রোড নির্মাণ	১৫.৫০	কিঃমিঃ (আংশিক)
রেলওয়ে ব্রীজ নির্মাণ	১	টি (আংশিক)

গ) নদী শাসনে চলমান ড্রেজিং কার্যক্রম

পানি সম্পদ উন্নয়নে মূলত ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা ও টেকসই ব্যবহার অপরিহার্য। পানি প্রাপ্যতার নিরিখে বছরব্যাপী পানির সুষ্ঠু ব্যবহার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পানির প্রবাহ বজায় রাখা ও পানি সংরক্ষণের জন্য নদ-নদীই একমাত্র আধার। পানি সম্পদ উন্নয়নের নিমিত্তে পানির সংরক্ষণ, সুষ্ঠু বিতরণ ও নদ-নদীর নাব্যতা বজায় রাখা অপরিহার্য। নদী ভাঙ্গন ও নদীর তলদেশে পলিভরণ বাংলাদেশের আর্থসামাজিক, ভৌগোলিক ও পরিবেশগত প্রেক্ষাপটে এক প্রকট সমস্যা। এর প্রতিক্রিয়া অনেকটা স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী। এ যাবৎ বাপাউবো নদী শাসনের নিমিত্তে নদী ভাঙ্গনরোধে শুধুমাত্র তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করে আসছে। কিন্তু তাতে নদীর প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহে নদী শাসন প্রক্রিয়ায় নদীর গতিপথকে নিয়ন্ত্রণ করতঃ নদীভাঙ্গন ও পলিভরণ রোধকল্পে নদী শাসনে সমন্বিত ড্রেজিং কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এতে নদী শাসনে কাঙ্খিত সুফল পাওয়া যাবে। তবে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য সমন্বিত তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

➢ ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (ফেজ-১)

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৫
প্রকল্প এলাকা ঃ সিরাজগঞ্জ, টাংগাইল ও জামালপুর
প্রকল্প ব্যয় ঃ ১০২২.১১ কোটি টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- ড্রেজিং এর মাধ্যমে যমুনা নদীর প্রবাহের দিক পরিবর্তন ঘটিয়ে ও নদীতলের অস্বাভাবিক ক্ষয় প্রশমিত করে সিরাজগঞ্জের হার্ড পয়েন্ট ও বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতুর ডান গাইড বাঁধকে ভাঙ্গন/ক্ষতির ঝুঁকি থেকে রক্ষা করা।
- ড্রেজিং এর মাধ্যমে টাঙ্গাইল জেলার নলীন বাজার সংলগ্ন যমুনা নদীর প্রবাহের দিক পরিবর্তন ঘটিয়ে যমুনা সার কারখানা এবং দেশের অন্যান্য জেলার সাথে সংযোগ কারী একমাত্র সড়ক ভূয়াপুর-তারাকান্দি রাস্তাকে ভাঙ্গনের ঝুঁকি হতে রক্ষা করা।
- দেশের বড় বড় ও গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীতে ড্রেজিং কাজের কার্যকারিতা নিরীক্ষা ও টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন-পূর্বক ১৫-বছর মেয়াদী Comprehensive Investment Plan প্রণয়ন করা।
- যমুনা নদীতে ড্রেজিং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ড্রেজড ম্যাটেরিয়ালস্ সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্টের উজানে ও ভাটিতে নদীর তীর সংলগ্ন নিচু স্থানে ফেলে ও উপযুক্ত স্থানে ক্রস বার নির্মাণের (প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষামূলক কাজ সম্পাদন করে) মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার করা।

যমুনা নদীর ড্রেজিং কার্যক্রম

সিরাজগঞ্জ পয়েন্টে যমুনা নদীর ড্রেজড স্পয়েল দ্বারা ভূমি পুনরুদ্ধার

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

রক্ষনাবেক্ষণ ড্রেজিং	৫১.৮৩	লক্ষ ঘন মিঃ (২২ কিঃ মিঃ চ্যানেলে)
জরুরী অস্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক কাজ	২.৬৪	কিঃ মিঃ (ক্রসবার এবং তৎসংলগ্ন এলাকায়)

➢ বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশাই-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম)

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০৭-২০১০ হতে ৩০-১২-২০১৪
প্রকল্প এলাকা ঃ টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও ঢাকা
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৯৪৪.০৯ কোটি টাকা

টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলায় বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন কাজ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- শুষ্ক মৌসুমে বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদীতে পানির প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে পানির গুনগতমান বৃদ্ধি;
- বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদীতে সারা বছরব্যাপী নৌযান চলাচলের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় গভীরতা নিশ্চিত করা;
- সেচ ও মৎস্য উন্নয়ন;
- সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

ম্যানুয়ালি নদী খনন	২৪.০৬	কিঃমিঃ

➢ ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়

"বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুসাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রকল্প" এর আওতায় (বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ থেকে ২০১৩-১৪) ১৩০৯.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১টি ড্রেজার (৭টি ৬৫০ মিঃমিঃ ড্রেজার, ৪টি ৫০০ মিঃমিঃ ড্রেজার), ৫টি Amphibian Excavator, ১০০০ অশ্বশক্তির টাগ ৩টি, ৬০০ অশ্বশক্তির টাগ ৩টি, ৪৫০ অশ্বশক্তির টাগ ৬টি, ১০০ টন ক্যাপাসিটির টায়ার মাউন্টেড ক্রেন ২টি, ৫০ টন ক্যাপাসিটির টায়ার মাউন্টেড ক্রেন ২টি, ২০০ অশ্বশক্তির স্পিড বোট ৫টি, ডেকলোডিং বার্জ ১০টি ইত্যাদি) সংগ্রহ/ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে। ২০১২-১৩ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৬৫০ মিঃমিঃ সাইজের ৪ সেট ড্রেজার, ৫০০ মিঃমিঃ সাইজের ৪ সেট ড্রেজার এবং ৫টি Amphibian Excavator ক্রয়ের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কার্যাদেশ অনুযায়ী জুন, ২০১৪ এর পর্যন্ত ৫টি Amphibian Excavator সরবরাহ পাওয়া গিয়েছে। সংগৃহিত ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, নাব্যতা এবং নৌ-যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

ঘ) জলাবদ্ধতা দূরীকরণে প্রকল্প/কার্যক্রম

➢ কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দুরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৫
প্রকল্প এলাকা ঃ যশোর, খুলনা ও সাতক্ষীরা
প্রকল্প ব্যয় ঃ ২৬১.৫৪ কোটি টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- প্রকল্প এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ
- বন্যা নিয়ন্ত্রন
- সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং মৎস্য উন্নয়ন
- টিআরএম পরিচালনার মাধ্যমে টেকসই নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা।

সাতক্ষীরার তালায় কপোতাক্ষ নদের পুনঃখনন (০৩-০৬-১৪)

খুলনার পাইকগাছায় কপোতাক্ষ নদের পুনঃখনন (২৫-০৬-১৪)

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

ড্রেজার দ্বারা কপোতাক্ষ নদের পুনঃখনন	১৫.০০	কিঃমিঃ (আংশিক)
খননকৃত মাটি দ্বারা কপোতাক্ষ নদের উভয় তীরে বেড়ী বাঁধ নির্মান	৭.০০	কিঃমিঃ (আংশিক)
ম্যানুয়াল পুনঃখনন এবং কপোতাক্ষ নদের উভয় তীরে বাঁধ নির্মান	২১.৫০	কিঃমিঃ (আংশিক)
স্লোজার নির্মাণ এবং অপসারণ	১	টি

ঙ) জনগণের অংশগ্রহণে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে প্রকল্প/কার্যক্রম

➢ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (SWAIWRPMP)

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০৪-২০০৫ হতে ৩১-১২-২০১৫
প্রকল্প এলাকা ঃ যশোর, নড়াইল, ও সাতক্ষীরা
প্রকল্প ব্যয় ঃ ২৯৪.২৫ কোটি টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- হাইড্রোলজিক্যাল ইউনিটে অংশীদারিত্বমূলক (Participatory) সমন্বিত (Integrated) পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা;
- সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা যেমন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সুবিধাভোগীদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি ও বিকেন্দ্রীকরণে সহায়তা প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি;
- সুষ্ঠু পরিকল্পনার জন্য সংস্থাসমূহের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি;
- খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার- ৫, ১৫, ৩১ এবং ৩২ এলাকায় আইলা-২০০৯ এর ক্ষয়ক্ষতি পূর্নবাসন;

- প্রকল্প মেয়াদকাল শেষে প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্বভার উপকারভোগীদের নিয়ে গঠিত পানি ব্যবস্থা দলের (WMG) নিকট হস্তান্তর করা ।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কাঠামোগত কার্যক্রমসমূহ

বাঁধ নির্মান/ মেরামত	৪.৪৯	কিঃমিঃ
খাল পূনঃখনন	১০.০০	কিঃমিঃ
রেগুলেটর নির্মান	৪	টি
চেক ষ্ট্রাকচার/ কার্লভাট/ ফুটব্রীজ	১৫	টি
ওয়াটার রিটেনশন ষ্ট্রাকচার	২	টি
ইনলেট আউটলেট ষ্ট্রাকচার	৬	টি
নদী তীর সংরক্ষণ কাজ	০.৫	কিঃমিঃ
ডিপ টিউবয়েল ফর ড্রিংকিং ওয়াটার	৫৬	টি
ট্রেনিং সেন্টার নির্মান	১৭	টি
আপগ্রেডিং অফ রুরাল রোডস	১৭.৪৮	কিঃ মিঃ

২০১৩-১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত বাস্তবায়িত অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রমসমূহ

পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG) গঠন	১০২	টি (সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত)
পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (WMA) গঠন	১৪	টি
যৌথ ব্যবস্থাপনা কমিটি (JMC) গঠন	২	টি
সংগঠনভূক্ত সদস্য সংখ্যা	২৫,১৮৬	জন
সাধারণ শেয়ার সঞ্চয়	২৬৫.০০	লক্ষ টাকা

২০১৩-১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত Sub-unit Implementation Plan (SIP) অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম

বাস্তবায়িত SIP সংখ্যা ঃ ১৪ টি (নড়াইল উপ-প্রকল্প এর ৭ টি এবং চেঞ্চুরী বিল উপ-প্রকল্প এর ৭ টি)
হস্তান্তরিত SIP সংখ্যা ঃ ১৩ টি (অংশীদারিত্বমূলক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণের জন্য, জুন ২০১৪ পর্যন্ত)

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে প্রকল্পের কার্যক্রমের উপর IMED কর্তৃক মধ্যবর্তী মূল্যায়নের সারসংক্ষেপ

- অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষানাবেক্ষণ কার্যক্রমের সংগে সম্পৃক্ত হওয়ার লক্ষ্যে WMA সমূহ SIP ব্যবস্থাপনার দায়িত্বভার গ্রহণ শুরু করেছে;
- পওর কাজে অর্থ জোগান সহজতর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রতিটি WMG কে বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের সংগে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে; শতাংশ প্রতি ০.৬০ টাকা হারে সার্ভিস চার্জ নিয়মিত প্রদানে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে;
- WMG সমূহ পওর কাজের জন্য আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ নিজ নিজ পওর একাউন্টে জমা করছে;
- ৩০ শে জুন, ২০১৩ ইং পর্যন্ত প্রকল্প এলাকায় বাৎসরিক ধানের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুন এবং মাছের চাষ প্রায় ২৯০০ মেঃ টন বৃদ্ধি পেয়েছে। ধান ও মাছের বার্ষিক বর্ধিত উৎপাদনের আনুমানিক বাজার মূল্য যথাক্রমে প্রায় ২১৪.০০ কোটি টাকা ও ২৯.০০ কোটি টাকা।
- কৃষি, মৎস্য এবং জেন্ডার ও লাইভলিহুড বিষয়ে দেয়া প্রশিক্ষণ এবং বিশেষ করে মহিলা ও দুঃস্থদের আয়-বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের সঙ্গে সম্পৃক্তকরনের ফলে সমিতির সদস্যদের মাথাপিছু আয় ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

চ) উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত পানি প্রবেশরোধ ও সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধারে প্রকল্প/কার্যক্রম

➢ চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (বাপাউবো অংশ)

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০১-২০১১ হতে ৩১-১২-২০১৬

প্রকল্প এলাকা ঃ নোয়াখালী ও চট্রগ্রাম

প্রকল্প ব্যয় ঃ ২৭৮.৭৪ কোটি টাকা

বাপাউবো কর্তৃক বাঁধ নির্মাণ

ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জমি বরাদ্দ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ল্যাট্রিন নির্মান

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় সব্জি ফলন

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পটির সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুনভাবে জেগে ওঠা উপকূলীয় চর অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র মানুষের দারিদ্র ও ক্ষুধা দূরীকরণ। উন্নত ও অধিকতর নিরাপদ জীবনমান নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য সাধন করা হবে। জলবায়ু পরিবর্তন সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ ও দরিদ্র জনগণের ভুমিতে আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা বিধান করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। সুনির্দিষ্টভাবে -

- সিডিএসপি-৪ এ প্রস্তাবিত কর্মসূচীসমূহ টেকসইকরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়ন;
- উপকূলীয় চর উন্নয়ন বিষয়ক উপাত্ত ও জ্ঞান সংগ্রহ করা ও ব্যাপ্তি ঘটানো (disseminate); এবং
- টেকসই পদ্ধতিতে উপকূলীয় চর এলাকার দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সরাসরি উন্নয়ন সাধন করা।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

ড্রেনেজ স্লুইস নির্মাণ (৯ ভেন্ট)	১	টি (আংশিক)
ড্রেনেজ স্লুইস নির্মাণ (৫ ভেন্ট)	১	টি (আংশিক)
সী-ডাইক নির্মাণ	১৭.৫০	কিঃমিঃ (আংশিক)
ইন্টেরিওর-ডাইক	২৩.৫০	কিঃমিঃ
নিচু কাঁঠ	১৩.২৫	কিঃমিঃ
খাল খনন	২০০.৭৭	কিঃমিঃ (আংশিক)
স্লোজার নির্মাণ	১	টি

ছ) হাওর ও জলাভূমি উন্নয়নে প্রকল্প/কার্যক্রম

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকার জনগণ অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অধিক দারিদ্র-পীড়িত। আগাম পাহাড়ী ঢলে এ সকল এলাকায় ফসল প্রায়শঃই বিনষ্ট হয়। সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট, হবিগঞ্জ, বি-বাড়ীয়া, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ সহ ৭টি জেলার ছোট বড় মোট ৪১৪টি হাওর রয়েছে। হাওর সসার আকৃতির নীচু ভূমি। এই অঞ্চলের প্রায় ২৫% ভাগ এলাকা এ সকল হাওরের অন্তর্ভূক্ত। হাওর এলাকার মোট আয়তন প্রায় ৮.০০ লক্ষ হেক্টর। বিভিন্ন ধরনের ৫৮টি প্রকল্পের আওতায় বাপাউবো কর্তৃক নির্মিত ১৮২৬ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধসহ অন্যান্য অবকাঠামো প্রতিবছর অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট থেকে মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। ফলে হাওর এলাকার প্রায় ২.৯০ লক্ষ হেক্টর জমির একমাত্র বোরো ফসল আগাম বন্যা থেকে রক্ষা পায়। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে হাওর এলাকাতে বাস্তবায়নাধীন ২টি প্রকল্প- ক) হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প ব্যয়-৬৮৪.৯৪ কোটি টাকা) এবং খ) কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (প্রকল্প ব্যয়-৬০৯.৮৩ কোটি টাকা) আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্প দুটির বাস্তবায়নকার্যক্রম সমাপ্ত হলে হাওর অঞ্চলের বিদ্যমান সমস্যা বহুলাংশে হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়।

➢ কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০৪-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৪
প্রকল্প এলাকা ঃ সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভিবাজার ও কিশোরগঞ্জ
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৬০৯.৮৩ কোটি টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- কালনী-কুশিয়ার নদীর টেকসই ব্যবস্থাপনা;
- নদীর দীর্ঘমেয়াদী সুস্থিত অবস্থার (Stability) উন্নতিসাধন এব উন্নয়নের জন্য সুস্থিত পরিবেশ তৈরীকরণ;
- প্রাক মৌসুমী বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং বর্ষা উত্তর নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষির ক্ষতি কমানো;
- ভূমিহীন ১,২৫০ পরিবারের জন্য বন্যামুক্ত নতুন নিরাপদ গ্রাম গড়ে তোলা;
- শুষ্ক মৌসুমে কালনী-কুশিয়ারা নদীতে নৌ-চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- অর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নসহ এলাকার নিরাপত্তা ও জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন;
- নদী ভাঙ্গনের ফলে উদ্ভুত পরিবেশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিরপ প্রভাব রোধকরণ;
- দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরণ।

কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্পে মিঠামইন উপজেলার কাটখাল লুপকাট (মার্চ/২০১৪)

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

কাটখাল লুপকাট খনন	৪.৩৯	কিঃমিঃ

জ) জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় প্রকল্প/কার্যক্রম

বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের ১৯টি জেলা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের বিশেষ পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও সীমাবদ্ধতার দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের সার্বিক ও সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল ও কতিপয় অগ্রাধিকার ভিত্তিক বিনিয়োগ কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে।

➢ ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারী এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (ECRRP) (বাপাউবো অংশ)

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০৭-২০০৮ হতে ৩১-১২-২০১৭
প্রকল্প এলাকা ঃ পটুয়াখালী, বরগুনা ও পিরোজপুর
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৭০৩.১০ কোটি টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- ঘূর্ণিঝড় সিড্‌র এবং আইলাতে ক্ষতিগ্রস্থ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২৯টি ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডার এর পুনর্বাসন;
- উপকূলীয় ৩টি জেলার ১২টি উপজেলার ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো পুনর্বাসন পূর্বক জনজীবন পূর্বাবস্থায় পুনরুদ্ধার এবং উপ-প্রকল্পের কাঙ্খিত সুবিধা নিশ্চিত করণ।

সমীক্ষাঃ

১) উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন, সমুদ্র উচ্চতা এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা বিবেচনা করে অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ উপ-প্রকল্প/ পোল্ডারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণসহ অবকাঠামোর বিস্তারিত নকসা প্রণয়ন, টেন্ডার ডকুমেন্ট ও ডিপিপি প্রস্তুত;
২) নদী তীর উন্নয়ন প্রোগ্রাম এর কারিগরী সমীক্ষা প্রণয়ন এবং টেন্ডার ডকুমেন্ট ও ডিপিপি প্রস্তুত;
৩) বাংলাদেশ নদীর তীর উন্নয়ন এবং সংরক্ষণ প্রকল্পের পরামর্শক সেবা;
৪) গড়াই নদী ও রেস্টোরেশন প্রকল্পের পরিবেশ এবং সামাজিক সমীক্ষার নিমিত্তে পরামর্শক সেবা প্রদান।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

নদী তীর সংরক্ষণ কাজ	১.৫০	কিঃমিঃ (আংশিক)
পানি নিয়ন্ত্রণ আবকাঠামো	১১৯	টি (পূর্ণ)
	১৩০	টি (আংশিক)

➢ জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত অন্যান্য প্রকল্প/কার্যক্রম

সিডর ও আইলার ন্যায় ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদির কারণে এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিসহ সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় টেকসই সমাধানের জন্য উঈজজচ এর আওতায় দীর্ঘমেয়াদী সমীক্ষা পরিকল্পনা Technical Feasibility Studies and Detailed Design for Coastal Embankment Improvement Program (CEIP) সমীক্ষা কাজ ২০১২-১৩ অর্থ বছরে সমাপ্ত হয়েছে। এ সমীক্ষার ধারাবাহিকতায় সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরগুনা এবং পটুয়াখালী জেলার জন্যে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ৩২৮০.০০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত Coastal Embankment Improvement Project-1 (CEIP-1) ২০১৩-১৪ অর্থবছরে গৃহীত হয়েছে এবং প্রকল্পটি ২০১৩-১৪ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দপ্রাপ্ত।

➢ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহীত প্রকল্প

জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ক্ষতিকর প্রভাবের ফলে বাংলাদেশ একটি অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ দেশ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এতে ঘন ঘন ঘুর্নিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ ঘটছে, যা বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী উন্নত দেশগুলি হতে অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলন সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশ অগ্রণী ভুমিকা পালন করছে। অধিকন্তু, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের গঠন করে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বে অনন্য নজির স্থাপন করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে সমুদ্র ও নদী অববাহিকার পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোসমূহ বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বিধায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প গ্রহনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অগ্রণী ভুমিকা পালন করছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিভিন্ন অবকাঠামো রক্ষায় এবং টেকসই করার লক্ষ্যে ২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪ অর্থ-বছর পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাপাউবোর ৮৪ টি প্রকল্প চুড়ান্ত অনুমোদন লাভ করেছে যার মোট প্রক্কলিত ব্যয় ৮৭৫.১০ কোটি টাকা। এ প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে উপকুলীয় এলাকায় জেগে উঠা চরাঞ্চলে পোল্ডার নির্মান, পুরাতন পোল্ডারসমূহ পুনর্বাসন, ভুমি পুনরুদ্ধারে ক্রসড্যাম নির্মাণ, নদী তীর সংরক্ষন, খাল খনন ইত্যাদি।

বাপাউবোতে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অনুমোদিত ৮৪ টি প্রকল্পের মধ্যে জুন'২০১৪ পর্যন্ত

- মোট ১২৮.৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে (**পরিশিস্ট-৩**);
- মোট ৭৪৬.১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে অবশিষ্ট ৭২ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন বর্তমানে চলমান আছে;
- এছাড়া বৈদেশিত অর্থায়নে গঠিত 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেন্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড' (BCCRF) এর আওতায় বাপাউবোতে একটি সমীক্ষা প্রকল্প চলমান আছে।

ঝ) নদী শাসনে তীর সংরক্ষণে গৃহীত প্রকল্প/কার্যক্রম

➢ গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলাধীন সাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-১০-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৫
প্রকল্প এলাকা ঃ কুড়িগ্রাম (রৌমারী) ও গাইবান্ধা (সাঘাটা)
প্রকল্প ব্যয় ঃ ১৭০.৩১ কোটি টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- যমুনা নদীর ভয়াবহ ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলাধীন সাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা এবং ব্রহ্মপূত্র নদের ভয়াবহ ভাঙ্গন হতে কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের সাহেবের আলগা বিওপি ক্যাম্প ও তৎসংলগ্ন সীমান্ত এলাকা রক্ষা করা।
- প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সাঘাটা এলাকায় আনুমানিক ১১১৮.০৫ কোটি এবং সাহেবের আলগা এলাকায় আনুমানিক ২৬৪.৪৬ কোটি টাকার সম্পদ নদী ভাঙ্গনের ঝুঁকিমুক্ত হবে এবং প্রকল্প এলাকায় সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাবে।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

সাঘাটা বাজার এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ কাজ	৫.৫০০	কিঃমিঃ
রৌমারী উপজেলায় ব্রহ্মপূত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ কাজ	১.৭৬৫	কিঃমিঃ
সাহেবের আলগা এলাকায় বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ	২.০০	কিঃমিঃ

➢ ভোলা জেলা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

ভোলা জেলা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এর বাস্তবায়নাধীন কাজ

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-১১-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৫
প্রকল্প এলাকা ঃ ভোলা
প্রকল্প ব্যয় ঃ ১০৩.২৮ কোটি টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলা শহরের সরকারী, বেসরকারী অফিস, বাড়ি-ঘর, রাস্তা, স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, উপজেলা কমপ্লেক্স, কৃষি জমি ইত্যাদি নদী গর্ভে বিলীন হওয়া থেকে রক্ষা করা।
- ভাঙ্গনকবলিত এলাকার প্রায় ৩৮৩.৫০ কোটি টাকা মূল্যমানের স্থাবর সম্পদ রক্ষা করাসহ এলাকাবাসীর জানমালের নিরাপত্তা বিধান।
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অনুকূলে ভৌত পরিবেশ সৃষ্টি করাও প্রকল্পটির অন্যতম লক্ষ্য।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

নদী তীর সংরক্ষণ কাজ ঃ ২.০০ কিঃমিঃ

➢ সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ কার্যক্রম

বাংলাদেশ নিম্ন সমতলভূমি বিশিষ্ট অঞ্চল। নদী ভাঙ্গন বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা। উপরন্ত সীমান্ত নদী তীর ভাঙ্গনের ফলে ব্যাপক এলাকা প্রতি বছর বাংলাদেশ ভূ-খন্ড থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সাথে ভারতের ৫৪টি এবং মায়ানমারের সাথে ৩টি অভিন্ন নদী রয়েছে। এসকল নদ-নদীগুলো ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের সীমান্তে প্রবাহমান। এ সকল সীমান্ত নদীর তীর ভাঙ্গনের ফলে বাংলাদেশ যে শুধু ভূ-খন্ডই হারাচ্ছে তাই নয়, বিলীন হচ্ছে জনবসতি, সহায়-সম্পত্তি, ফসলী জমি এবং বিচ্ছিন্ন হচেছ মানুষের সংস্কৃতিক বন্ধনও। এসকল সীমান্ত নদীর তীর ভাঙ্গন রোধকল্পে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে সমঝোতা চুক্তির আলোকে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড তীর সংরক্ষণ কাজ করে আসেছে। ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে সমাপ্তকৃত ২৪.০০ কিঃমিঃ সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ কাজের জের বাবদ ২৭.৬৫ কোটি টাকা ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে ব্যয় করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে আরও সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ কাজ হাতে নেয়া হচ্ছে। ১২-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ভারতে অনুষ্ঠিত Indo-Bangladesh যৌথ কারিগরী কমিটির সভায় সীমান্ত এলাকায় নদী তীর সংরক্ষণ কাজের নতুন প্রকল্প গ্রহণের তালিকা বিনিময় করা হয়েছে।

ঞ) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিস্কাশনে গৃহীত প্রকল্প/কার্যক্রম

➢ করতোয়া নদীর ডান তীর সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৫
প্রকল্প এলাকা ঃ দিনাজপুর
প্রকল্প ব্যয় ঃ ২৫.৫৪ কোটি টাকা
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও দ্রুত নিষ্কাশন;
- রেগুলেটরের মাধ্যমে খালে পানি সংরক্ষন এবং সেচ প্রদান;
- নদী ভাঙ্গন হতে ফসলি জমি রক্ষা;
- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- স্থানীয় জনগনকে সম্পৃক্তকরণ।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ	১৭.৫০	কিঃমিঃ
রেগুলেটর নির্মাণ	৪	টি (আংশিক)
আউটলেট নির্মাণ	১১	টি (আংশিক)

ট) অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ

➢ গঙ্গা ব্যারেজ সমীক্ষা প্রকল্প

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর সমন্বয়ে গঠিত বদ্বীপ এলাকায় বাংলাদেশ অবস্থিত। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, যা সমগ্র দেশের মোট এলাকার ৩৭ শতাংশ, এই গঙ্গা নদীর পানির উপর নির্ভরশীল। দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক এই অঞ্চলে (বৃহত্তর কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, বরিশাল, পাবনা এবং রাজশাহী জেলা) বসবাস করে। গঙ্গা নদীর মোট দৈর্ঘ্য ২২০০ কিঃমিঃ, যার মধ্যে বাংলাদেশ অংশ ২৪০ কিঃমিঃ। কলকাতা বন্দরের নাব্যতা বৃদ্ধিকল্পে এবং সিল্ট ফ্লাসিং এর উদ্দেশ্যে ভারতের পশ্চিম বঙ্গের হুগলি-ভাগীরথি নদীতে ৪০ হাজার কিউসেক পানি প্রত্যাহার করার জন্য ১৯৭৫ সালে ভারত গঙ্গার উজানে ফারাক্কা নামক স্থানে ব্যারেজ চালু করে। ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহারের ফলে ভাটিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গঙ্গার প্রবাহ উলে-খযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কৃষি, মৎস্য চাষ, বন, নৌ-চলাচল, গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত পানির ব্যবহার এবং বিভিন্ন শিল্পের প্রসার দারুণভাবে ব্যাহত হয়। গঙ্গার পানির প্রবাহ হ্রাস পাওয়াতে শুষ্ক মৌসুমে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন **সুন্দরবন** মারাত্মক হুমকীর সম্মুখীন হয়েছে।

বিগত (১৯৯৬-২০০০) বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতায় বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের মধ্যে শুকনো মৌসুমে ফারাক্কা পয়েন্টে গঙ্গা নদীর পানি বন্টনের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর ত্রিশ বছর মেয়াদী একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত চুক্তির আলোকে প্রাপ্ত গঙ্গার পানির সমন্বিত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বৃহত্তর জেলাসমূহ যথা রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর ও বরিশাল অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন এবং পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যারেজ নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়। পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় গংগা ব্যারেজ ব্যাপক সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। সমীক্ষান্তে রাজবাড়ী জেলার পাংশাতে মূল ব্যারেজ নির্মানের জন্য সম্ভাব্য স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্যসমূহ ঃ

- ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রাপ্ত পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করনের ব্যবস্থা গ্রহন;
- শুস্ক মৌসুমে গঙ্গা নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধি করে, গঙ্গা নির্ভর নদ-নদীসমুহের এবং প্রকল্প এলাকায় লবনাক্ততার মাত্রা কমানো ও Saline front কে ভাটির (সমুদ্রের) দিকে ঠেলে দেয়া;
- সুন্দরবনের বনজ সম্পদ ও জীব-বৈচিত্র রক্ষা;
- এলাকার বিশেষতঃ মিঠা পানির মৎস সম্পদ সংরক্ষণ ও প্রসার;
- উপকূলীয় নদীগুলির তলদেশে পলি ভরাট হ্রাস;
- এলাকার নদ-নদীগুলির তীর ভাঙ্গন হ্রাস;
- সুপেয় পানি সরবরাহ বৃদ্ধি ও ভূ-গর্ভস্থ পানির আর্সেনিক দুষণ হ্রাস;
- গঙ্গা নির্ভর এলাকার প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত ভারসাম্যতা সৃষ্টি ও অক্ষুন্ন রাখা;
- উপকূলীয় অঞ্চলে পোল্ডারসমূহে ব্যাপক জলাবদ্ধতা সমস্যা নিরসন;
- গঙ্গা - নির্ভর নদ-নদীগুলোর প্রবাহ ও নাব্যতা বৃদ্ধি;
- জলবিদ্যুৎ উৎপাদন;
- গঙ্গা ব্যারেজের উপর দিয়ে বিদ্যুৎ ও গ্যাস লাইন স্থাপন;
- শিল্প প্রসারের ভিত্তি রচনা;
- সড়ক সংযোগের মাধ্যমে দেশের পশ্চিম অংশে উত্তরাঞ্চলের সাথে দক্ষিণাঞ্চলের সরাসরি ও দ্রুত যোগাযোগ পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
- সেবাখাত সমুহের উন্নয়ন; এবং
- বৃহত্তম জেলা কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, বরিশাল, পাবনা ও রাজশাহী জেলার ৪.৬৯ মিলিয়ন হেক্টর গ্রস এলাকা এবং ২.৮৪ মিলিয়ন নেট এলাকায় সেচ সুবিধা প্রদান করে গঙ্গা-নির্ভর এলাকায় বসবাসরত দেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মানুষের জন্য জীবন জীবিকার প্রসার এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন তথা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন।

প্রস্তাবিত মূল ব্যারেজটি বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত হতে ৮২ কিঃমিঃ ভাটিতে এবং হার্ডিঞ্জ ব্রিজ/পাকশী ব্রিজ ও রুপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প হতে ৫২ কিঃমিঃ ভাটিতে অবস্থিত। বাংলাদেশে গঙ্গার পানি নির্ভর এলাকা ৪৬,০০০ বর্গ কিঃমিঃ, গ্রোস উপকৃত এলাকা ৫১.৮৮ লক্ষ হেক্টর, চাষযোগ্য এলাকা ২৮.৭৭ লক্ষ হেক্টর ও সেচযোগ্য এলাকা ১৯ লক্ষ হেক্টর)। গঙ্গা ব্যারেজ ২৯০০ মিলিয়ন ঘন মিটার পানি ধারণযোগ্য একটি বিশাল জলাধার সৃষ্টি করবে। জলাধারটি পাংশা থেকে পাংখা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে-যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬৫ কিঃমিঃ। গঙ্গা-নির্ভর এলাকায় ১২৩ টি আঞ্চলিক নদীতে পানি পৌঁছে দেয়া হবে। জলাধারের পানি প্রকল্প এলাকায় সারা বৎসর সেচ, ইলিশ সহ মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, জলবিদ্যুৎ উপাদন (১১৩ মেগাওয়াট), নৌ-পরিবহণ, লবনাক্ততা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা সমস্যা নিরসন এবং প্রকল্প এলাকায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য পুনরুদ্ধার সহ সুন্দর বনের জীববৈচিত্র্য ও বনজ সম্পদ রক্ষার কাজে ব্যবহৃত হবে।

সমীক্ষার আলোকে ব্যারেজ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের বিস্তারিত নক্শা তৈরীর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ব্যারেজ নির্মাণে উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহনের অভিপ্রায়ে প্রকল্পের জন্যে ৩১,৪১৪ কোটি টাকার একটি প্রিলিমিনারী ডিপিপি (PDPP) ইআরডিতে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত গঙ্গা ব্যারেজের ডিজাইন

নির্মাণাধীন পানি ভবনের ডিজাইন

➢ পানি ভবন নির্মাণ প্রকল্প

১৯৭২ সালের মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-পিও-৫৯ মোতাবেক ইপিওয়াপদা এর পানি অংশ নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) দুটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হওয়ার পূর্বে বিদ্যুৎ উন্নয়ন শাখা এবং পানি উন্নয়ন শাখার সমন্বয়ে ইপিওয়াপদা প্রধান কার্যালয় মতিঝিলস্থ ওয়াপদা ভবনে সকল কার্যক্রম পরিচালতি হয়ে আসছে। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ব্যাপকভাবে প্রসারমান হওয়ায় এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় মতিঝিলস্থ ৭০,০০০ বর্গফুট আয়তনের ওয়াপদা ভবনে স্থান সংকুলান না হওয়ায় প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রায় ১,২০,৫০০ বর্গফুট অফিস ভাড়া করতে হয় এবং প্রতি বছই এইখাতে বিপুল পরিমান অর্থ খরচ করতে হয়। বর্তমান কাজের পরিধি এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য ১,৭৫,০০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট পানি উন্নয়ন বোর্ডের একটি নিজস্ব বিল্ডিং পানি ভবন নির্মানের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন করা হয় এবং একনেক কর্তৃক গত ২০/০৮/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়। পানি ভবন নির্মানের জন্য ৭২ গ্রীণরোডস্থ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধিগ্রহনকৃত জায়গায় পানি ভবন নির্মানের স্থান নির্ধারন করতঃ বর্তমানে ফাউন্ডেশনের পাইলিং এর কাজ চলমান আছে।

পানি ভবন নির্মিত হলে পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট প্লানিং, ডিজাইন, মনিটরিং ইত্যাদি কার্যক্রম যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে এবং পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের আওতাভুক্ত ৫টি সংস্থা যথা ঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়ারপো, জেআরসি, হাওর ও জলাভুমি উন্নয়ন বোর্ড, আরআরআই (লিয়াজো অফিস) অফিস সমূহের স্থান সংকুলান হবে। ফলে অফিস ভাড়া বাবদ প্রতি বছর সরকারের প্রায় ৩.৫০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।

কৌশলগত ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা

২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত কৌশলগত ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনায় বাপাউবোর মিশন হচ্ছে সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে পানি সম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার দ্বারা প্রাধিকারভিত্তিতে দেশের হতদরিদ্র জনগোষ্ঠিসহ সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের সেবা প্রদান নিশ্চিত করা। এছাড়া, বাপাউবোর ভিশন হচ্ছে জাতীয় পানি নীতি, জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, বাপাউবো আইন ২০০০ এবং অংশীদারিত্বমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশাবলীর আলোকে প্রকল্প/কর্মসূচী প্রণয়নের মাধ্যমে পানি সেক্টরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সেবা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা। সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো প্রণীত হয়েছে এবং তা বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রুটিন কার্যক্রম

সেচ, সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় কার্যক্রম

(ক) ২০১৩-১৪ সালের সেচ কার্যক্রম ও অগ্রগতি

২০১৩-১৪ সালে পাউবো এর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সমূহের ৩টি মৌসুমে ১০.৬৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জুন ২০১৪, পর্যন্ত ৯.৯৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

২০১৩-২০১৪ সালের সেচ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য নিম্নরূপ

(হেক্টর)

ক্রঃ নং	জোন	২০১৩-১৪ সালের জুন, ২০১৪ পর্যন্ত							
		খরিপ-২(জুলাই- অক্টোবর)		রবি (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী)		খরিপ-১ (মার্চ-জুন)		তিন মৌসুমের মোট	
		লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	৯০৫৬০	৮১৯৮৩ (৯০.৫৩%)	৯৬৫২৩	৯৩২৫৯	২১০০০	১১৯৫৫	২০৮০৮৩	১৮৭১৯৭
২।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	৫৩৯৭৮	৪৮৫০২ (৮৯.৮৬%)	৮৮৩০৬	৭৯৭৮০	২০৩৫৯	১৪১৬৫	১৬২৬৪৩	১৪২৪৪৭
৩।	মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	৫১২৬১	৪৯৫৮৬ (৯৬.৭৩%)	৪০০১১	৩১৯১৪	১৯১৪৩	৬০৭১	১১০৪১৫	৮৭৫৭১
৪।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৩৯৭৫০	৪০১৬৬ (১০১.০৫%)	১০৪১৬৫	১০৪০৬০	৩৮৪৬০	৩৮৫১৫	১৮২৩৭৫	১৮২৭৪১
৫।	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	১৫৪৯০	১৫৩০০ (৯৮.৭৭%)	৮১৬৭৫	৮১৭৬৫	১০০০০	৯৬০০	১০৭১৬৫	১০৬৬৬৫
৬।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	২১৫০	২১৫০ (১০০.০০%)	১৭০৩৯৩	১৭০৪০৩	০	০	১৭২৫৪৩	১৭২৫৫৩
৭।	উত্তর- পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	২৪২৮০	২১৮৮০ (৯০.১২%)	৫১৫৬৩	৪৯৯২৬	০	০	৭৫৮৪৩	৭১৮০৬
৮।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	০	০	৪৬৮১৫	৪৫১১৫	০	০	৪৬৮১৫	৪৫১১৫
	মোট	**২৭৭৪৬৯**	**২৫৯৫৬৭ (৯৩.৫৫%)**	**৬৭৯৪৫১**	**৬৫৬২২২ (৯৬.৫৮%)**	**১০৮৯৬২**	**৮০৩০৬ (৭৩.৭০%)**	**১০৬৫৮৮২**	**৯৯৬০৯৫ (৯৩.৪৫%)**

(খ) সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি

বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পসমূহের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থপনার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। সেচ প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে সার্ভিস চার্জ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সার্ভিস চার্জ আরোপ ও আদায় প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রবিধানে সেচ প্রকল্পের উপকৃত কৃষকদের সমন্বয়ে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে সার্ভিস চার্জ আদায়ের দায়িত্বসহ আদায়কৃত অর্থ সুবিধাভোগী সংগঠনের সাথে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় নির্বাহ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর ফলে সরকার কর্তৃক বিপুল অর্থে সমাপ্ত প্রকল্পের নিজস্ব মালিকানাবোধ সৃষ্টি, সেচের পানির অপচয়রোধ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সুষম বণ্টনের মাধ্যমে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য সমুন্নত ও সুষ্ঠু পরিচালনা ও টেকসই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় সুবিধাভোগীদের সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

বর্তমানে (১) পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (২) মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্প এবং (৩) তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (৪) মুহুরী সেচ প্রকল্প (৫) কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প (৬) হারবাংছড়া সেচ প্রকল্প (৭) টাংগন বাঁধ প্রকল্প (৮) বুড়ি তিস্তা প্রকল্প (৯) নারায়ণগঞ্জ-নরসিংদী সেচ প্রকল্প (১০) উত্তর রূপগঞ্জ পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প (১১) চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এবং (১২) মনু নদী সেচ প্রকল্প সার্ভিস চার্জের আওতায় আনা হয়েছে। বিস্তারিত নিম্নরূপ ঃ

সেচ সার্ভিস চার্জ কার্যক্রম ও অগ্রগতি

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি (জুন, ২০১৪ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা		সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিভূত)	
			২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	জুন,২০১৪ মাসের আদায়	ক্রমপুঞ্জিত আদায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯ (৬+৭)
১	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিলা	মেঘনা ধনাগোদা সেচ প্রকল্প চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সুন্দলপুর সেচ প্রকল্প	৪৫.৩৩ ৫.০০ ০.২৫	৪৫.২৩ ৫.০০ ০.২৬	১০.২৫ ১.৮০ ০.১৬৬	১১.২৯ ২.৭৩৬ ০.১০৫	২.৭১ ১.০২৫ ০.০১০৩৫	২১.৫৪ ৪.৫৩৬ ০.২৭১
২।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	মুহুরী সেচ প্রকল্প কর্ণফুলি সেচ প্রকল্প হারবাং ছড়া সেচ প্রকল্প	৩.০০ ৫.০০ ০.২৫	৩.০০ ২.৭০ ০.২৫	১.১৮ ১.২৩৩ ০.১০	০.৫৫ ১.৬১৬ ০.০৫	০.৪৫ ০.৫৯৪৫ ০.০৫০	১.৭৩ ২.৮৪৯ ০.১৫
৩।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	১৪.৬২	১০.৬৯	২.২৭৪৭	০.৭০৩৪৮	০.৩৮০৬০	২.৯৭৮১৮
৪।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	৪৮.৩৭	৪৭.৮৮	২৭.৩৩	২৪.২১	০.০০	৫১.৫৪
		টাংগন বাঁধ প্রকল্প	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বুড়ি তিস্তা প্রকল্প	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা।	এন এন আই প্রকল্প	৮.৭৪	৮.৭৪	০.৬৯৫৯৪	০.৬৩৮৩২	০.৪৩৮৩২	১.৩৩৪২
৬।	মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	জি কে সেচ প্রকল্প	২০.০০	৪০.০০	১১.৯৭	১৫.৬৪	৯.০৪	২৭.৬১
	মোট		**১৫০.৫৬**	**১৬৩.৭৫**	**৫৬.৯৯৯**	**৫৭.৫৩৮**	**১৪.৬৯৮৭**	**১১৪.৫৩৭**

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের তুলনামূলক অগ্রগতি

বিগত ২০১২-২০১৩ সালের মোট সার্ভিস চার্জ প্রাপ্তিসহ বর্তমান বছরের (২০১৩-২০১৪) সেচ সার্ভিস চার্জ লক্ষমাত্রা ও আদায়ের অগ্রগতির সাথে বিগত বছরের একই সময়ের (জুন/২০১৪ মাস পর্যন্ত) সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ-

২০১২-১৩ সালে		২০১৩-১৪ সালে	
মোট লক্ষ্যমাত্রা	মোট প্রাপ্তি	মোট লক্ষ্যমাত্রা	মোট প্রাপ্তি
১৫০.৫৬	৫৬.৯৯৯	১৬৩.৭৫	৫৭.৫৩৮

পানি বিজ্ঞান (Hydrology) এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম

পানি সম্পদ সেক্টরের সমন্বিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য নির্ভরযোগ্য পানি বিজ্ঞান উপাত্তের প্রাপ্যতা অপরিহার্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় প্রধান প্রকৌশলী, পানি বিজ্ঞান দপ্তর এর অধীনস্থ ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল, গ্রাউন্ড ওয়াটার হাইড্রোলজি সার্কেল, রিভার মরফোলজি ও গবেষণা সার্কেলত্রয়ের মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী পানি বিজ্ঞান নেটওয়ার্কের সাহায্যে ৪০ বৎসর এর অধিককাল যাবত পানি বিজ্ঞান উপাত্ত সংগ্রহের এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে প্রধান প্রকৌশলী পানি বিজ্ঞান এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর সমূহ সারাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত নিম্নবর্ণিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পানি বিজ্ঞান উপাত্তসমূহ সংগ্রহ করছে।

ক্রমিক নং	উপাত্তের নাম	ষ্টেশন সংখ্যা
১।	টাইডাল/ননটাইডাল পানি সমতল	৩৪৩
২।	টাইডাল/ননটাইডাল প্রবাহ	১১৭
৩।	ভূ-পরিস্থ পানির গুনাগুন	২৯
৪।	লবণাক্ততা	১০০
৫।	পলি প্রবাহ	২৬
৬।	বারিপাত	২৬৯
৭।	আবহাওয়া	৩
৮।	বাষ্পায়ন	৩৯
৯।	মরফোলজিক্যাল ক্রস সেকশন	১৮৭৬
১০।	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (সাপ্তাহিক)	১৯৩৮
১১।	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (দৈনিক)	২০
১২।	ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণাগুন (শুষ্ক ও বর্ষা মৌসুমে)	৭৫০
১৩।	এক্যুইফার বৈশিষ্ট্য	৩২০
১৪।	বোরহোল লিথলজি	১২০০

প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল

উপরোক্ত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাষ্টিং সার্কেল, পানি বিজ্ঞান, বাপাউবোর আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সংগ্রহকৃত সারাদেশের হাইড্রোলজিক্যাল (যেমনঃ ভূপরিস্থ, ভূগর্ভস্থ ও রিভার মরফোলজিক্যাল) তথ্য/উপাত্তগুলোর যথাযথভাবে গুণগতমান পরীক্ষা/নিরীক্ষা, মিসিং ডাটা নির্ণয়, প্রক্রিয়াজাত করণ এবং এ সকল উপাত্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাপাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে উপাত্তসমূহ ব্যবহার উপযোগী করে Secondary information প্রস্তুত করা এবং সকল উপাত্ত ডাটাবেইজে সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ করা হয়। পরবর্তীতে উপরোল্লিখিত ষ্টেশন সমূহে প্রাপ্ত উপাত্ত সমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে (ক) বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কার্যক্রম পরিচালনা (খ) ভূ-পরিস্থ পানি সমতল মনিটরিং (গ) ভূ-পরিস্থ পানির গুণাগুণ নির্ণয় ও পর্যবেক্ষণ (ঘ) নদ-নদীর বিভিন্ন স্থানে ইরোসন ও ডিপোজিসন হার নির্ণয় ও পর্যবেক্ষণ (ঙ) ভূ-গর্ভস্থ পানির বিভিন্ন স্তরের গুণাগুণ পর্যালোচনা করা হয়।

পটুয়াখালীর শাখারায় স্থাপিত হাইড্রোলজিক্যাল Precipitation ষ্টেশন

বরগুনা সাহেবের আলগায় স্থাপিত হাইড্রোলজিক্যাল Precipitation ষ্টেশন

বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়নের জন্য এ সকল তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে বৈশ্বিক জলবায়ু ও আবহাওয়া পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট উপাত্ত যথাযথভাবে প্রক্রিয়াকরণ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এ সকল তথ্য বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তাহাদের প্রকল্পের কাজে/দেশের উন্নয়নমূলক কাজে অথবা বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করে

থাকে এবং দেশী বিদেশী অনেক সংস্থা গবেষণামূলক কাজে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাহাদের শিক্ষামূলক কাজে উক্ত তথ্য/উপাত্ত ব্যবহার করে থাকে। তদুপরি সংগ্রহকৃত সকল তথ্য/উপাত্ত সমূহ দেশের পানি সম্পদ সংক্রান্ত সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও বিভিন্ন প্রকল্পের পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এ ছাড়াও World Meteorological Organization (WMO) এর কারিগরী সহযোগীতায় এবং ফিনল্যান্ড সরকারের অর্থায়নে নেপালের কাঠমুন্ডুতে অবস্থিত International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) কর্তৃক HKH-HYCOS প্রকল্পের আওতায় ৭টি Auto Real Time Data Acquisition System (ARTDAS) Station এবং Water Management Improvement Project (WMIP) এর আওতায় বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ১৯ টি উপকূলীয় জেলার বিভিন্ন স্থানে ২৯ টি Auto Real Time Data Acquisition System (ARTDAS) Station এবং ১ টি Automatic Weather Station স্থাপনের কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হযেছে। উক্ত System এর মাধ্যমে Water Level Ges Rainfall এর Real Time Data সরাসরি প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাষ্টিং সার্কেল দপ্তরে স্থাপিত অত্যাধুনিক Data Centre এবং HKH-HYCOS (WAPDA Building, 2nd Floor এ স্থাপিত) Server দ্বয়ের মাধ্যমে একই সাথে গৃহীত হওয়ার পর প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে। অধিকন্তু HKH-HYCOS প্রকল্পের আওতায় ৭টি ARTDAS Station এর মাধ্যমে নেপালে এ সকল তথ্যাদি সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এ সকল কার্যক্রম বাংলাদেশের বন্যা পূর্বাভাস, সতর্কীকরণ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে সহায়ক হবে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের কার্যক্রম

অত্র দপ্তর বন্যা বিষয়ক জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে থাকে। প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে (মে-অক্টোবর) "বন্যা তথ্য কেন্দ্র" সাপ্তাহিক এবং সকল ছুটির দিন সহ প্রতিদিন খোলা থাকে এবং দেশের বৃষ্টিপাত, নদ-নদী সমুহের পানি সমতল এবং মডেল ভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস প্রনয়ণ ও প্রচার করে থাকে। গাণিতিক মডেল ভিত্তিক নির্ভরযোগ্য বন্যা পূর্বাভাস প্রতিবেদন প্রনয়ণপূর্বক টেলিফোন, ফ্যাক্স, লবি ডিসপ্লে, বাংলা ও ইংরেজীতে জুন/২০১৩ হতে ওয়েব সাইট (www.ffwc.gov.bd), ই-মেইল, SMS, Interactive Voice Response (IVR) পদ্ধতি ব্যবহার করে মোবাইল ফোন (১০৯৪১ নাম্বারে কল করে বাংলায় বন্যা বার্তা শোনা যায়) ইত্যাদির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা, প্রচার মাধ্যম, জেলা-উপজেলা পর্যায়ে নিয়মিত বিতরণ করে থাকে।

উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে জুন/২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৯টি নদ-নদীর ৫৪টি স্থানে সুনির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক বন্যা পরিস্থিতি বিষয়ক ৫ (পাঁচ) দিনের আগাম পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রচলন করা হয়েছে। ২০০৫-০৭ খ্রিঃ মেয়াদে USAID-র সহায়তায় ১৮টি স্থানে গাণিতিক মডেল ব্যবহার করে নির্দিষ্ট স্থানের ১০ দিনের আগাম পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা পরীক্ষামুলক ভাবে চালু করা হয় এবং ২০১৪ খ্রিঃ হতে USAID-র আর্থিক এবং RIMES-এর কারিগরী সহায়তায় এ পদ্ধতি ৩৮টি স্থানে সম্প্রসারণ করা হয় যা কেয়ার-বাংলাদেশ পরিচালিত সৌহার্দ-২ প্রকল্প এলাকার ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও নির্বাচিত স্থানীয় জনগনের নিকট SMS-এর মাধ্যমে নিয়মিত আগাম ১০ দিনের সম্ভাব্য বন্যা পূর্বাভাস প্রেরণ করা হয়। আগষ্ট/২০১৩ হতে (ক) ঢাকা মাওয়া রাস্তা (খ) Brahmaputra Right Embankment (BRE) (গ) পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের বাঁধ এবং (ঘ) মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের বাঁধ বরাবর প্রতিদিনের পানি সমতল এবং গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) দিন পর্যন্ত প্রতিদিনের পানি সমতল পূর্বাভাস প্রোফাইল নির্ণয় করে তা প্রচার করা হয়ে থাকে। ২০১৩ খ্রিঃ হতে এপ্রিল-মে মাস মেয়াদে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার কয়েকটি স্থানে পাইলট ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ২-দিনের আকস্মিক বন্যা (Flash Flood) পূর্বাভাস প্রণয়ন এবং প্রচার করা হয়ে থাকে।

বর্তমান সরকারের উদ্যোগে জুন, ২০১০ হতে বর্ষা মৌসুমে (১৫ই মে থেকে ১৫ই মে অক্টোবর পর্যন্ত) বাংলাদেশের উজানে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও বরাক নদ-নদীর মোট ৮ (আট) টি স্থানের পানি সমতল দৈনিক ভিত্তিতে ভারত হতে পাওয়া যাচ্ছে, যা বন্যা পূর্বাভাস প্রণয়নে বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল

পানি বিজ্ঞানের উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রমের মধ্যে ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞানের উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞানের সকল উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের অধীনে মাঠ পর্যায়ে ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর ও পাবনায় ৪টি পরিমাপ বিভাগ অবস্থিত। বিভাগসমূহের আওতায় ১৩টি উপ-বিভাগ এবং ৩৯টি শাখা অফিস রহিয়াছে। মাঠ পর্যায়ের এই দপ্তরগুলির মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী বিস্তৃত প্রায় ১৬০টি নদীতে ৩৪৩টি পানি সমতল গেজ স্টেশন, ১১২টি নদীতে প্রবাহ পরিমাপ স্টেশন, ১১৭টি টাইডাল ও নন টাইডাল, ২৬টি পলি প্রবাহ পরিমাপ, ২৯টি স্টেশনে ভূ-পরিস্থ পানির গুনাগুন, ২৬৯টি বারিপাত, ৩৯টি বাষ্পায়ন এবং ৩টি আবহাওয়াতত্ত্ব স্টেশনের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এ ছাড়া গঙ্গা সমীক্ষা জরিপ কাজের আওতায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মধুমতি, নবগঙ্গা ও রূপসা-পশুর নদীতে ৩টি ষ্টেশনে নভেম্বর হইতে জুন পর্যন্ত ৮ মাস জোয়ার ভাটা প্রবাহ পরিমাপ এবং ১০০টি ষ্টেশনে লবণাক্ততা মনিটরিংসহ অন্যান্য উপাত্ত সংগ্রহের কাজ করা হয়। শুষ্ক মৌসুমে যৌথ নদী কমিশনের চাহিদানুযায়ী গঙ্গা নদীতে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে ৬ মাস ও তিস্তা নদীর ডালিয়াতে ৮ মাস দৈনিক প্রবাহ পরিমাপ উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে বাংলাদশ-ভারত যৌথ পর্যবেক্ষন কমিটি কর্তৃক জানুয়ারী হইতে মে পর্যন্ত ৫ মাস যৌথ প্রবাহ পরিমাপ গ্রহণ করা হয়। ৫৭টি সীমান্ত নদীর মধ্যে ৪৮টি নদীতে ৭৩টি পয়েন্টে প্রবাহ পরিমাপ করা হয় এবং বাকী ৯টি নদী হাইড্রোলজিক্যাল নেটওয়ার্কের আওতার বাহিরে থাকায় প্রবাহ পরিমাপ গ্রহণ করা হয় না।

রিভার মরফোলজি ও গবেষণা সার্কেল

রিভার মরফোলজি ও গবেষণা সার্কেল কর্তৃক দেশব্যাপী বিস্তৃত ১৫৯ টি নদীতে প্রায় ১৮৫২ টি ক্রস সেকশন জরিপ কাজ করা হয়। উক্ত জরিপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদ-নদীর ভাঙ্গন, নদীর দুই পাড়ের অবস্থান, নদীর গতি পথ নির্ণয় এবং নদীর উপর ব্যারেজ/ব্রীজ নির্মাণের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তর

দেশব্যাপী ১৯৩৮ টি পর্যবেক্ষণ কূপের সমন্বয়ে গড়ে উঠা নেটওয়ার্ক থেকে ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তন্মধ্যে ১২৫০ টি কূপ হতে চার দশকের অধিক সময় ধরে উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। পরবর্তীতে যৌথ নদী কমিশনের আওতায় ৫৫ টি এবং সম্প্রতি সিসিটিএফ প্রকল্পের আওতায় সর্বোচ্চ ৩৫০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত উপকূলীয় ১৯ টি জেলায় ৬৩৩ টি পর্যবেক্ষণ কূপ স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পে স্থাপিত কূপ সমূহ হতে প্রকল্প মেয়াদে পানি সমতল ও পানির গুণাগুণ উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত পিপির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপাত্ত সংগ্রহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। ১১৭ টি পর্যবেক্ষণ কূপের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির নমুনা সংগ্রহ ও রাসায়নিক মান (আর্সেনিকের পরিমান, লবনাক্ততাসহ) নির্ণয় করা হচ্ছে। সিসিটিএফ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ১২৩ টি কূপে পূর্ববর্তী ১১৭ টি কূপের ন্যায় প্রতি বৎসর শুকনো ও বর্ষা মৌসুমে এবং অবশিষ্ট ৫১০ টি কূপ হতে প্রতি দুই বৎসর অন্তর রাসায়নিক মান নির্ণয়ে প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সিসিটিএফ প্রকল্পের অর্থায়নে অত্র দপ্তরের অধীনে পানি নমুনা সংগ্রহ এবং পানির গুণাগুণ বিশ্লেষণের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়সহ একটি ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের অনুসন্ধান, উন্নয়ন, সমীক্ষা, ব্যবহার ইত্যাদি কার্যক্রমের পাশাপাশি পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিবিধ দপ্তরের আওতাধীনে গৃহীত হাইড্রোলিক/ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রাকচার নির্মাণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ভূ-গর্ভস্থ মৃত্তিকা অনুসন্ধান কার্যক্রম অত্র পরিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয়। পানি উন্নয়ন বোর্ড বহির্ভূত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকেও ডিপোজিট কার্যক্রম এর আওতায় এ পরিদপ্তর প্রয়োজনীয় সেবা ও সহায়তা প্রদান করে থাকে।

ড্রেজিং পরিদপ্তর ও যান্ত্রিক পরিদপ্তরের কার্যক্রম

(ক) ড্রেজার পরিদপ্তর

নদ-নদীর নাব্যতা রক্ষাকল্পে বৃটিশ আমল হতেই এই উপমহাদেশে (বাংলাদেশ) ড্রেজার ব্যবহার শুরু হয়। ড্রেজার পরিদপ্তরের ড্রেজিংসহ সার্বিক কর্মকান্ড প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার্স এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। বাপাউবো'র সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভূক্তির পর থেকে ড্রেজার পরিদপ্তর No profit No loss ভিত্তিতে স্ব-আয়ে পরিচালিত হয়ে আসছে।

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ২৩.৫৭ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পাদন করে মোট আয় হয় ৪৮.৯৩ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয় ৪৫.৩২ কোটি টাকা। পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনুমোদিত দরের ভিত্তিতে সম্পাদনকৃত ড্রেজিং কাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত রাজস্ব ড্রেজার পরিদপ্তরের আয়ের প্রধান উৎস। এ আয় দ্বারা ড্রেজার পরিদপ্তরের সংস্থাপন, পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়সহ যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হয়ে থাকে।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ড্রেজার পরিদপ্তরের অধীনে বর্তমানে মোট ৩২টি (২টি ২৬", ২টি ২০", ১৫টি ১৮", ১২টি ১২" এবং ১টি ৬" ডিসচার্জ পাইপ ডায়ার) বিভিন্ন ক্ষমতার কাটার সাকশান ড্রেজার ও ২টি বুষ্টার পাম্প রয়েছে। এছাড়া ওয়ার্কবোট, টাগবোটসহ অন্যান্য ৩২টি সহযোগী জলযান রয়েছে। এছাড়া পাউবো'র প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের জন্য তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পে ২টি (১২") এবং খুলনা-যশোর নিষ্কাশন পূনর্বাসন প্রকল্পে ২টি (১টি ১৮" ও ১টি ১২") কাটার সাকশান ড্রেজার রয়েছে। ১২" ডায়ার কাটার সাকশান ড্রেজারগুলি ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৬ সালে সংগ্রহ করা হয়। এগুলির অধিকাংশই বর্তমানে অকেজো হয়ে পড়েছে। নিয়মিত দক্ষ জনবলের অভাবে ড্রেজার পরিচালনা এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। নারায়ণগঞ্জ ড্রেজার বেইসে একটি বৃহদাকার ওয়ার্কশপ রয়েছে; কিন্তু দক্ষ লোকবলের অভাবে কারখানাটি অচল হয়ে পড়েছে।

বর্তমানে সচল ও কার্যক্ষম ড্রেজারগুলির বাৎসরিক ড্রেজিং ক্ষমতা প্রায় ২৫২.৮৯ লক্ষ ঘনমিটার। ড্রেজার পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ড্রেজিং কাজ ছাড়াও অন্যান্য সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ড্রেজিং কাজ সম্পাদন করে থাকে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সম্পাদিত প্রধান প্রধান ড্রেজিং কাজগুলো ছিল, পানি উন্নয়ন বোর্ডের জি.কে ইনটেক চ্যানেল খনন, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের অনুকুলে টুঙ্গিপাড়াস্থ বর্ণি বাঁওড় খনন, মধুমতি বাঁওড় খনন, আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানী লিঃ এর ওয়াটার ইনটেক ও ডেসপাস জেটি খনন, গোয়ালপাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সম্মুখে ভৈরব নদী খনন, লঙ্গন নদী খনন প্রকল্প ইত্যাদি।

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহনের পরপরই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহ খননের মাধ্যমে নদ-নদীর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মেয়াদে সুষ্ঠু পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবহিকতায় সরকার নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদ-নদী ড্রেজিংকল্পে Procurement of Dredger & Ancillary Equipment for River Dredging of Bangladesh শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের অধীনে ১১টি উচ্চ খনন ক্ষমতা সম্পন্ন ড্রেজারসহ অন্যান্য সহযোগী জলযান ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ নেয়ার কার্যক্রম চলছে, যার মধ্যে ২টি ২০" ড্রেজারের সরবরাহ পাওয়া গিয়াছে। এ সকল ড্রেজার ও যন্ত্রপাতি সংগৃহীত হলে ড্রেজার পরিদপ্তরের ড্রেজিং সক্ষমতা বহুগুন বৃদ্ধি পাবে। তবে ক্যাপিটাল ড্রেজিং শেষ হওয়ার সাথে সাথে মেইনটেনেন্স ড্রেজিং (অর্থাৎ নদীর নাব্যতা বজায় রাখার লক্ষ্যে) বাস্তবায়ন করার জন্য উপরোক্ত ড্রেজার ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হচ্ছে, যা দ্বারা সকল মেইনটেইনেন্স ড্রেজিং সম্পাদিত হবে।

(খ) যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর

যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি স্ব-আয়ে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যান্ত্রিক কাজ যেমন পানি নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ অবকাঠামোর গেট ও হোয়েস্টিং ডিভাইস ফেব্রিকেশন, মেরামত-রক্ষনাবেক্ষণ ও স্থাপন,

পাম্প হাউজ সংস্কার ও মেরামত, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের বিভিন্ন মেরামত-রক্ষনাবেক্ষণ ইত্যাদি কাজ করে থাকে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীন বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সংগৃহীত ভারী ও হালকা সরঞ্জাম প্রকল্পের কাজ শেষে এ পরিদপ্তরে হস্তান্তর করা হয়। হস্তান্তরিত পরিচালনযোগ্য সরঞ্জামসমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ পূর্বক বোর্ডের বিভিন্ন দপ্তর এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক ভাড়ায় নিয়োগের মাধ্যমে রাজস্ব আয় করে থাকে। মেরামত লাভজনক নয় এমন সরঞ্জামগুলি নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করতঃ রাজস্ব আয় করে থাকে। সর্বোপরি অত্র দপ্তর দক্ষ জনবল তৈরীতে বিশেষ অবদান রাখছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের আয় হয়েছে ১২৩৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১২১৫.০০ লক্ষ টাকা। স্ব-আয়ে পরিচালিত যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছে। ফলে সংস্থাটিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে বাপাউবো এর সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে রেখে Need based জনবল প্রণয়ন এবং মেরামত মঞ্জুরী খাতে বেতন ভাতাদি প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মকান্ড চলমান রয়েছে। এর ফলে বোর্ডের কর্মকান্ড অধিকতর গতিশীল হয়েছে। বর্তমানে Electronic Government Procurement (eGP), GIS based MIS of Completed Project কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি খাতকে আরো গতিশীল ও সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে বোর্ডের অনেক কর্মকান্ডে ভবিষ্যতে সুফল পাওয়া যাবে।

ইতোমধ্যে বোর্ডের হিসাব ব্যবস্থা, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পে-রোল পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা সহ ২৫টি আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র (RAC) সৃষ্টি করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো), নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট (নগই) ও যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশের (জেআরসি) হিসাব আধুনিকায়ন এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব ব্যবস্থার upgrading এবং জিপিএফ, পেনশন, Loans and Advances ও অডিট আপত্তি প্রক্রিয়াকরণে Application software স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেতন-ভাতাদি, জিপিএফসহ হিসাব ও অডিট সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম কম্পিউটার প্রযুক্তিতে সম্পাদিত হয়।

এছাড়াও সংস্থার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কার্যক্রমে যেমন প্রশাসনিক, মানব সম্পদের তথ্য ব্যবস্থাপনা, তথ্য আদান-প্রদান, গবেষণা, পরিকল্পনা, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য ও টেন্ডার প্রকাশ ইত্যাদি কাজে বহুদিন যাবৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে দেশের কৃষকসহ সর্বস্তরের জনগণ এ থেকে উপকার পেয়ে আসছে। বন্যা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ এর মাধ্যমে দেশ তথা জাতি বন্যার পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে। আগামীতে ডিজাইন, প্রকিউরমেন্ট, পরিকল্পনা, প্রসেসিং এ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বোর্ড তথা দেশকে গুরুত্বপূর্ণ সেবা সুলভে ও দ্রুততার সাথে দেওয়া সম্ভব হবে।

e-GP কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ইতোমধ্যে Electronic Government Procurement (e-GP) চালু করেছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বাপাউবো'র ৮টি জোনের ৭৮টি বিভাগের মধ্যে ৭১টি পওর/পানি উন্নয়ন বিভাগ হতে ৬৩৯ টি উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM) দরপত্র আহবান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪৩টি দরপত্র পুনঃ আহবান, ১২ টি দরপত্র বাতিল এবং ৫০৩ টি দরপত্র চূড়ান্ত করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছর হতে বাপাউবো'তে সকল সীমিত দরপত্র (LTM) e-GP আহবান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং তদানুযায়ী ২২টি পওর/পানি উন্নয়ন বিভাগ হতে ২৮৯ টি সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে (LTM) দরপত্র আহবান করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে Additional Financing of Public Procurement Reform Project II (PPRPII AF) প্রকল্পের আওতায় অক্টোবর ২০১৩ হতে Dohatec এর কারিগরী সহায়তায় বাপাউবোতে e-GP হেল্পডেস্ক চালু করা হয়েছে এবং ২০১৪-১৫ অর্থ-বছর হতে বাপাউবো'র জনবলকে e-GP -তে প্রশিক্ষিত করতে বাপাউবো'র কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেলে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ ও অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০০১ মোতাবেক বোর্ড এর সকল প্রকল্পে অংশগ্রহণমূলক প্রকল্প ব্যবস্থাপনার নীতি বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ মোতাবেক ১০০১ থেকে ৫০০০ হেক্টর পর্যন্ত এলাকা বিশিষ্ট প্রকল্পসমূহের ব্যবস্থাপনা স্থানীয় জনগণ কর্তৃক সংগঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নিকট হস্তান্তর করা হবে এবং ৫০০০ হেক্টরের অধিক এলাকা বিশিষ্ট প্রকল্পসমূহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের যৌথ ব্যবস্থাপনায় ন্যস্ত করা হবে।

পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণ সভা ঃ কমলাপুর ও গন্ধর্বখালী ইরিগেশন স্কীম

সেচ সুবিধাভোগী কৃষকদের তালিকা

সেচের পানি গ্রহনকারীদের পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণ কাজে শতাংশ প্রতি ১ কেজি ধান সার্ভিস চার্জ হিসেবে প্রদানের সম্মতি।

১১.০৪.২০১৪ খ্রিঃ তারিখে এডিবি ও নেদারল্যান্ড সরকারের প্রতিনিধিদের ইরিগেশন স্কীম পরিদর্শন

বোর্ডের প্রকল্পসমূহে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য সকল প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন করা হচেছ এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হচেছ। এ ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীন বিভিন্ন বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG), পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (WMA) ও পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন (WMF) নামে স্তরভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (WMO) গঠন করা হয়েছে।

উল্লিখিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহ বাপাউবো এর বিভিন্ন প্রকল্পে সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করাসহ সেচ অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষন-এ ধার্যকৃত সেচ সার্ভিস চার্জ পরিশোধের মাধ্যমে অবদান রাখছে। বাপাউবো কর্তৃক গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহকে সেচ অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে সমিতির সদস্যদেরকে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। সমিতিসমূহকে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে তাদেরকে টেকসই অবস্থায় নেয়ার জন্য বাপাউবো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহকে আইনগত স্বীকৃতি দেয়ার জন্য বাপাউবো এর অধীন নিবন্ধিত করা হচ্ছে।

বাপাউবো কর্তৃক গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ (জুন-২০১৪ পর্যন্ত)

প্রকল্পের সংখ্যা	আওতাভূক্ত এলাকা (হেক্টর)	পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG)		পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (WMA)		পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন (WMF)	
		গঠনের অগ্রগতি	নিবন্ধনের অগ্রগতি	গঠনের অগ্রগতি	নিবন্ধনের অগ্রগতি	গঠনের অগ্রগতি	নিবন্ধনের অগ্রগতি
১২০	১৬২৭৩৮৫	৪৯৪১	৮৬০	২০০	৫০	৬	-

মৎস্য বিষয়ক কার্যক্রম

মাঠ স্কুলঃ আধুনিক প্রযুক্তি এবং মজা পুকুর/ জলাশয় উন্নয়ন ও চাষ পদ্ধতি বিষয়ক।
প্রদর্শনী পুকুরঃ প্রযুক্তি সম্প্রসারনে হাতে-কলমে শিক্ষা।

জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি

১৩-১৪ সালের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প/ উপ-প্রকল্পের ৫১০.১২ হেঃ জমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম আছে।

২০১২-১৩ সালের জের (Carried over)	= ৪০১.১৬ হেঃ
২০১৩-১৪ সালের কার্যক্রম	= ১০৮.৯৬ হেঃ
মোট	= ৫১০.১২ হেঃ

(ক) জুন' ২০১৪ পর্যন্ত অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ)	অগ্রগতির (%)
১।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রস্তাব পেশ	৫০২.৪০	৯৮.৪৯%
২।	ডিএলএডি/সিএলএসি কর্তৃক অনুমোদিত	৩৯৪.২৯	৭৭.২৯%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	১৮৮.০৪	৩৬.৮৬%
৪।	প্রাক্কলন প্রাপ্ত	১৬৩.৯৩	৩২.১৩%
৫।	তহবিল প্রদান	১৬৩.৯৩	৩২.১৩%
৬।	দখল প্রাপ্ত	১৬৩.৭১	৩২.০৯%

(খ) জুন' ২০১৪ পর্যন্ত পেন্ডিং কাজের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ)	অগ্রগতির (%)
১।	জেলা প্রশাসক	২৮১.৮৭	৫৫.২৬%
২।	পানি উন্নয়ন বোর্ড	৭.৭২	১.৫১%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয়	৫৬.৮২	১১.১৪%
	মোট	৩৭৫.৩৬	

এক নজরে বাপাউবো'র সাফল্যের খতিয়ান

সরকারের পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার ফলে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, জি-কে সেচ প্রকল্প, উপকূলীয় বাঁধ, ভোলা সেচ প্রকল্প, মুহুরী সেচ প্রকল্প, বিভিন্ন হাওর রক্ষা প্রকল্প, গোমতী বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের মতো বড় বড় প্রকল্প সমাপ্ত হয়। রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, চাঁদপুর, ভৈরববাজার ইত্যাদি বড় বড় শহরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। একই সঙ্গে সীমান্ত নদীগুলোর ভাঙ্গনের ফলে দেশের ভূ-খন্ড হারানো প্রতিরোধের জন্য ব্যাপক প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়। এ ছাড়া যমুনা নদীর করাল গ্রাস থেকে সিরাজগঞ্জ ও সারিয়াকান্দি রক্ষাকল্পে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প; ফ্যাপের অধীন কামারজানী, গুটাইল রক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ ছাড়াও চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চাঁদপুর, ভোলা, সিরাজগঞ্জ ও কাজিপুরে কয়েকটি প্রতিরক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে ও বাস্তবায়নাধীন আছে।

বিগত ৫৫ বছরে (২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নের জন্য ছোট বড় ৭৭৬টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। দেশের প্রায় ১১০ লক্ষ হেক্টর বন্যামুক্ত ও নিষ্কাশনযোগ্য এলাকার মধ্যে প্রায় ৬১.৩৫ লক্ষ হেক্টর জমি বাপাউবো প্রকল্প এলাকাধীন (মোট আবাদযোগ্য জমির ৭২%)। এর মধ্যে সেচ প্রকল্পাধীন এলাকা প্রায় ১৫.৭২ লক্ষ হেক্টর (মোট আবাদ যোগ্য জমির প্রায় ১৭%)। এ ক্ষেত্রে ১১৮টি রর সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৪.১৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। এ সব প্রকল্পের আওতায় ৫১০৭ কিলোমিটার উপকূলীয় বাঁধসহ মোট ১১,২৮৩ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত এ সকল সুবিধাদি দ্বারা বাপাউবো'র প্রকল্প এলাকায় ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে প্রায় ৯৮.০০ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য (প্রকল্পপূর্ব অবস্থার তুলনায়) উৎপাদিত হয়েছে। এ ছাড়া মেঘনার মোহনায় বেশ কয়েকটি আড়িবাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে প্রায় ১০২০ বর্গ কিলোমিটার ভূমি সৃজন/উদ্ধার করা হয়েছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমগ্র দেশের প্রায় ৪০% এবং বন্যা বিধৌত অঞ্চলের প্রায় ৫০% এলাকায় পানি সম্পদ উন্নয়ন ও এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারিত হয়েছে।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সারাদেশব্যাপী বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো উন্নয়ন করেছে যার তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ	২০১৩-১৪ অর্থবছরে নির্মিত
১	বড় হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার (সংখ্যা)	২৪
২	ছোট হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার (সংখ্যা)	৬৫
৩	ক্লোজার (সংখ্যা)	১
৪	বাঁধ নির্মাণ (কিলোমিটার)	১৩৯.০০
৫	বাঁধ রিসেকশনিং (কিলোমিটার)	৭২৩.০০
৬	নিষ্কাশন খাল খনন (কিলোমিটার)	৩৪.৬৮
৭	নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন (কিলোমিটার)	১৯৩.৮৬
৮	সেচ খাল খনন (কিলোমিটার)	৫.০০
৯	জমি অধিগ্রহণ (হেঃ)	১০১.৪৫
১০	শহর রক্ষা (টি)	১
১১	প্রতিরক্ষা কাজ (কিলোমিটার)	৪৪.৮৭
১২	ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (সেট)	২
১৩	নদ-নদী ড্রেজিং ও খনন (কিলোমিটার)	৫৬.২১
১৪	নদী ড্রেজিং রক্ষনাক্ষেন (কিলোমিটার)	১৪.০০
১৫	সেচকৃত এলাকা (৩ মৌসুম) (লক্ষ হেঃ)	৯.৯৬
১৬	নীট সেচকৃত এলাকা (লক্ষ হেঃ)	৬.৭৭

এক নজরে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত অবকাঠামো/কর্মকান্ডের বিবরণ

বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা	৭৭৬ টি
সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা	৬২.০০লক্ষ হেক্টর
সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা (১১৭টি সেচ প্রকল্প)	১৫.৭২লক্ষ হেক্টর
ব্যারেজ (তিস্তা, মনু, বুড়ি তিস্তা ও ট্যাংগন)	৪ টি
ভূমি সৃজন/পুনরুদ্ধার	১০২০ বর্গ কিলোমিটার
শহর সংরক্ষণ প্রকল্পের সংখ্যা	২২ টি
সমাপ্ত বাঁধের দৈর্ঘ্য	১১২৮৩ কিলোমিটার
সেচ খালের দৈর্ঘ্য	৫৩২৫ কিলোমিটার
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার	১৪৫৯৭ টি
পাম্প হাউজের সংখ্যা	২০ টি
স্লোজার	১৩৭৯ টি
ব্রীজ/কালভার্ট	৫৬৪১ টি
রাবার ড্যাম	৫ টি
ড্রেজার সংখ্যা	৩৪ সেট
নদ-নদী ড্রেজিং ও খনন	১৬৭ কিলোমিটার
সড়ক (পাকা ও কাঁচা)	১০৪১ কিলোমিটার

উপসংহার

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ষাটের দশকের প্রথম থেকেই দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দেশের দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টির পূর্বে দেশে বন্যার কারণে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। দেশের দুর্ভিক্ষ পর্যালোচনায় জানা যায়, ১৮৬০ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত ৪০ বছরে উপ-মহাদেশের এ অংশে ৩১ বার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। ১৮৬০ সালের পূর্বের ৪০ বছরে ১২ বার এবং ১৯০০ সালের পর ৭ বার দেশ দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে দেশ দুর্ভিক্ষের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে । এ ছাড়াও নদীভাঙ্গন হতে শহররক্ষা, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা প্রতিরক্ষাসহ সার্বিকভাবে পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকান্ড, জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি নিরসন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। উল্লেখ্য, ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশে যেখানে ৯৭.০০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল উৎপাদন হয়েছে, সেখানে ২০১০-১১ অর্থবছরে চালের উৎপাদন বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩৩৫.৪০ লক্ষ মেট্রিক টন (Yearbook of Agricultural Statistics of Bangladesh, 2011)। এর মধ্যে বাপাউবো'র প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পপূর্ব অবস্থার তুলনায় অতিরিক্ত প্রায় ১০০.০০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদিত হয়েছে যার বাজার মূল্য প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা। ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদার প্রক্ষাপটে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত অবকাঠামোসমূহ প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ সৃষ্টির মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নিজস্ব জনবলের সর্বোত্তম ব্যবহার, জনগণের সমন্বিত অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক সুশাসন প্রতিষ্ঠার দ্বারা পানি সম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতায়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জানমালের ক্ষয়ক্ষতি নিরসন এবং সর্বোপরি পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দারিদ্র বিমোচনে পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম আরও বেগবান এবং সফল বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে সকল স্তরের জনগণ, সুধী সমাজ, নীতি-নির্ধারকগণের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন

খুলনার পাইকগাছায় কপোতাক্ষ নদের পুনঃখনন (১৭-০৬-১৪) পরিদর্শন

WMG পরিচালিত গুটি ইউরিয়া উৎপাদন প্ল্যান্ট

সচিব , আইএমইডি মহোদয়ের ''সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর ও কাজিপুর উপজলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প'' পরিদর্শন (সেপ্টম্বর/ ২০১৩)

মন্ত্রনালয়ের প্রতিনিধীর "পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলী এলাকা রক্ষা প্রকল্প" এলাকা পরিদর্শন

নারী নেত্রীত্বের উপর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ট্রেনিং

০১-১১-১৩ ইং তারিখে পাসম এর যুগ্ম প্রধান ও উপ-প্রধান "বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া, দড়িপাড়া এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ সংরক্ষণ" প্রকল্পের বাস্তব অবস্থা পরিদর্শন

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন অবকাঠামোর পরিচিতি

১।	**ড্যাম** ড্যামের মাধ্যমে পাহাড়ের পাদদেশে হ্রদ সৃষ্টি করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করতঃ জল বিদ্যুৎ উৎপাদন, পানীয় জল সরবরাহ, সেচ সম্প্রসারণ ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়।	 মহামায়া ছড়া ড্যম, মিরশ্বরাই
২।	**বন্যা বাঁধ** বাঁধের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ	 সাতক্ষীরা পোল্ডার ৫
৩।	**সেচ খাল** সেচ খালের মাধ্যমে কৃষি জমিতে সেচ প্রদান	 তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের প্রধান সেচ খাল, রংপুর
৪।	**নিষ্কাশন খাল** নিষ্কাশনের মাধ্যমে ফসল রক্ষা	 নোয়াখালী খাল

৫।	**বাঁধ কাম রাস্তা** যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে	 সাতক্ষীরা পোল্ডার ৫
৬।	**স্লুইস গেট** নিষ্কাশন ও লবণাক্ত পানি প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ	 বেতুয়া স্লুইস, চরফ্যাশন, ভোলা
৭।	**রেগুলেটর** প্রবাহমান ছোট নদী বা খালে অবকাঠামো নির্মাণ করে উজানের পানি ভাটির দিকে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ	 তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পে ৫ ভেন্টের রেগুলেটর
৮।	**বোট পাস** খাল ও বাঁধের সংযোগস্থলে নির্মিত রেগুলেটরের মধ্যে দিয়ে নৌ-চলাচল সচল রাখা	 সাতলা বাগদা (পোল্ডার ১) বোট পাস
৯।	**ব্যারেজ** সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও জলাধার সৃষ্টির জন্য প্রবাহমান বড় নদীতে অবকাঠামো নির্মাণ	 তিস্তা ব্যারেজ

১০।	**রাবার ড্যাম** প্রবাহমান খালে/ছড়ায় রাবারের টিউব বসিয়ে টিউবে বাতাস ভরে খালের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনে টিউব খালি করে স্বাভাবিক প্রবাহ সচল করা	 রাবার ড্যাম (মহামায়াছড়া, মিরশ্বরাই)
১১।	**রেগুলেটর কাম ব্রীজ** পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন	 কেআইপি প্রকল্পের ইছামতি রেগুলেটর কাম ব্রীজ
১২।	**ক্লোজার ড্যাম** পানি অবকাঠামোর মাধ্যমে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রবাহমান নদী/খাল স্থায়ীভাবে বন্ধকরণ	 মুহুরী প্রকল্পে ফেনী নদী ক্লোজার ড্যাম
১৩।	**স্পার** নদীর মূল প্রবাহের গতি পরিবর্তন করে ভাংগনরোধে তীর সংরক্ষন	 তিস্তা নদীতে সলিড স্পার
১৪।	**গ্রোয়েন** নদীর মূল প্রবাহের গতি পরিবর্তন করে ভাংগনরোধে তীর সংরক্ষন	 যমুনা নদীতে কালিতলা গ্রোয়েন

১৫।	**রিভেটমেন্ট/হার্ড পয়েন্ট/গাইড বাঁধ** নদীর মূল প্রবাহ প্রবাহমান তীরের দিকে রেখে তীর সংরক্ষণ	 যমুনা নদীতে রিভেটমেন্ট
১৬।	**পাম্প হাইজ** যান্ত্রিক উপায়ে নদী হতে প্রকল্প এলাকায় সেচের জন্য পানি উত্তোলন এবং প্রয়োজনে পানি নিষ্কাশন	 জিকে সেচ প্রকল্পের প্রধান পাম্প হাউজ
১৭।	**অ্যাকুয়াডাক্ট** সেচ খাল ও নিষ্কাশন খালের সংযোগস্থলে কাঠামো নির্মাণ করে সেচ খালের প্রবাহ সচল রাখা	 তিস্তা সেচ প্রকল্পে অ্যাকুয়াডাক্ট
১৮।	**এক্সকাভেটর** যান্ত্রিক উপায়ে ছোট ছোট নদী বা খাল খনন/পুনঃখনন	

১৯।	**ড্রেজার** যান্ত্রিক উপায়ে বড় বড় নদী বা খাল খনন/পুনঃখনন	 গড়াই নদী পুনঃ খনন
২০।	**জিও টেক্সটাইল ও জিওব্যাগ** নদী তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্য ফিল্টার মেটিরিয়াল হিসেবে জিও টেক্সটাইল এবং প্রতিরক্ষা মেটিরিয়াল হিসেবে জিও ব্যাগ	 যমুনা-মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রজেক্ট (জেএমআরইএমপি)
২১।	**ফিস-পাস ঃ** প্রজনন মৌসুমে নদী থেকে খালে-বিলে এবং খাল-বিল থেকে নদীতে মাছের অবাধ যাতায়াতের জন্য	 ফিস-পাস, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

WARPO
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

তৃতীয় অধ্যায়

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)

www.warpo.gov.bd

ভূমিকা

পৃথিবীর অন্য সকল দেশের মতই আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশের শহর, নগর ও বন্দর এবং ইতিহাস, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সাংস্কৃতি নদ-নদীর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বর্ষা মৌসুমে পর্যায়ক্রমিক বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন, নদী ভাঙ্গন ও শুকনো মৌসুমে পানির দুস্প্রাপ্যতায় নদ-নদী ভরাট, খরা, লবণাক্ততা, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া ও ভূ-পরিস্থ পানির মানের ক্রমাবনতির কারণে বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনা আজ কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পানির বহুমাত্রিক চাহিদাও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর্সেনিক দূষণ এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে। বাংলাদেশের ভূ-খন্ডের বাইরে থেকে আগত নদ-নদীর প্রবাহের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণের অভাব, পানি ব্যবহারকারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণে সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো সামগ্রিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতেই সরকার পানি সম্পদের উন্নয়ন ও এর সুষম ব্যবহার নিশ্চিতের লক্ষ্যে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা তথা ওয়ারপো প্রতিষ্ঠা করে।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৯২ সনে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ওয়ারপো সৃষ্টি হয়। দেশে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়ারপো পানি সম্পদের সামষ্টিক পরিকল্পনা প্রণয়নে একমাত্র সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৩ হতে ১৯৯১ সালে জাতীয় পানি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত মাষ্টার প্ল্যান অরগানাইজেশন বা এমপিও এর উত্তরসূরী। পরবর্তীতে ১৯৮৯ হতে ১৯৯৬ সালে ফ্লাড এ্যাকশন প্ল্যান (ফ্যাপ) কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য স্থাপিত ফ্লাড প্ল্যান কো-অর্ডিনেশন অরগানাইজেশন বা এফপিসিও কে ১৯৯৬ সালে ওয়ারপোর সাথে একিভূত করা হয়।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ অনুযায়ী ওয়ারপোর কার্যপরিধি

১. পানি সম্পদের উন্নয়নকল্পে পরিবেশগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
২. পানি সম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ করা;
৩. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান করা;
৪. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে নিয়োজিত যে কোন প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা করা;
৫. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে নিয়োজিত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা হতে উদ্ভূত বিষয়ের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা এবং উক্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা;
৬. পানি সম্পদের ব্যবহার সংক্রান্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নত করা;
৭. পানি সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা এবং প্রচারের ব্যবস্থা করা;
৮. পানি সম্পদ বিষয়ক জাতীয় এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন ও কর্মশালার আয়োজন ও পরিচালনা করা;
৯. সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পানি সম্পদ বিষয়ক অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুযায়ী জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনডব্লিউআরসি) - এর নির্বাহী সচিবালয় হিসাবে ওয়ারপোর প্রধান দায়িত্বসমূহ

১. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনডব্লিউআরসি)-কে প্রশাসনিক, কারিগরি ও আইনগত সহায়তা প্রদান;
২. পানি সম্পদ ও সংশ্লিষ্ট ভূমি ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নীতি, পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণমূলক বিষয়ে ইসিএনডব্লিউআরসি কে পরামর্শ প্রদান;

৩. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ (এনডব্লিউআরসি)-এর অনুমোদনের জন্য জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) প্রস্তুতকরণ এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তে তা হালনাগাদকরণ;
৪. জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেইস (এনডব্লিউআরডি) ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন ও হালনাগাদকরণ;
৫. বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত পানি সম্পদ খাতের অন্তর্ভুক্ত জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ক্লিয়ারিং হাউজ হিসাবে দায়িত্ব পালন এবং বিবেচ্য প্রকল্প এনডব্লিউএমপি এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা এ বিষয়ে ইসিএনডব্লিউআরসি এর নিকট প্রতিবেদন পেশ করা;
৬. জাতীয় পানি নীতি এবং বাংলাদেশ পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা কৌশলে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি পূরণের জন্য ইসিএনডব্লিউআরসির চাহিদা অনুসারে কোন বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা;
৭. সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য কোন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

উপকূলীয় অঞ্চল নীতি ২০০৫ অনুযায়ী ওয়ারপোর দায়িত্বসমূহ

১. বাস্তবায়ন পর্যায়ে সমন্বয় সাধনের জন্য মূল সংস্থায় (WARPO) একটি কর্মসূচি সমন্বয় ইউনিট (Program Co-ordination Unit -PCU) প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম সম্পাদন। ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট (আইসিজেডএম) এর নির্ধারিত সূচকের আলোকে প্রকল্পের অগ্রগতি দেখাশোনা করা এর প্রধান দায়িত্ব।

২. আইসিজেডএম প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত কর্মসূচি সমন্বয় ইউনিট (পিসিইউ) বিভিন্ন সার্ভিস মন্ত্রণালয়, যেমন অর্থ, পরিকল্পনা ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

৩. সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থায় Focal Point স্থাপন করা, যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে নিজ নিজ সংস্থার পক্ষে আইসিজেডএম কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবেন এবং পিসিইউ এর সাথে কার্যকরী যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

৪. স্থানীয় পর্যায়ে (জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন) পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রচলিত স্থানীয় সরকার কাঠামোকে কাজে লাগানো। স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে সমর্থন দেওয়া এবং জাতীয় পর্যায়ে পিসিইউ ও খাতভিত্তিক সংস্থাগুলোর সাথে সংযোগ সৃষ্টি করা।

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ওয়ারপোর দায়িত্বসমূহ

পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, আহরণ, বিতরণ, ব্যবহার, সুরক্ষা ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ০২ মে, ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ পানি আইন জাতীয় সংসদে পাশ হয় (২০১৩ সালের ১৪ নং আইন)। পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এ আইন তৈরির দায়িত্ব পালন করে। বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নে ওয়ারপোর দায়িত্বসমূহ:

- জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সকল প্রকার প্রশাসনিক ও সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
- পরিষদ ও নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত নীতি ও কর্মপন্থা বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ;
- পরিষদ ও নির্বাহী কমিটির নির্দেশনার আলোকে সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত সকল প্রকার প্রস্তাব প্রস্তুত;
- সময় সময় সংশ্লিষ্ট স্থান বা প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা;
- এ আইন সম্পর্কিত বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- পরিষদ ও নির্বাহী কমিটি কর্তৃক, সময় সময়, অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন;

জনবল

অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী ৪৪ জন কর্মকর্তা ও ৪৩ জন কর্মচারিসহ ওয়ারপোর মোট জনবল হলো ৮৭। নিম্নে অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী জনবলের একটি চিত্র প্রদর্শিত হলোঃ

কর্মকর্তা ও কর্মচারি	অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারির সংখ্যা	শূন্য পদ
কর্মকর্তাঃ ১ম শ্রেণী	৪২	৩২	১০

কর্মকর্তা ও কর্মচারি	অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারির সংখ্যা	শূন্য পদ
২য় শ্রেণী	২	২	-
কর্মচারিঃ	৪৩	৪৩	-
সর্বমোটঃ	৮৭	৭৭	১০

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

ওয়ারপো পানি সম্পদ খাতের সামষ্টিক পরিকল্পনা প্রণয়নকারী একমাত্র সরকারি সংস্থা। বর্তমানে সরকারের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের সহায়তায় ওয়ারপোর কর্মকান্ড/কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

২০১৩-১৪ সালের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্পের নাম	২০১৩-১৪ অর্থবছর বরাদ্দ	জুন ২০১৪ পর্যন্ত ব্যয়	উৎস
পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (ওয়ামিপ)	৩০০.০০	২৫৭.৭৬	বিশ্বব্যাংক
অনুন্নয়ন			
ভাতাদি	২৮৮.০৮	২৭৪.৬৩	জিওবি
অন্যান্য	৭৩৩.৯৬	৭২৬.৯৬	
উপমোট	১০২২.০৪	১০০১.৫৯	
সর্বমোট	১৩২২.০৪	১২৫৯.৩৫	

২০১৩-১৪ অর্থবছরে ওয়ারপো কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমসমূহ

১। ওয়ারপোর নিজস্ব ভবন নির্মাণ কার্যক্রম এর অগ্রগতি

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ০১-১১-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভা এবং ২৬-০৫-২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত "জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের" ৮ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মালিকানাধীন ৭২, গ্রীণ রোড চত্তরের উত্তর-পূর্ব কর্ণারে ১৩৮'x ১২৫' (আনুমানিক ২৪ কাঠা) আয়তনের একটি জমিতে ওয়ারপোকে নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়।

ওয়ারপোর স্থায়ী ভবনের মডেল

০৪/১২/২০১২ তারিখে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাঝে ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসাবে ওয়ারপোর অফিস ভবন নির্মাণের বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ১৯/০২/২০১৩ তারিখে প্রাক্কলিত মূল্য ২২০৬.৪২ লক্ষ টাকায় ১০ তলা ফাউন্ডেশনসহ ৬ তলা ভবন নির্মাণ প্রস্তাব অনুমোদন করেন। পরবর্তীতে বাজেটে অর্থসংস্থান ও ওয়ারপোর বর্তমান চাহিদা বিবেচনা করে দশ তলা ফাউন্ডেশনসহ ৪র্থ তলা পর্যন্ত নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ওয়ারপো ভবন এর বর্তমান অবস্থা (১৬-১২-২০১৪)

বিগত ২৪/০৪/২০১৩ তারিখে বাপাউবো এর ঢাকা পওর বিভাগ-২, ২৫২.৩৫৭৮ লক্ষ টাকায় "Cast in Situ" পাইলস নির্মাণের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করে। কাজটি ২৪৯.৪০৫ লক্ষ টাকায় ২৪/০৬/২০১৩ তারিখে সমাপ্ত হয়। ২৯/১২/২০১৩ তারিখে বাপাউবো এর ঢাকা পওর বিভাগ-২, ১০০০.৪৮৮৩ লক্ষ টাকায় ফাউন্ডেশনসহ ৪র্থ তলা পর্যন্ত অফিস ভবন নির্মাণের কার্যাদেশ প্রদান করে। ০৬/১২/২০১৪ তারিখে ৪র্থ তলার (সর্বশেষ) ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে, বর্তমানে Brick Work ও অন্যান্য কাজ চলছে। ভবনের বৈদ্যুতিক সংযোগের জন্য Sub-station, Emergency Generator ও আনুষাঙ্গিক কাজের জন্য সরঞ্জামাদি সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

২। পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (WMIP) ৩বি

ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ওয়ামিপ ৩বি প্রকল্পের উদ্দেশ্য ওয়ারপোতে স্থাপিত জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার হালনাগাদকরণ এবং ওয়ারপোর মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি।

ওয়ামিপ প্রকল্পে ওয়ারপোর অংশ (কম্পোনেন্ট-৩বি):

কম্পোনেন্ট-৩বি - ১ : মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং

কম্পোনেন্ট-৩বি - ২ : 'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ

কম্পোনেন্ট-৩বি - ৩ : ওয়ারপোর NWMP আপডেটিং এর অতিরিক্ত কার্যক্রমের জন্য কনসালটেন্সি সার্ভিসেস

২.১ কম্পোনেন্ট ৩বি ১ : মানব সম্পদ উন্নয়ন

মানব সম্পদ উন্নয়ন কম্পোনেন্টের উদ্দেশ্য হচ্ছে ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ। জানুয়ারি ২০১১ হতে পরামর্শক সেবা কার্যক্রম শুরু হয় এবং ডিসেম্বর ২০১১ তে খসড়া চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে। উক্ত খসড়া রিপোর্টের উপর বিভিন্ন সংস্থার মতামত গ্রহণ করে চূড়ান্ত রিপোর্টের আলোকে মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যক্রম চলছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ওয়ারপো ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মোট ৮ জন কর্মকর্তা Water Related Law and Regulations for Good Practice এর উপর বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছেন।

২.২ কম্পোনেন্ট ৩বি - ২: জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ প্রকল্প

পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ অনুসারে পানি সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রচার, জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুসারে জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্ত ভান্ডার (NWRD) তৈরী, রক্ষণাবেক্ষণ ও হালনাগাদ করার দায়িত্ব ওয়ারপোর উপর ন্যস্ত। এ লক্ষ্যে ২০০১ সালে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (NWMP) প্রণয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য ওয়ারপোতে জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্ত ভান্ডার (NWRD) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এর অধীনে ২০০৫ সালে সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল সম্পদ উপাত্ত ভান্ডার (ICRD) সংযুক্ত হয়েছে।

পানি সম্পদ ও পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট (ভূ-পরিস্থ পানি, ভূ-গর্ভস্থ পানি, পরিবেশ, জলবায়ু, মৃত্তিকা ও কৃষি, বন, মৎস্য এবং আর্থ-সামাজিক সংক্রান্ত) বিষয়ে অদ্যাবদি NWRD-তে ৪৭৬ টি এবং ICRD-তে ৪৫৪ টি উপাত্ত সংযোজন করা হয়েছে। সারাদেশের প্রায় ৫০ টি সংস্থার এবং ওয়াপোর নিজস্ব তথ্য-উপাত্ত এ উপাত্তভান্ডারে সংরক্ষিত করা হয়েছে। এ উপাত্তভান্ডার NWMP হালনাগাদকরণ এবং পানি সম্পদ সম্পর্কিত ডিজিটাল উপাত্ত ও তথ্যের একটি কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বিভিন্ন দেশী বিদেশী সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহ বিভিন্ন পানি সম্পদ পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, গবেষণা, প্রকল্প বাস্তবায়ন, অধ্যয়ন ইত্যাদি কাজে NWRD ও ICRD এর উপাত্ত ব্যবহার করে থাকেন।

উপাত্ত ব্যবহারকারীদের বিপুল চাহিদার কারণে গত ৩০ জুন ২০০৯ হতে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্পের (WMIP) অধীনে ওয়ারপোর জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ প্রকল্প কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯ মে ২০০৯ তারিখে প্রকল্পের পরামর্শক ও ওয়ারপোর মধ্যকার পরামর্শ সেবা সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিটি আগামী ৩০ এপ্রিল ২০১৫ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- পানি সম্পদের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য পানি সম্পদ, পরিবেশ এবং অন্যান্য নতুন নতুন তথ্য অন্তর্ভূক্ত করে NWRD কে হালনাগাদকরণ
- তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং বিশ্লেষণের জন্য উন্নততর টুলস এবং টেকনিক উদ্ভাবন ও হালনাগাদকরণ
- তথ্যের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নততর প্রযুক্তির প্রয়োগ ও প্রবর্তন
- বৃহত্তর তথ্য ব্যবহারকারি গোষ্ঠীর মধ্যে সহজে তথ্য বিতরণ ও আদান প্রদানের জন্য আধুনিক পদ্ধতি ও উন্নত কৌশলের ব্যবহার
- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন এবং সহজে ও দক্ষতার সাথে ব্যবহারকারীদের জন্য তথ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করা
- NWMP প্রোগ্রামসমূহের বাস্তবায়ন কাজের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি উদ্ভাবন
- উন্নত রেজুলেশন এর রিমোট সেনসিং রেফারেন্স ব্যাংক এবং তৎ-সংশ্লিষ্ট Ground Control Point (GCP) সংস্থাপন

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

২.২.১ উপাত্ত সংগ্রহ

NWRD এবং ICRD এর বিদ্যমান উপাত্তসমূহ হালনাগাদকরণএবং নতুন নতুন উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর ,বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরসহ মোট ১০টি প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহকারী সংস্থার (Primary Data Collecting Agency) সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল

অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানির স্তর, পানির গুণাগুণ, জলবায়ু , কৃষি এবং আর্থ-সামাজিক সংক্রান্ত ডিজিটাল/ হার্ডকপি উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.২.২ বিদ্যমান উপাত্ত হালনাগাদ ও নতুন উপাত্ত অন্তর্ভুক্তকরণ

২০১৩-২০১৪ সময়কালে, প্রকল্পের অধীনে NWRD এর ৩১ (একত্রিশ) টি এবং ICRD এর ৪০ (চল্লিশ) টি spatial, tabular and time series সংক্রান্ত বিদ্যমান উপাত্ত সমূহ মেটাডাটাসহ হালনাগাদ করা হয়েছে। তন্মধ্যে, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর, বৃষ্টিপাত, লবনাক্ততা, মেঘ, বাষ্পীভবন, আদ্রতা, সূর্যের বিকিরণ, রৌদ্র ঘন্টা, তাপমাত্রা, বাতাসের গতি ও দিক, মৎস্য, কৃষি এবং আর্থ-সামাজিক উপাত্তসমূহ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের 'চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প ১ ও ২' (Char Development and Settlement Project (CDSP) -1&2) এর ডাটা NWRD তে sub-set হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের উপাত্ত সংরক্ষেণর জন্য Meghna Estuary Study ও Coastal Embankment Improvement Project (CEIP) এর সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে।

এছাড়া NWRD তে ১৪ (চৌদ্দ) টি নতুন উপাত্ত মেটা-ডাটাসহ সংযোজন করা হয়েছে। তন্মধ্যে, সারা বাংলাদেশের ছয়টি শ্রেণীর বিভিন্ন বছরের (২, ৫, ১০, ২৫, ৫০ ও ১০০) Flood Frequency Mapএবং Satellite ছবি বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন বছরের ১০টি Maximum flood extent map উল্লেখযোগ্য।

২.২.৩ বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে উপাত্ত বিনিময় সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক (MoU)

উপাত্ত ভান্ডার নিয়মিত হালনাগাদকরণ ওয়ারপোর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা বিভিন্ন সংস্থা থেকে সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে সম্পন করা হয়। বিভিন্ন সংস্থার সাথে সম্পাদিত উপাত্ত বিনিময় সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর NWRD হালনাগাদকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এ প্রেক্ষিতে ওয়ারপো উপাত্ত বিনিময় সহজতর করার লক্ষ্যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর সাথে উপাত্ত বিনিময় সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারকের প্রস্তাব প্রেরণ করে। এ চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে উভয় সংস্থার তথ্য-উপাত্ত আদান প্রদানে সময় ও অর্থের সাশ্রয়ে অনেক অবদান রাখবে। এখানে উল্লেখ্য যে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) ইতোমধ্যে ছয়টি সংস্থা যথাঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পরিকল্পনা কমিশন, পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট এবং চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প এর সাথে উপাত্ত বিনিময় সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

২.২.৪ বিদ্যমান NWRD ও ICRD টুলসের হালনাগাদকরণ

বিদ্যমান NWRD ও ICRD টুলস তৈরি করা হয়েছিল Visual Basic 6 ও ASP ব্যবহার করে। বিদ্যমান NWRD টুলস হালনাগাদকরণ এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ASP.net ব্যবহার পূর্বক NWRD ও ICRD টুলসসমূহ হালনাগাদকরণ করার কাজ চলমান আছে।

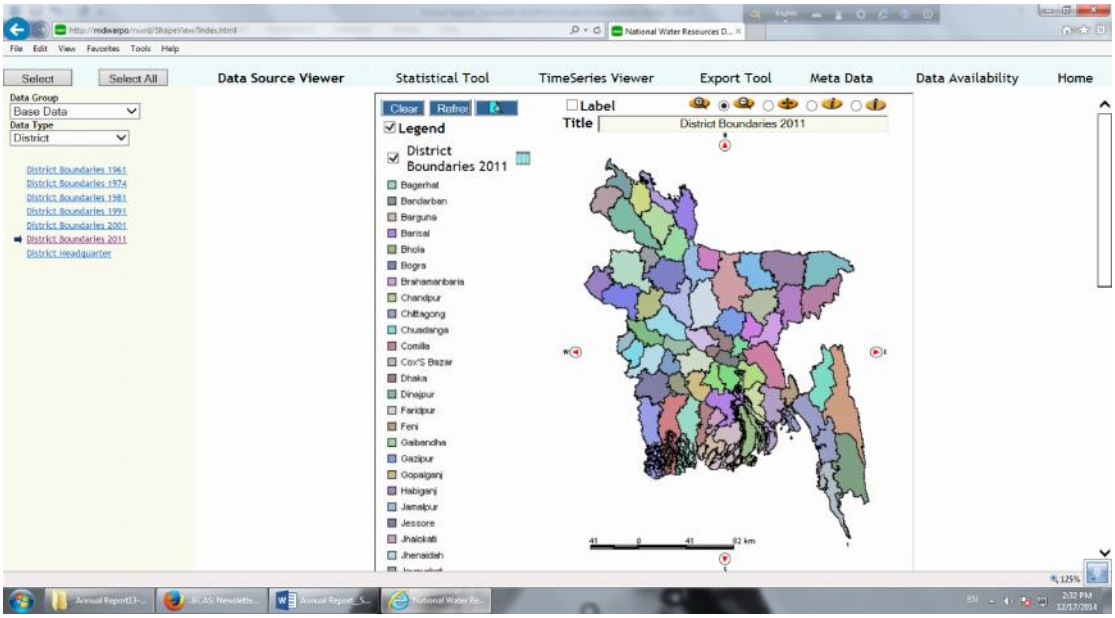

ওয়েব এনাবেল NWRD

২.২.৫ NWMP প্রোগ্রাম সমূহের বাস্তবায়ন কাজের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (MIS)

NWMP প্রোগ্রাম সমূহের বাস্তবায়ন কাজের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যকরভাবে সম্পাদন করার লক্ষ্যে MIS for Monitoring and Evaluation of NWMP Programmes (MIS Tools) তৈরীর কার্যাবলী চলমান আছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ কাজের জন্য বিভিন্ন সংস্থার প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্তে একটি প্রশ্নমালা (questionnaires) চুড়ান্ত করা হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে কিছু তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এ টুলসের উপযোগীতা যাচাই এর জন্য পরীক্ষামূলকভাবে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (NWMP) এর অন্তর্ভুক্ত দুটি ক্লাষ্টার: কৃষি ও পানি ব্যবস্থাপনা এবং শহর ও পল্লী অঞ্চলভুক্ত প্রোগ্রাম ও প্রকল্প সংক্রান্ত সংগৃহীত ডাটা এন্ট্রি করা হয়।

২.২.৬ ওয়ারপো কর্মকর্তাবৃন্দের in-house প্রশিক্ষণ

২০১৩-১৪ সময়কালে, প্রকল্পের অধীনে ওয়ারপোর ৮ (আট) জন কর্মকর্তা 'ArcGIS and Microsoft Access', ৪ (চার) জন কর্মকর্তা 'Computer System and Network Maintenance & Management', ৯ (নয়) জন কর্মকর্তা 'Water Quality, River & Flood Modeling and Flood Map Preparation' সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

২.২.৭ জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার এর উপাত্ত সরবরাহ (Data Dissemination)

ওয়ারপো ১৯৯৯ হতে অদ্যাবধি পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, গবেষণা, প্রকল্প বাস্তবায়ন, অধ্যয়ন ইত্যাদি কাজে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন দেশী বিদেশী সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদা অনুযায়ী NWRD ও ICRD এর উপাত্ত সরবরাহ করছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরে বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর , বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, নদী গবেষণা ইন্সিটিউট, ফরিদপুর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়, অষ্ট্রেলিয়া, সাউদাম্পটন, বিশ্ববিদ্যালয়, ইউকে, বাংলাদেশ সেন্টার ফর এ্যাডভান্স স্টাডিস, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয় সহ মোট ২৪ (চব্বিশ) টি সংস্থাকে NWRD ও ICRD হতে উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছে এবং এতে ৭,৯৯,২৫০ (সাত লক্ষ নিরানব্বই হাজার দুইশত পঞ্চাশ) টাকা আয় হয়েছে।

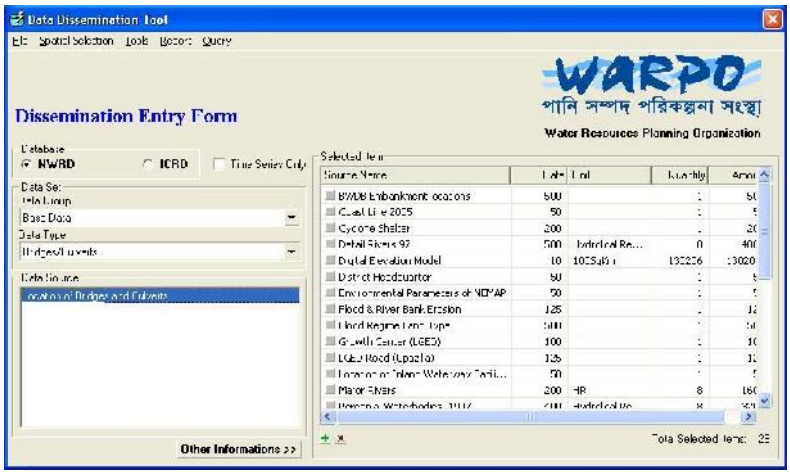

উপাত্ত বিতরণ টুলস

২.২.৮ WARPO Library কে Water Sector Digital Library & Information Centre এ উন্নীতকরনের কার্যক্রম

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)'র লাইব্রেরীকে সম্পূর্ন ডিজিটাইজেশন এর মাধ্যমে "Water Sector Digital Library & Information Centre" হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন দুর্লভ/দুস্প্রাপ্য, মূল্যবান বই, রিপোর্ট এবং নকশা সংগ্রহ করে ডিজিটাল ফর্মেটে রূপান্তর করে ওয়ারপোর সার্ভারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এর আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকারের প্রায় ৮৬৯ টি বই, রিপোর্ট এবং নকশা ডিজিটাল ফর্মেটে রূপান্তর করা হয়েছে। এছাড়া, ওয়ারপোর অনলাইন লাইব্রেরী ক্যাটালগ ওয়ারপো ওয়েবসাইটে (http://www.warpo.gov.bd/Library) সংযোজিত হয়েছে এবং ক্রমাগত হালনাগাদকরন এর মাধ্যমে চলমান রয়েছে। পানি সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা, পরিকল্পনা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংগনের ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক, পরিকল্পনাবিদ সহ সকল স্তরের জনগন এই তথ্য ভান্ডার থেকে তথ্য ব্যবহার করে সমৃদ্ধ হতে পারেন। গত এক বছরে RCI project, BUET, North South University, Devcon, BCAS, Dhaka Polytechnic Institute, BWDB, DSHE, BRAC, SAEO, UDD, IWFM, ICMAB, PWC-IFO-India, World Bankসহ বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠান এর পক্ষ থেকে ২৪ জন ব্যবহারকারী ওয়ারপো লাইব্রেরী ও তথ্য ব্যবহার করেছেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া সংস্থার অভ্যন্তরীন ব্যবহারকারীগণ সার্বক্ষণিক বই/রিপোর্ট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য আদান-প্রদান করছেন।

৩। ক্লিয়ারিং হাউজ হিসাবে ওয়ারপোর দায়িত্ব পালন

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এবং বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ (১৬ নং ধারা) অনুযায়ী ওয়ারপো বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত পানি সম্পদ খাতের অন্তর্ভুক্ত জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ক্লিয়ারিং হাউজ হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান করবে। জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০০১ অনুযায়ী ওয়ারপো বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প ও কর্মসূচির শুধুমাত্র কারিগরী বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি কে সহায়তা করবে। তাছাড়া ওয়ারপো জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ (এনডব্লিউআরসি) এর নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসাবে পানি সেক্টরের সকল কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় আনয়নে সহায়তা করবে। ক্লিয়ারিং হাউজ কার্যক্রমের মাধ্যমে ওয়ারপো পানি সম্পদ সেক্টরে চিহ্নিত প্রকল্পসমূহের বিভিন্ন পর্যায়ে সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণ, পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক প্রভাব, প্রকল্পের পুনরাবৃত্তি পরিহার, বিভিন্ন টুলস, টেকনিক ও মডেলিং এর ব্যবহার নিশ্চিত করবে। সর্বোপরি বিবেচ্য প্রকল্প NWMP এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা যাচাই করে এনডব্লিউআরসি এর নির্বাহী কমিটির নিকট প্রতিবেদন পেশ করবে।

ওয়ারপোর পরিচালনা বোর্ডের অক্টোবর ২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে ওয়ারপো ক্লিয়ারিং হাউজের আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কিছু কিছু প্রকল্পের পর্যালোচনা শুরু করে। এ যাবৎ এই কর্মসূচীর আওতায় ওয়ারপো বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) এর মোট ১২১ (একশত একুশ) টি প্রকল্প পর্যালোচনান্তে ছাড়পত্র প্রদান করেছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২ (দুই) টি প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনান্তে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।

ওয়ারপোতে বিদ্যমান "ক্লিয়ারিং হাউজ" প্রক্রিয়া একটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা যা আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় অতিরিক্ত কর্মসূচী হিসাবে ওয়াপোর এই পরীক্ষামূলক প্রকল্প পর্যালোচনা ও ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়াটি প্রয়োজনীয় টুলস ও তথ্য ভান্ডার স্থাপনের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী করার আয়োজন প্রক্রিয়াধীন। তাছাড়া বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুমোদনের ফলে পানি ব্যবস্থাপনার সাথে সাম্প্রতিক যে কোন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ছাড়পত্র প্রদানের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত হয়েছে। সুতরাং আইন অনুযায়ী জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসাবে ওয়ারপোর ক্লিয়ারিং হাউজ কার্যক্রম আরও বলিষ্ঠ ও শক্তিশালীভাবে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সংস্থার লোকবল বৃদ্ধিসহ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নেওয়া প্রয়োজন।

৪। Scenario Development in Integrated Water Resources Management: Coping with Future Challenges in Bangladesh প্রকল্প

Scenario Development in Integrated Water Resources Management: Coping with Future Challenges প্রকল্পটি নেদারল্যান্ড সরকারের NUFFIC এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থাসহ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও সিইজিআইএস সম্পৃক্ত রয়েছে। তাছাড়া নেদারল্যান্ডের UNESCO-IHE, Wageningen UR ও Deltares প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল ৪ বছর যা ২০১৩ সালের মার্চ মাসে কার্যক্রম শুরু করে।

পানি একটি সীমিত সম্পদ ও বাংলাদেশের জীবনধারা গড়ে উঠেছে পানিকে কেন্দ্র করে বিধায় পানির সঠিক ব্যবস্থ্যপনা বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নদী অববাহিকায় অবস্থিত বাংলাদেশের জন্য পানি সম্পদের সঠিক ব্যবস্থ্যপনা ক্রমেই জটিল হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশকে ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা, নগরায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের মত কঠিন সমস্যাগুলোকে মোকাবেলা করতে হবে। সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনা ও কৌশলগত পরিবর্তনের মাধ্যমে এসব পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিকে সামাল দিতে হবে। পানি সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দূরবর্তী ভবিষ্যৎ সমস্যা নিরূপণ ও দৃশ্যকল্প (Scenario) বিষয়ে জ্ঞান অর্জন অত্যন্ত জরুরি।

দৃশ্যকল্প উন্নয়ন (Scenarios development) এর উদ্দেশ্য হল সম্ভাব্য পানি সম্পদের অবস্থা মূল্যায়ন যা ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার ধারণা দেয়। দৃশ্যকল্প মূল্যায়ন (Scenarios) ভবিষ্যতে কাজের সম্ভাব্য প্রভাব ও পানি সম্পদের নীতি নির্ধারণে সহায়তা করবে।

এ প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হল সমন্বিত পানি ব্যবস্থ্যপনার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ সমূহ নির্ণয় করা। প্রকল্পের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা অর্জন এবং ডেল্টা প্ল্যান এর জন্য সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ও ভবিষ্যৎ বাধাসমুহ চিহ্নিত করে সঠিকভাবে মোকাবেলা করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে পানি সম্পদের পরিকল্পনায় সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এ প্রকল্পের আওতায় ৪ টি পিএইচডি, ৬ টি মাস্টার্স ফেলোশীপ ও ৯ টি যৌথ গবেষণা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে। প্রকল্পটির অন্যতম উদ্দেশ্য হল প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে অনার্স ও মাস্টার্সের পাঠ্যসূচীতে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভূক্তকরণ এবং সমন্বিত গবেষণার মাধ্যমে পানি ব্যবস্থ্যপনা কাজের ক্ষেত্র তৈরী করা।

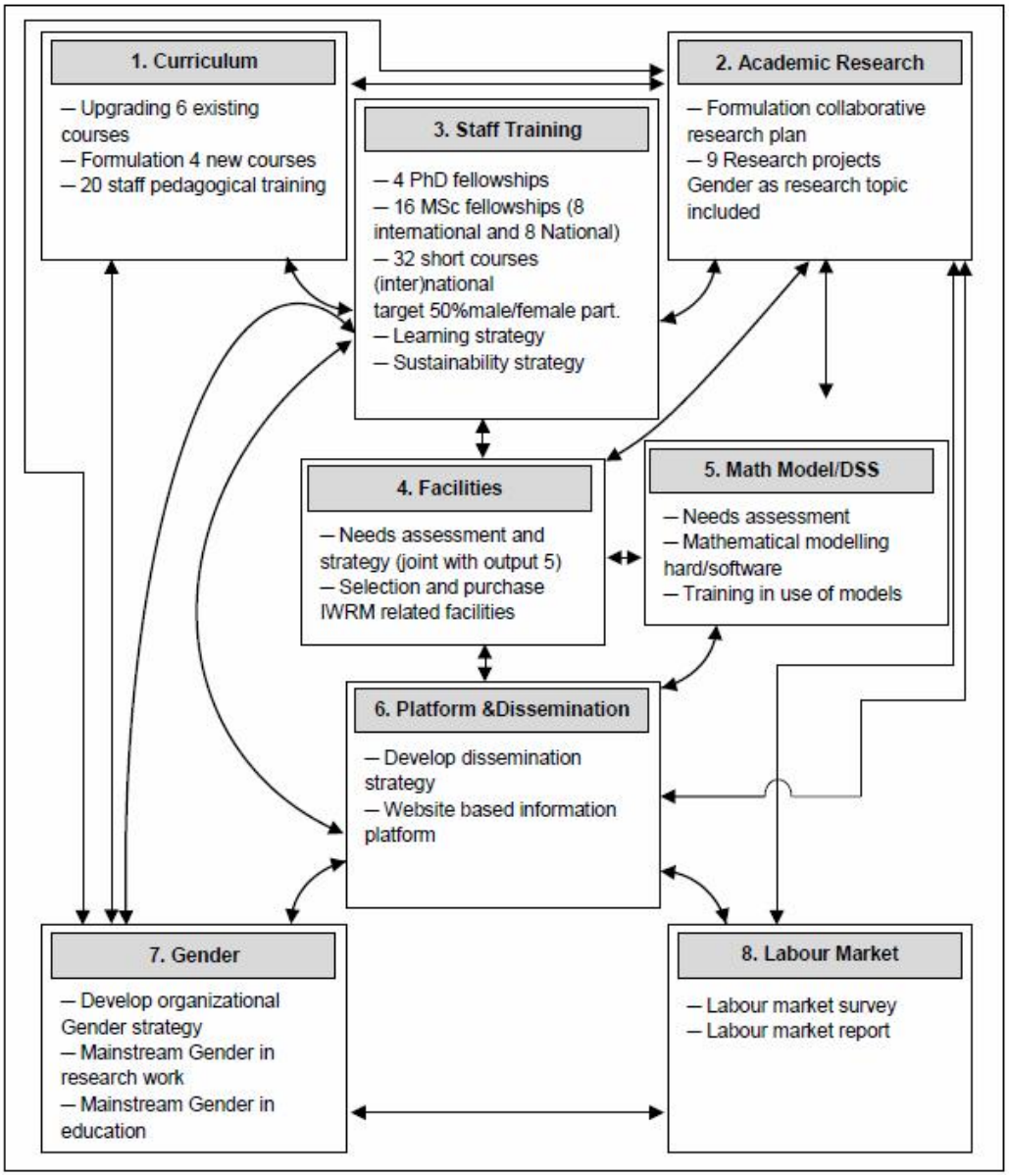

প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম ও ফলাফলের যোগসূত্র

প্রকল্পটি সুনির্দিষ্ট ৮ টি ভাগে বিভক্ত যা নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া হল

১. পাঠ্যসূচী পর্যালোচনা ও উন্নয়ন এবং সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন বিবেচনা করে নতুন বিষয় পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করা যার মাধ্যমে এ বিষয়ক জ্ঞানের প্রসার এবং গবেষণার সূযোগ সৃষ্টি হবে।

২. দৃশ্যকল্প উন্নয়ন (Scenarios development) কে প্রাধান্য দিয়ে বিষয়ভিত্তিক গবেষণা যার মধ্যে ৪ টি পিএইচডি, ৬ টি মাস্টার্স ফেলোশীপ ও ৯ টি যৌথ গবেষণা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

৩. স্টাফ প্রশিক্ষণ কমসূচীর মাধ্যমে প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের পেশাগত সামর্থ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৪. প্রতিষ্ঠানে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবার পরিধি ও মান উন্নত করা। এ প্রকল্পের আওতায় পানি ও মাটি পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগার স্থাপন ও গবেষণার সুযোগ তৈরী করা হবে।

৫. গাণিতিক মডেলিং সুবিধা সৃষ্টি ও প্রয়োগের মাধ্যমে দৃশ্যকল্প উন্নয়ন (Scenario development) করা যা পানি সম্পদের সাথে সম্পর্কিত যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৬. তথ্য প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে পানি বাবস্থাপনায় গবেষণার ফলাফল ও দৃশ্যকল্প (Scenario) কে কাজে লাগানো ।

৭. নারী-পুরুষের সমতা ও সমান অংশগ্রহণ এবং সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থ্যপনায় নারীদের সম্পৃক্তকরণ।

৮. শ্রম বাজারের পর্যালোচনা ও তা ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জসমূহের উপযোগী করা এবং পাঠ্যসূচী, গবেষণা ও নীতি নির্ধারণে শ্রম বাজারের বিষয়টি অন্তর্ভূক্তকরণ।

সর্বোপরি প্রকল্পটি বাংলাদেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনা ও নীতিনির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৫। সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ কার্যকরকরণ প্রকল্প

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) এর আর্থিক সহায়তায় ওয়ারপো কর্তৃক তিন বছর মেয়াদী "সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ কার্যকর করা" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। সমগ্র দেশে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সদ্য প্রণীত বাংলাদেশ পানি আইন-২০১৩ এর বাস্তবায়নের জন্য পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য। তাছাড়া বাংলাদেশ পানি আইন-২০১৩ এর আলোকে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারী সকল নীতি, পরিকল্পনা ও আইনের প্রয়োগ সহজতর হবে। নভেম্বর, ২০১৩ খ্রিঃ থেকে প্রকল্পটি আগামী ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ পর্যন্ত চলমান থাকবে।

প্রকল্পের কর্মপরিধি

- বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর কার্যকর বাস্তবায়ন/প্রয়োগ সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর খসড়া বিধি-বিধান চূড়ান্তকরণে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে মতবিনিময়;
- বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারাভিযান;
- উপকূলীয় অঞ্চলে পানি আইন প্রয়োগে উপকূলীয় অঞ্চল নীতিকে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর আলোকে আইনী কাঠামো প্রদান;
- পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ণ (পর্যায়-ভিত্তিক);
- পানি আইন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা;
- সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে উন্মুক্ত উৎসভিত্তিক তথ্য পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা।

রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শুরু হয়েছে। এ থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ও ধারণা এবং কৌশল পরবর্তীতে আইনটির প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রণয়নে অত্যন্ত সহায়ক হবে। ইতোমধ্যে গত ২২-২৩/১০/২০১৪ খ্রিঃ যথাক্রমে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহী জেলায় প্রকল্পের ২টি প্রারম্ভিক কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, বীর প্রতীক, এমপি সহ পানি সম্পদ খাতের বিশেষজ্ঞগণ, বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ ও বিপুল সংখ্যক ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও প্রেস সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী জেলায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় অন্যান্যদের সাথে মঞ্চে উপবিষ্ট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, বীর প্রতীক, এমপি এবং রাজশাহী-২ আসনের এমপি জনাব ফজলে হোসেন বাদশা

৬। সহযোগী গবেষণাঃ Ecosystem Services for Poverty Alleviation (ESPA) Deltas প্রকল্প

ESPA Deltas একটি গবেষণাধর্মী প্রকল্প যার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ইকোসিস্টেম সার্ভিসের উপর নির্ভরশীল জীবন, জীবিকা এবং দারিদ্রতার সাথে সম্পর্ক বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণে সহায়তা করা। এ প্রকল্পের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কৃষি, মৎস্য, ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি, লবনাক্ততা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ এবং হাইড্রোলজি, ম্যানগ্রোভ এবং সুন্দরবন ইত্যাদির সাথে স্বাস্থ্য, দারিদ্রের সাথে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হবে। সর্বোপরি জলবায়ূ পরিবর্তনের কারণে ২০৫০ সালে জীবন, জীবিকা ও দারিদ্রতা কিভাবে প্রভাবিত হবে তার বিশ্লেষণ করা হবে। যুক্তরাজ্য, বাংলাদেশ, ভারত এবং চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, উন্নয়ন সহযোগী, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি ২০১২ সালের ৩১ মার্চ থেকে শুরু হয়ে ২০১৬ সালের ৩০ মার্চ পর্যন্ত চলবে। জানুয়ারি ২০১৩ সালে একটি সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে ওয়ারপো এ প্রকল্পের একটি অংশীদার হিসেবে যোগদান করে। প্রকল্প হতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত দ্বারা জাতীয় তথ্য ভান্ডার উন্নয়ন এবং গবেষণার অভিজ্ঞতা মত বিনিময় এই সহযোগীর উদ্দেশ্য। এ গবেষণা প্রকল্পের ওয়ার্ক প্যাকেজসমূহের মধ্যে আন্ত-সম্পর্কের একটি চিত্র নিম্নে দেয়া হলো।

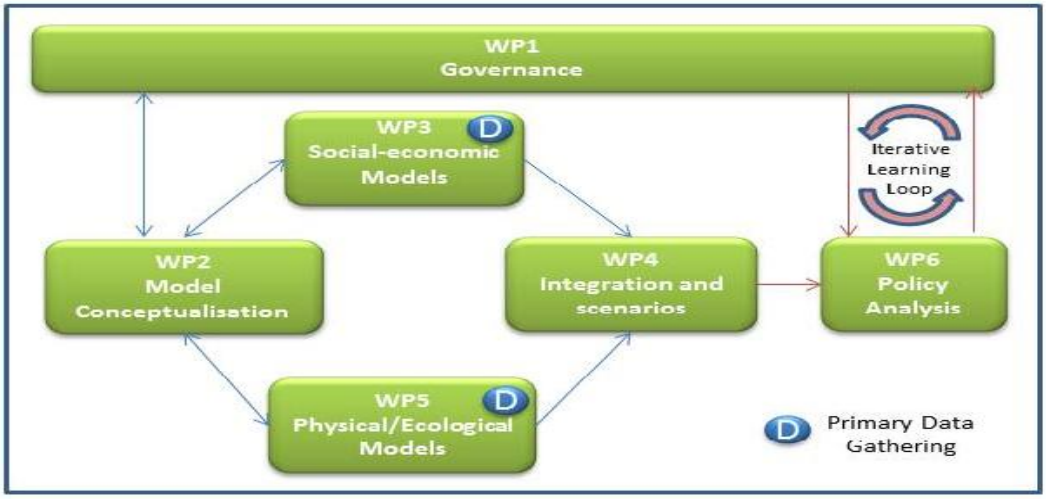

ESPA Delta প্রকল্পের ওয়ার্ক প্যাকেজসমূহের আন্ত-সম্পর্কের চিত্র

৭। CSIRO এর সাথে গবেষণা সহযোগিতা

গবেষণা প্রতিষ্ঠান অস্ট্রেলিয়া সরকারের সহায়তায় ক্যানবেরা ভিত্তিক Commonwealth Scientific & Industrial Reserach Organization (CSIRO) এর সাথে ওয়ারপো এবং বাপাউবো "Bangladesh Integrated Water Resources Assessment" শীর্ষক একটি গবেষণা প্রকল্পে অংশগ্রহণ করছে। গবেষণায় আইডব্লিউএম, সিইজিআইএস এবং বিআইডিএস সহযোগি প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করছে।

গবেষণার উদ্দেশ্যে হচ্ছে দেশের পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় জলবায়ূ পরিবর্তনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রসমূহে যেখানে তথ্যগত অপর্যাপ্ততা আছে তা পূরণ করে দেশের ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদের যথাযথ সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কৌশল বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা হালনাগাদকরণে সহায়তা প্রদান এবং পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নীতি ও কৌশল নির্ধারণে সুপারিশ প্রদান করা।

আইডব্লিউএম এর সহযোগিতায় ওয়ারপো ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে। উক্ত বিশ্লেষণের আওতায় ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদের প্রবাহমাত্রা (Trend) এবং পূনর্ভরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়। উক্ত কাজটি সম্পন্নের জন্য বাংলাদেশের ৪০টি জেলার ১৩২টি কুপের ১৯৮৫-২০১০ সাল পর্যন্ত দৈনিক ডাটা ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া জলবায়ূ পরিবর্তন বিবেচনা করে ভবিষ্যতে ভূগর্ভস্থ পানির প্রবাহমাত্রা ও পূনর্ভরণের চিত্র নিরূপন করা হয়। বর্তমানে প্রকল্পটির চূড়ান্ত রিপোর্ট সম্পন্ন করা হয়েছে।

৮। ওয়ারপোর কর্মকর্তাগণের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ

ওয়ারপো সৃষ্টির পর থেকেই প্রয়োজনীয় পেশাজীবীদের নিয়োগ এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে নতুন নিয়োগ, যথাযথ পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, উচ্চতর প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পেশাজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিগত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ওয়ারপোর নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ দেশে ও বিদেশে কর্মশালা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে অংশগ্রহণ করেছেন।

৮.১। স্থানীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২০১৩-২০১৪	১২	৭০

৮.২। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা
১	২০১৩-২০১৪	১৪	২২

২০১৩-১৪ অর্থবছরে ওয়ারপোর প্রস্তাবিত প্রকল্প কার্যক্রমসমূহ

১। বৃহত্তর ঢাকা অববাহিকার সমন্বিত পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা

ঢাকা শহরের জনসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১২০ লক্ষ এবং ২০২৫ সাল নাগাদ এ শহরের জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় ২৭০ লক্ষ। শহরের বর্তমান ১৫০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা আরও সম্প্রসারিত হবে। ইতোমধ্যে পানি সরবরাহ, পয়ঃনিস্কাশন, জলাবদ্ধতা এবং বন্যা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ঠ না থাকায় জনগণের জীবনযাপন কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা, শহরের চারপাশের নদ-নদীর দূষন, জলাভূমি দখলের ফলে শহরের পরিবেশ ক্রমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। ঢাকাকে ২০২১ সালের জন্য মেগাসিটি হিসাবে উন্নয়নের জন্য পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, জলাভূমি ও নদ-নদী দূষণ মুক্তকরণ, জলাবদ্ধতা ও বন্যার প্রকল্প হ্রাস তথা পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে এ শহরের উন্নয়নে নিয়োজিত সংস্থার কর্মকান্ডের সমন্বয়ে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষে ওয়ারপো বৃহত্তর "ঢাকা অববাহিকার সমন্বিত সম্পদের ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক একটি সমীক্ষা প্রস্তাব প্রণয়ন করেছে। সমীক্ষা প্রকল্পের সাহায্যে বৃহত্তর ঢাকা অববাহিকার জন্য সমন্বিত বন্যা ও নিস্কাশনের মহাপরিকল্পনা, পানি সম্পদের বরাদ্দ ও ব্যবহারের পরিকল্পনা, শিল্প ও গৃহস্থালী বর্জ্য পরিশোধনের পরিকল্পনাসহ নদ-নদীর উন্নয়ন, পানি সরবরাহ বাস্তবায়ন উপযোগী পরিকল্পনা প্রণীত হবে। সমীক্ষা প্রকল্পটি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন। সমীক্ষা প্রকল্পটির মোট প্রস্তাবিত ব্যয় প্রায় ১০.৯৭ কোটি টাকা।

২। Feasibility Study and Detailed Engineering Design of Brahumaptra Barrage

দেশের অভ্যন্তরে শুষ্ক মৌসুমে নদীর প্রায় ৭০ শতাংশ প্রবাহ ব্রহ্মপুত্র নদীর মাধ্যমে প্রবেশ করে যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আইইকো কর্তৃক প্রণীত মাষ্টার প্ল্যান (১৯৬৪), এক্সপার্ট ষ্টাডি গ্রুপ (১৯৮৭), জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০০১) অনুযায়ী দেশের উত্তর পশ্চিম ও উত্তর-কেন্দ্রীয় ও উত্তর-পূর্ব হাইড্রলজিক্যাল অঞ্চলের শুষ্ক মৌসুমে পানি সরবরাহের জন্য ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর ব্যারাজ নির্মান করা প্রয়োজন। জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৫ পরবর্তী সময়ে উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ, কৃষি সেচ পানি সরবরাহ, শহর ও নগর অঞ্চল গুলিতে পানি সরবরাহ, নৌ-চলাচল ইত্যাদি বহুমাত্রিক ব্যবহারের জন্য এই ব্যারাজ নির্মাণ প্রয়োজন। ওয়ারপো ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর সম্ভাব্য ব্যরাজ নির্মাণের উপর সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্পের প্রস্তাবনা করেছে। বর্তমানে প্রস্তাবনাটি বাস্তবায়নের জন্য সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট, ফরিদপুর

RRI
River Research Institute

চতুর্থ অধ্যায়

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট,ফরিদপুর

www.rri.gov.bd

পরিচিতি

বাংলাদেশ একটি নদী মাতৃক দেশ। পদ্মা-গঙ্গা, ব্রম্মপুত্র-যমুনা ও মেঘনা এ দেশের অন্যতম প্রধান ৩টি নদী। এটি একটি জটিল পলিভরণকৃত বদ্বীপ। উত্তরের বন্যা, দক্ষিণের জলোচ্ছ্বাসসহ ঘূর্ণিঝড়, নদী ভাঙ্গন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এ অঞ্চলের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে এবং ব্যাপক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তৎকালীন সরকার ১৯৪৮ সালে ঢাকার তেজকুনী পাড়া মৌজায় (বর্তমান গ্রীন রোড) প্রায় ১২ (বার) একর জমির উপর হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরী নামে একটি গবেষণাগার স্থাপন করে সেচ পরিদপ্তরের অধীনে ন্যস্ত করে।

পরবর্তীতে ক্রমবর্ধমান পানি সম্পদ উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রন প্রকল্পের জন্য পানি সম্পদ কৌশলের বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে হাইড্রলিক সমস্যার ব্যাপক গবেষণার আধুনিক সুবিধাদি হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে সম্পাদন করা সম্ভব না হওয়ায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট (নগই) নামক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। নদী গবেষণা ইনস্টিটউট এর স্বতন্ত্র অফিস স্থাপনের জন্য ফরিদপুর শহর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে ঢাকা - বরিশাল সড়কের পাশে হারুকান্দি নামক এলাকায় ৮৬ একর জমি অধিগ্রহণ করে ঢাকার গ্রীন রোডে অবস্থিত নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটকে ফরিদপুরে স্থানান্তর করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নদী গবেষণা ইনস্টিটউট এর বহুমুখী গবেষণা কার্যক্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে ৫৩ নং আইন বলে নগইকে একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রন হতে আলাদা করে পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের অধীনে ন্যস্ত করে।

নগই'র উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী (১৯৯০সনের ৫৩ নং আইন অনুযায়ী)

- নদী প্রশিক্ষণ, নদীভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রন এবং সেচ ও পানি নিস্কাশনের প্রয়োজনে নক্শা প্রণয়নের জন্য মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা;
- পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য পানি প্রবাহ এবং পানি বিভাজন এলাকা, পানি বিজ্ঞান, ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার এবং পরিবেশগত বিষয়াদি বিশেষতঃ লবনাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং পানির গুণাগুণ সম্পর্কে গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা;
- নদী প্রশিক্ষণ, নদীভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রন এবং সেচ ও পানি নিস্কাশনের জন্য নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত উপকরণ পরীক্ষা এবং নির্মাণ কাজের মানের তদন্ত এবং মূল্যায়ন করা;
- উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং তদ্সংশ্লিষ্ট কারিগরি বিষয়ে সাময়িকী ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা;
- উপর্যুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান করা;
- নগইর কার্যসমূহের মত একই প্রকার কার্যে নিয়োজিত অন্য কোন দেশী বা বিদেশী সংস্থার সাথে সহযোগিতা করা এবং যৌথ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং
- উপর্যুক্ত কার্যসমূহ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

নগই'র সাংগঠনিক কাঠামো

নদী গবেষণা ইনস্টিটউট একটি সংবিধিবদ্ধ বহুমুখী গবেষণামূলক সংস্থা যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের অধীনে কাজ করছে। ইনষ্টিটিউটের পরিচালনা ও প্রশাসন ১০ (দশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর

ন্যস্ত। পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান, মহাপরিচালক নগই পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব এবং ইনষ্টিটিউটের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা।

নগই পরিচালনা বোর্ড

বর্তমান পরিচালনা বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিতঃ

(১)	মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়	আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি	চেয়ারম্যান
(২)	চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, ফরিদপুর	-	সদস্য (শূন্য)
(৩)	মাননীয় সংসদ সদস্য (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	মোঃ আব্দুর রহমান, ফরিদপুর-১	সদস্য
(৪)	সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়	ড. জাফর আহমেদ খান	সদস্য
(৫)	সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রনালয়	শফিক আলম মেহেদী	সদস্য
(৬)	উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	অধ্যাপক খালেদা একরাম	সদস্য
(৭)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	মোঃ আফজাল হোসেন	সদস্য
(৮)	পানি সম্পদ প্রকৌশলী/ বিজ্ঞানী	ড. এম. মনোয়ার হোসেন নির্বাহী পরিচালক, আইডব্লিউএম	সদস্য
(৯)	পানি সম্পদ প্রকৌশলী/ বিজ্ঞানী	মোঃ সেলিম ভূঁইয়া মহাপরিচালক, ওয়ারপো	সদস্য
(১০)	মহাপরিচালক, নদী গবেষণা ইনস্টিটউট	মোঃ আজম খান উপসচিব	সদস্য-সচিব

নগই'র প্রশাসনিক কাঠামো, কর্মসম্পাদন ও জনবল

নদী গবেষণা ইনস্টিটউট-এর কর্মকান্ড যে ৩টি পরিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় সেগুলো হলোঃ

১) হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর
২) জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর
৩) প্রশাসন ও অর্থ পরিদপ্তর

ইনস্টিটিউট এর গবেষণাসহ বিভিন্ন কারিগরি কাজ যেমন ভৌত ও গাণিতিক মডেল স্ট্যাডি ও ল্যাবরেটরী টেস্ট যথাক্রমে হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর ও জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রশাসন ও অর্থ দপ্তরের মাধ্যমে নগই'র সার্বিক প্রশাসন পরিচালনাসহ অর্থনৈতিক বিষয়াবলীও নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রায় প্রতি বছরই ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে ১ (এক) জন বিজ্ঞানী উচ্চ শিক্ষার্থে (পোষ্ট ডক্টরেট) করার জন্য বিদেশে (চীন) অবস্থান করছেন। বিভিন্ন মেয়াদি সেমিনার/ওয়ার্কশপ/কোর্স সম্পন্নকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সংখ্যা ১৪ (চৌদ্দ) জন।

ইনষ্টিটিউটের অনুমোদিত মোট জনবল ২৫৭ জন এবং বর্তমানে কর্মরত জনবল ২১২ জন।

নগই'র পরিদপ্তরভিত্তিক কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

১. হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর

হাইডালিক রিসার্চ পরিদপ্তরের অধীনে ৩টি বিভাগ রয়েছে। (১) রিভার এন্ড কোষ্টাল হাইড্রলিক বিভাগঃ এই বিভাগের মাধ্যমে নদী প্রশিক্ষণ, নদী ভাঙ্গণরোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী কৌশল, নদীর পলল নিয়ন্ত্রণ, নদীর মোহনা ও জোয়ার ভাটা সম্পর্কিত গবেষণা কাজে ভৌত মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। একমাত্র ভৌত মডেলের সমীক্ষার মাধ্যমে সম্ভব হয় চ্যানেলের বাস্তব অবলোকনসহ পানির ঘুর্ণায়ন ও নদীর বাঁকের ক্রিয়াকর্মের ফলাফল নির্ণয় করা। (২) হাইড্রলিক স্ট্রাকচার এন্ড ইরিগেশন বিভাগঃ এই বিভাগের মাধ্যমে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কিত বিভিন্ন কাঠামো যেমন ব্রীজ, ব্যারেজ, স্লুইস, কালভার্ট,

গ্রোয়েন, রিভেটমেন্ট ইত্যাদির প্রকৃত স্থান নির্ধারণসহ নকশা কাজে প্রয়োজনীয় প্যারামিটার যাচাইয়ের জন্য ভৌত মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। (৩) ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং বিভাগঃ এই বিভাগের উপর পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য নদীর পানি প্রবাহ এবং পানি বিভাজন এলাকা, পানি বিজ্ঞান, ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার এবং পরিবেশগত বিষয়াদি বিশেষতঃ লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং পানির গুণাগুণ সম্পর্কে সমীক্ষা পরিচালনা করার দায়িত্ব প্রদান করা আছে।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে হাইডালিক রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ

(১) গঙ্গা নির্ভরশীল দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলসহ পৃথিবীর বৃহৎ ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনে মিঠা পানির প্রবাহ নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ সরকার গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প গ্রহন করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ষ্ট্রাকচারের কার্যকারীতা নির্ণয়ের লক্ষ্যে "Physical Model Investigation to Support Feasibility Study and Detailed Engineering of Ganges Barrage Project" শীর্ষক স্টাডি সম্পাদনের লক্ষ্যে নগই এবং ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট কনসালটেন্ট এর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ মডেল ষ্ট্যাডির কাজ সম্পাদনপূর্বক স্টাডির চূড়ান্ত প্রতিবেদন ক্লায়েন্ট বরাবর জানুয়ারি, ২০১৪ খ্রিঃ এ দাখিল করা হয়েছে।

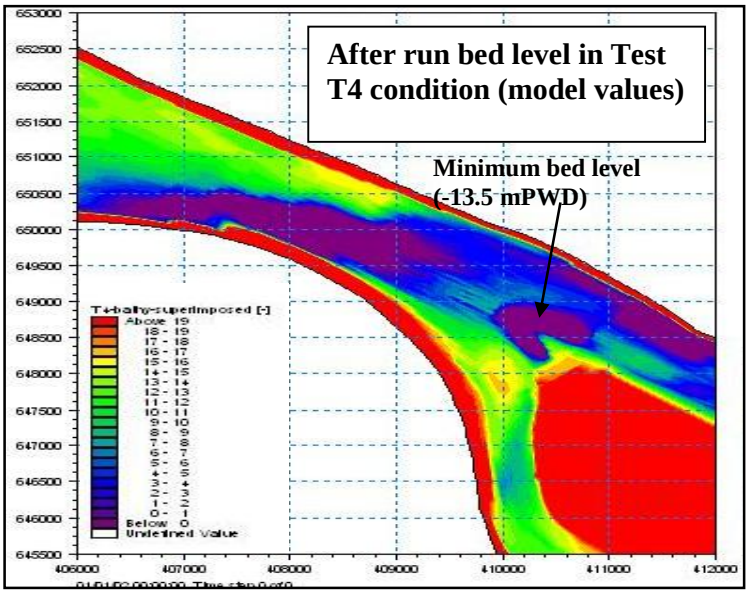

গঙ্গা ব্যারেজ মডেল রানের পর অফটেক (off-take) এবং এর চারিদিকে বেড লেভেলের ইকিউলিব্রিয়াম অবস্থা

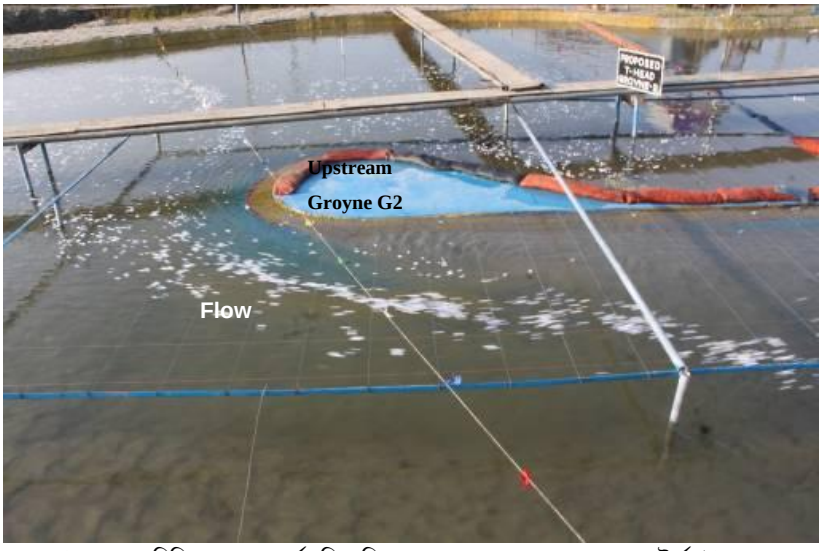

উজানের গ্রোয়েনের চারিদিকে সম্ভাব্য সর্বঅধিক বিপদজনক প্রবাহ অবস্থায় প্রবাহ প্যাটার্ন (গঙ্গা ব্যারেজ মডেল)

পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এম পি নগই রেস্টহাউজ পরিদর্শন করছেন

মোঃ আজম খান, মহাপরিচালক, নগই পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. জাফর আহমেদ খানকে নগই তে স্বাগত জানাচ্ছেন

পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এম পি অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ নগই ক্যাম্পাস পরিদর্শন করছেন

পাসম এর মাননীয় মন্ত্রী এবং নগই এর পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এম পি নগই এর ৩৮ তম বোর্ড সভায় সভাপতিত্ব করছেন

মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এম পি কে নগই এর গঙ্গা ব্যারেজ প্রজেক্ট সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে

মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এম পি গঙ্গা ব্যারেজ সম্পর্কিত গড়াই অফটেক মডেল পরিদর্শন করছেন

মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এম পি নগই এ গঙ্গা ব্যারেজ মডেল পরিদর্শন করছেন

(২) গানিতিক মডেলের সাহায্যে হবিগঞ্জ রোড ডিভিশন এর আওতায় সুনামগঞ্জ-মদনপুর-দেরাই-সাল্লা-আজমিরিগঞ্জ-হবিগঞ্জ রোডে কালনী নদীর উপর নির্মিতব্য সেতুর হাইড্রলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল ষ্ট্যাডির কাজ সেপ্টেম্বর, ২০১৩খ্রিঃ মাসে শুরু হয় এবং এপ্রিল, ২০১৪ খ্রিঃ মাসে স্টাডির চূড়ান্ত প্রতিবেদন ক্লায়েন্ট বরাবর জমা দেয়া হয়েছে।

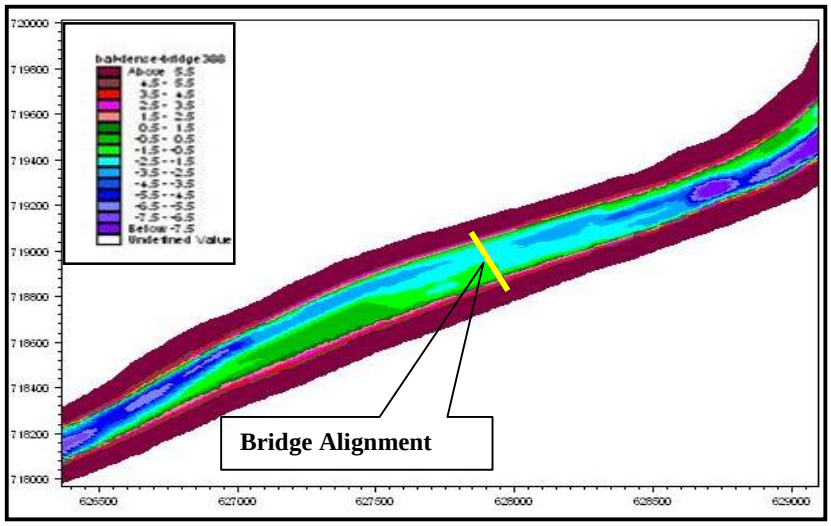

কালনি নদীর মডেলে সুল্লাহ ঘাট এলাকায় কালনি নদীর উপর প্রস্তাবিত ব্রিজের অ্যালাইনমেন্ট

(৩) গানিতিক মডেলের সাহায্যে পটুয়াখালী রোড ডিভিশন এর আওতায় লোহালিয়া নদীর উপর প্রস্তাবিত বগা সেতুর হাইড্রলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল ষ্ট্যাডির কাজ বিগত ২৫/০২/২০১৪খ্রিঃ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে। মডেল ষ্ট্যাডির চূড়ান্ত প্রতিবেদন আগষ্ট, ২০১৪ খ্রিঃ মাসে ক্লায়েন্ট বরাবর জমা দেয়া হয়েছে।

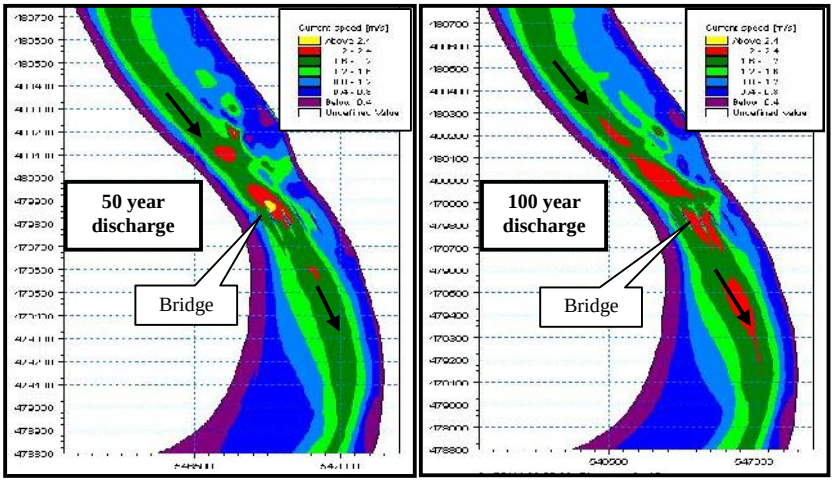

লোহালিয়া নদীর মডেলে ৫০ ও ১০০ বছর রিটার্ণ পিরিয়ডের প্রবাহে ব্রিজের চারিদিকে পানির গতির অবস্থা (ভেলোসিটি ফিল্ড)

বর্তমানে হাইডালিক রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত উল্লেখযোগ্য চলমান মডেল স্টাডি

(ক) পটুয়াখালী সড়ক বিভাগাধীন বরিশাল-লক্ষীপাশা-দুমকি রোডের ২৮ তম কিঃ মিঃ এ পান্দব-পায়রা নদীর উপর নালুয়া-বাহেরচর সেতুর হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল মডেল ষ্ট্যাডির কাজ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে শুরু হয়েছে। এ অর্থ বছরে শেষ হবে।

(খ) সুনামগঞ্জ রোড বিভাগাধীন পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউসকান্দি রোডের হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল মডেল স্টাডির খসড়া প্রতিবেদন সম্প্রতি ক্লায়েন্ট বরাবর দাখিল করা হযেছে।

বর্তমানে হাইডালিক রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত উল্লেখযোগ্য গবেষণা

নগই কর্তৃক ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে "নদী ভাঙ্গন রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় ষ্ট্রাকচার সমূহ সাশ্রয়ী এবং টেকসই করার লক্ষ্যে বিভিন্ন লাঞ্চিং ম্যাটেরিয়ালের বৈশিষ্ট্যের উপর গবেষণা" শিরোনামে একটি গবেষণা কাজ শুরু করা হয়েছে।

হাইডালিক রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত কাজের নাম

(১) বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কুর্ণিবাড়ী-চন্দনবাইশা এলাকা রক্ষার্থে যমুনা নদীর ভৌত মডেল ষ্ট্যাডির কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে ToR নির্বাহী প্রকৌশলী, বাপাউবো পওর বিভাগ, বগুড়া এর নিকট দাখিল করা হয়েছে।

(২) ভৌত মডেলের সাহায্যে নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধে কনক্রীট ব্লকের গালিচা এবং ফিল্টারের উপর ডাম্পকৃত সংযুক্ত কনক্রীটের ব্লক প্রযুক্তির কার্যকারিতা পরীক্ষা করা। পানি উন্নয়ন বোর্ডের উক্ত কাজটি শীঘ্রই শুরু করা হবে।

(৩) ভৌত মডেলের সাহায্যে বর্ষাকালে হাওর ও জলাভূমি অঞ্চলে সৃষ্ট ঢেউয়ের আঘাত থেকে জনগণের বসতভিটা রক্ষায় "কংক্রীট ব্লক গালিচা" প্রযুক্তির কার্যকারিতা শুরু করা। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভুমি উন্নয়ন বোর্ডে বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

(৪) পিরোজপুর সড়ক বিভাগাধীন বরিশাল-ঝালকাঠি-রাজাপুর-ভান্ডারিয়া-পিরোজপুর রোডের ৪৬ তম কিঃমিঃ এ পুনা নদীর উপর পুনা সেতুর হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল মডেল স্টাডির কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে কারিগরী এবং আর্থিক প্রস্তাব নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ বিভাগ, পিরোজপুর এর নিকট দাখিল করা হয়েছে।

(৫) সাতক্ষীরা সড়ক বিভাগাধীন সাতক্ষীরা-আশাশুনি-গোয়ালডাঙ্গা-পাইকগাছা রোডের ২৪ তম কিঃ মিঃ এ মারিচচাপা নদীর উপর চাপড়া সেতুর হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল মডেল ষ্ট্যাডির কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে আর্থিক প্রস্তাব (কোটেশন) নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ বিভাগ, সাতক্ষীরা এর নিকট দাখিল করা হয়েছে।

২. জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ

জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তরের অধীনে ৩টি বিভাগ রয়েছে। সেগুলো হচ্ছেঃ (১) সয়েল মেকানিক্স এন্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার বিভাগঃ এই বিভাগের মাধ্যমে মাটির প্রকৌশলগত গুণাগুণ নির্ণয়কল্পে পরীক্ষার কাজ সম্পাদন করা হয়। (২) ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগঃ এই বিভাগের মাধ্যমে বালি, সিমেন্ট ও অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রীর গুণাগুণ নির্ণয়কল্পে পরীক্ষার কাজ সম্পাদন করা হয়। (৩) সেডিমেন্ট, কেমিক্যাল এন্ড ওয়াটার পল্যুশান বিভাগঃ এই বিভাগের মাধ্যমে নদীর পলির পরিমাণ এবং গুণাগুণ নির্ণয়সহ পানির রাসায়নিক বিশ্লেষণের কাজ সম্পাদন করা হয়।

জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ অন্যান্য সংস্থার জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণকল্পে পরিকল্পনা ও ডিজাইনের নিমিত্তে সংগৃহীত মৃত্তিকা, কংক্রীট ও নির্মাণ উপকরণ সামগ্রী, পলি এবং পানির নমুনা পরীক্ষা করে থাকে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পের মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পরীক্ষা কাজের জন্য এ দপ্তর হতে প্রয়োজন অনুযায়ী অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান প্রেষণে স্থাপন করা হয়।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ

১) সয়েল মেকানিক্স এন্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার বিভাগে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও অন্যান্য সংস্থা হতে সংগৃহীত ৪২৩৩টি মৃত্তিকা নমুনার প্রকৌশলগত গুণাগুণ পরীক্ষা করা হয় এবং যথারীতি সংশ্লিস্ট দপ্তরে পরীক্ষিত নমুনার ফলাফলসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

২) ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগে বাপাউবোসহ অন্যান্য সংস্থা হতে সংগৃহীত ৩৭২টি নমুনা কংক্রীট ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

৩) সেডিমেন্ট, কেমিক্যাল এন্ড ওয়াটার পলুউশন বিভাগে বাপাউবো হতে সংগৃহীত ৫১০টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। পলল রসায়ন ও পানি দূষণ বিভাগ পরীক্ষাগারে পরীক্ষা শেষে সংশ্লিস্ট দপ্তরে চাহিদা মোতাবেক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

বর্তমানে জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত উল্লেখযোগ্য গবেষণা

নগই কর্তৃক ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে "ঢাকার চারপাশের এলাকার নদী দূষণ এবং উক্ত দূষণ দূরীকরণের উপায়" শিরোনামে একটি গবেষণা কাজ শুরু করা হয়েছে।

ট্রাইএক্সয়াল শিয়ার টেস্ট অ্যাপারেটাসঃ মাটির নমুনার শিয়ারিং স্ট্রেন্থ বের করার জন্য ব্যবহৃত হয়

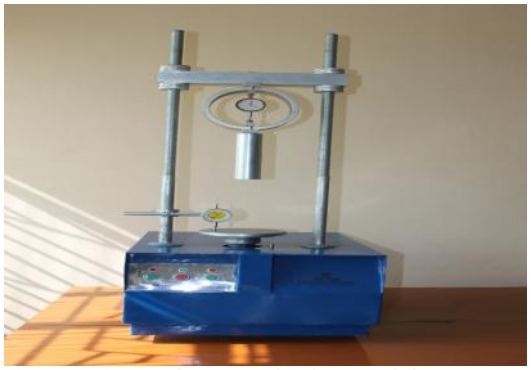

সিবিআর টেস্ট অ্যাপারেটাসঃ মাটির নমুনার বিয়ারিং ক্যাপাসিটি বের করার জন্য ব্যবহৃত হয়

হ্যাবা স্পেকট্রোফটোমিটার - ম্যাগনেসিয়াম, লোহ, ক্লোরিণ, কার্বণ, নিবোল, ফ্লোরিম, সালফেট প্রভৃতি সনাক্তকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়

প্রশাসন ও অর্থ পরিদপ্তর

এ পরিদপ্তরের অধীনে ছয়টি শাখা রয়েছে। যথা- লাইব্রেরি, জনসংযোগ ও ফটোগ্রাফি, সম্পত্তি, ভান্ডার, সংস্থাপন এবং নিরীক্ষা ও হিসাব। এই দপ্তরের মাধ্যমে ইন্সটিটিউট এর প্রশাসন, হিসাব ও নিরীক্ষা, গণসংযোগ, সম্পত্তি, জনশক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়নের কাজ করা হয়।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে আয়-ব্যয়ের হিসাবের বিবরণ (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	খাত	আয়	ব্যয়	
১	রাজস্ব বাজেট থেকে প্রাপ্ত অনুদান	৭০০.৬১	সংস্থাপনঃ o বেতন ও ভাতাদি o সরবরাহ ও সেবা o মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ o মূলধন ব্যয় o নিজস্ব অর্থে সংস্থাপন ব্যয়	 ৫৬৮.২৪ ১০১.৫৫ ২৭.৮৫ ২.৯৭ ২৯.৮১
২	মডেল স্টাডি এবং জিওটেকনিক্যাল টেস্টিং থেকে আয়	১৯১.২৫	মডেল স্ট্যাডি এবং জিওটেকনিক্যাল টেস্টিং বাবদ খরচ	১২৪.৮১
৩	অন্যান্য আয়	১০.৯৭	উদ্বৃত্ত	৮৭.৬০
	মোট	৯০২.৮৩	মোট	৯০২.৮৩

উল্লিখিত তথ্যসমূহকে মোট আয়ের এবং মোট খরচের শতকরা হিসেবে পাই চার্টের মাধ্যমে নিম্নে দেখান হলো।

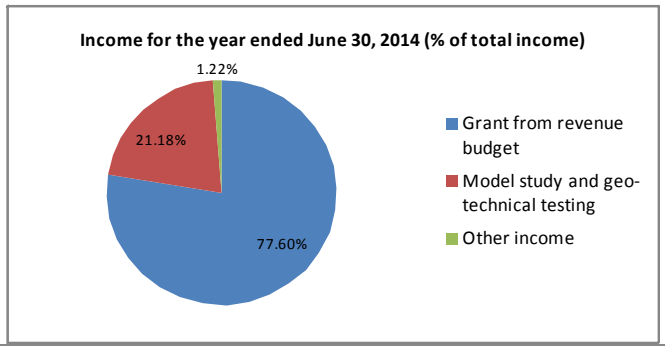

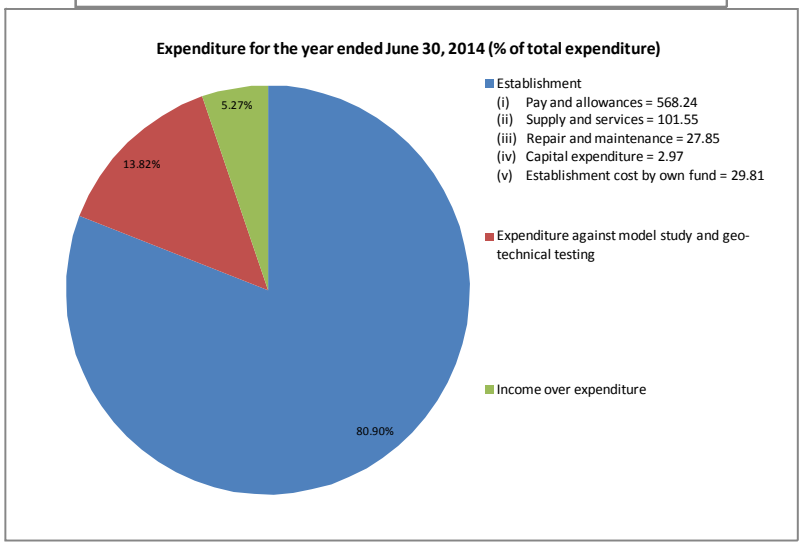

নগই'র সুবিধাদি

(১) **উন্মুক্ত মডেল এলাকাঃ** নয়টি কম্পার্টমেন্টের সমন্বয়ে উন্মুক্ত মডেল এলাকা গঠিত। নয়টির মধ্যে তিনটির সাইজ ১২৫ মিটার X ৪০ মিটার এবং বাকী ছয়টির সাইজ ৬০ মিটার X ৪০ মিটার। প্রতিটি কম্পার্টমেন্ট ক্যানেল নেটওর্য়াকের সহিত সংযুক্ত এবং পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে ক্যানেল নেটওর্য়াকে পানি সরবরাহ করা হয়। পাম্পিং স্টেশনে স্থাপিত পাম্পের ও ক্যানেলের সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা ৬০০ লিটার/সেকেন্ড।

(২) **ইনডোর মডেল এলাকাঃ** দীর্ঘমেয়াদি গবেষণার জন্য দুটি মডেল শেড রয়েছে, যার প্রতিটির সাইজ ১০০ মিটার X ৩০ মিটার। শেড দুটির একটিতে ওয়েব বেসিন, টিলটিং ফ্লুম রয়েছে।

(৩) **ল্যাবরেটরিঃ** জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কনক্রিট, সেডিমেন্ট টেকনোলজি, হাইড্র এন্ড জিও-কেমিস্ট্রি ফিল্ডে গবেষণাসহ পরীক্ষা নিরীক্ষা কাজের জন্য তিনটি আধুনিক ল্যাবরেটরি রয়েছে, যার ফ্লোর এরিয়া ২০০০ বর্গ মিটার এবং বিভিন্ন সাইজের ও মাপের প্রায় ৯১টি যন্ত্রপাতি রয়েছে। এ ছাড়া গাণিতিক মডেল সম্পাদনের জন্য একটি Sophisticated ল্যাবরেটরীও রয়েছে।

(৪) **রেষ্ট হাউসঃ** নগইতে উন্নত সুযোগ সুবিধা সম্বলিত দুটি VIP কক্ষ ও ৮টি AC কক্ষ বিশিষ্ট একটি আধুনিক রেষ্ট হাউস রয়েছে।

(৫) **অডিটরিয়াম/কনফারেন্স রুমঃ** নগইতে ৩০০ জন লোক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত অডিটরিয়াম আছে। এ ছাড়া ৬০ জন ও ৩০ জন লোক ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি কনফারেন্স রুমও আছে।

(৬) **জেনারেটরঃ** নগই REB এর পাওয়ার সাপ্লাই এর সাথে সংযুক্ত। এর অতিরিক্ত নগইতে দুাট পাওয়ার জেনারেটর আছে। নগইতে REB এর পাওয়ার সাপ্লাই না থাকলে এটি নিরবছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করে।

নগই'র প্রকাশনা

প্রতি বছর একটি করে টেকনিক্যাল জার্নাল প্রকাশিত হয়। এটি একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিজ্ঞান গবেষণা পেপার, যার রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ISSN 1606-9277। এ ছাড়াও নগইর কার্যক্রমের উপর প্রতি বছর Annual Report এবং News Letter প্রকাশিত হয়।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ

পঞ্চম অধ্যায়
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ
www.jrcb.gov.bd

ভূমিকা

আবহমানকাল ধরে নদীমাতৃক বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা আবর্তিত হচ্ছে পানিকে ঘিরে। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রায় ৪০৫টি নদী প্রবাহিত হচ্ছে। এ নদীগুলোর মধ্যে ৫৭টি হচ্ছে আন্তসীমান্ত নদী। ৫৭টি আন্তঃসীমান্ত নদীর মধ্যে ৫৪টি নদী ভারত হতে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং ৩টি এসেছে মায়ানমার থেকে। ৫৪টির মধ্যে ৫১টি নদী বস্তুতঃপক্ষে তিনটি বৃহৎ নদী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনার অববাহিকাভুক্ত। এ তিনটি নদীর অববাহিকার মোট আয়তন ১.৭২ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার, যার মাত্র ৭ শতাংশ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত। বর্ষা মৌসুমে পানির অতি আধিক্য এবং শুকনো মৌসুমে পানির নিদারুণ দুষ্প্রাপ্যতা আমাদের দেশের পানি সম্পদ ক্ষেত্রে এক রূঢ় বাস্তবতা। পানি সম্পদ সংক্রান্ত সকল পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন বহুলাংশে নির্ভর করে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অভিন্ন ৫৪টি আন্তঃসীমান্ত নদীর পানির যথাযথ বণ্টন ও ব্যবস্থাপনার উপর।

গঠন ও জনবল

১৯৭২ সালের মার্চ মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে যৌথ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে দু'দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিভিন্ন নদীসমূহের উপর ব্যাপক জরিপ কার্য পরিচালনা করে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উভয় দেশের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দু'দেশের বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে স্থায়ী ভিত্তিতে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়। উক্ত ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের স্ট্যাটিউট (Statute) স্বাক্ষরিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ পক্ষের চেয়ারম্যান।

স্ট্যাটিউটে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন বিশেষভাবে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদন করবে বলে উল্লেখ রয়েছেঃ

ক. অংশগ্রহণকারী দু'দেশের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে সর্বাধিক যৌথ ফলপ্রসূ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অভিন্ন নদীসমূহ থেকে সর্বোচ্চ সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

খ. বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ উদ্ভাবন ও যৌথ প্রকল্প বাস্তবায়নের সুপারিশকরণ;

গ. আগাম বন্যা সতর্কীকরণ, বন্যা পূর্বাভাস ও ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রস্তাব প্রণয়ন;

ঘ. দু'দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের সমীক্ষা পরিচালন যাতে করে উভয় দেশের জনসাধারণের পারস্পারিক সুফল আনয়নে আঞ্চলিক পানি সম্পদ সমতার ভিত্তিতে ব্যবহার করা যায়;

ঙ. উভয় দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ সমস্যার উপর সমন্বিত গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রকল্প প্রণয়ন।

অভিন্ন/সীমান্তবর্তী নদীসমূহের পানি সম্পদের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও বণ্টন বিষয়ে ভারত ছাড়াও একই অববাহিকাভুক্ত অন্যান্য দেশ যথাঃ চীন ও নেপালের সঙ্গে যৌথ নদী কমিশনের আনুষ্ঠানিক সমঝোতা রয়েছে এবং বিভিন্ন দেশের সাথে যৌথ নদী কমিশন এর আনুষ্ঠানিক প্রতিপক্ষ কাঠামো বিদ্যমান আছে। এ লক্ষ্যে সরকার ৪৮ জনবল বিশিষ্ট যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ গঠন করেছেন। সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর সাংগঠনিক কাঠামো

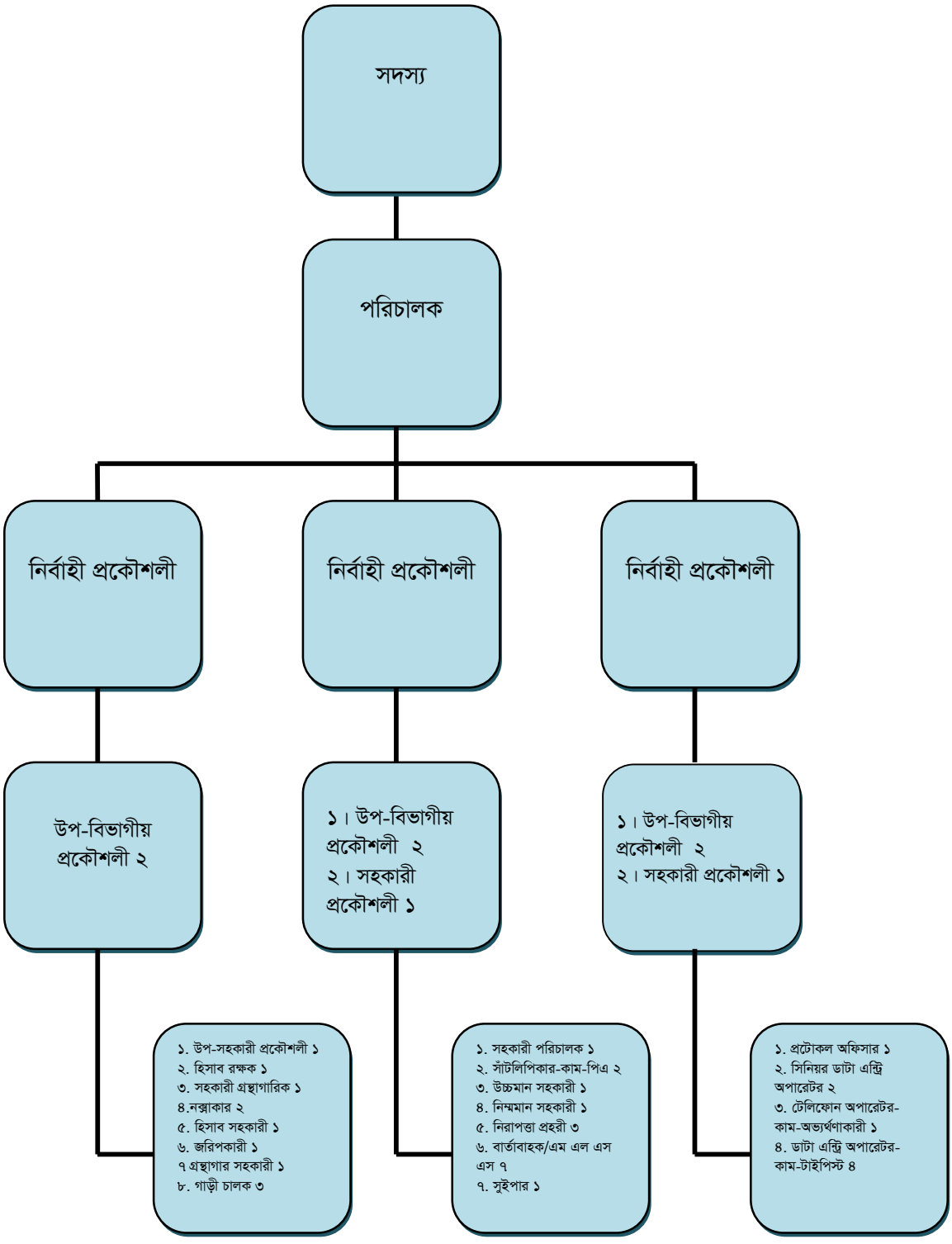

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশের জনবলের বিবরণ (জুন, ২০১৪ অনুযায়ী)

শ্রেণী	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
প্রথম শ্রেণী	১৪	৭	৭
দ্বিতীয় শ্রেণী	২	১	১
তৃতীয় শ্রেণী	২১	৮	১৩
চতুর্থ শ্রেণী	১১	৭	৪
মোট ঃ	৪৮	২৩	২৫

যৌথ নদী কমিশন গঠনের পর থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন, বন্যা পূর্বাভাস, অভিন্ন/সীমান্তবর্তী নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার জন্য কমিশনের মোট ৩৭টি সভা পর্যায়ক্রমে ঢাকায় ও দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিশনের সর্বশেষ (৩৭তম) বৈঠক বিগত মার্চ, ২০১০ মাসে নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কার্যাবলী

১. অভিন্ন/সীমান্তবর্তী নদীসমূহের পানি সম্পদের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা এবং বণ্টন বিষয়ে অববাহিকাভুক্ত দেশসমূহের সাথে আলোচনা অনুষ্ঠান। বিশেষত ভারতের সাথে নিয়মিতভাবে অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন, অভিন্ন/সীমান্ত নদীর ভারতে অবস্থিত উজানের বিভিন্ন স্টেশনসমূহ থেকে বন্যা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত প্রাপ্তি, অভিন্ন/সীমান্তবর্তী নদীর বাঁধ ও তীর সংরক্ষণমূলক কাজসহ অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক সমস্যা নিয়ে মন্ত্রী পর্যায়ে যৌথ নদী কমিশন ও অন্যান্য পর্যায়ে আলোচনার লক্ষ্যে বৈঠক অনুষ্ঠান;

২. ১৯৯৬ সালের গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির আওতায় প্রতিবছর ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সময়কালে ভারতের ফারাক্কায় ও বাংলাদেশের হার্ডিঞ্জ সেতুর নিকট গঙ্গা নদীর যৌথ পর্যবেক্ষণ ও পানি বণ্টন সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান;

৩. আগাম বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে যৌথভাবে ভারতের সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত বিনিময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তদ্ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা;

৪. বন্যার ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন, অভিন্ন নদীর পানি সম্পদের আহরণ ও উন্নয়ন এবং গবেষণা ও কারিগরি বিষয়ে নেপালের সাথে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ;

৫. চীনের সাথে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে সহযোগিতা, ব্রহ্মপুত্র/ইয়ালুং জাংবো নদের অববাহিকার বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণের লক্ষ্যে তথ্য ও উপাত্ত বিনিময় এবং বন্যা পূর্বাভাসের দক্ষতা বৃদ্ধি, সমতা ও ন্যায়ানুবর্তীতার ভিত্তিতে এতদাঞ্চলের অভিন্ন নদীর পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণ এবং কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি;

৬. উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার আওতায় যৌথভাবে অববাহিকাভূক্ত নদীসমূহের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা এবং

৭. যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সেচ ও নিষ্কাশন কমিশন (ICID)-এর বাংলাদেশের সচিবালয় হিসেবে কাজ করে। এ ছাড়া এই কমিশন ইন্টার-ইসলামিক নেটওয়ার্ক ফর ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট (INWRDAM) এর বাংলাদেশের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ কর্তৃক ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিবরণ

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি

ভারত সত্তর দশকের প্রথম দিকে কোলকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষাকল্পে গঙ্গার পানি প্রত্যাহারের লক্ষ্যে ফারাক্কা নামক স্থানে একটি ব্যারাজ নির্মাণ করে। এ প্রেক্ষিতে ফিডার ক্যানেল চালুর জন্য ১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে (৪১ দিন) সময়কালে বিভিন্ন ১০ দিনে ফারাক্কা পয়েন্ট থেকে ১১০০০ হতে ১৬০০০ কিউসেক পানি ভাগিরথী-হুগলী নদী দিয়ে প্রত্যাহারের নিমিত্ত ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ১৯৭৫ সালের ১৮ এপ্রিল একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীকালে দু'দেশের মধ্যে কোন সমঝোতা না হওয়ায় ১৯৭৬ সালের শুকনো মৌসুম থেকে ভারত একতরফাভাবে ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহার শুরু করে। ফলে ভারতের সাথে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এরই প্রেক্ষিতে বিস্তারিত আলোচনার পর ৫ নভেম্বর, ১৯৭৭ সালে ভারতের সাথে শুকনো মৌসুমে (০১ জানুয়ারি-৩১ মে) ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন বিষয়ে পাঁচ বছরের স্বল্প মেয়াদি একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির মেয়াদান্তে ১৯৮২ ও ১৯৮৫ সালে গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ে দু'টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৮৯ হতে ১৯৯৬ সালে শুকনো মৌসুম পর্যন্ত গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ে কোন চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক ছিল না।

১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও ফলপ্রসূ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার মাত্র ৬ মাসের মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের মধ্যে ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর শুকনো মৌসুমের (১ জানুয়ারি-৩১ মে) প্রবাহ বণ্টনের লক্ষ্যে ত্রিশ বছর মেয়াদি একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী ১৯৯৭ হতে প্রতিবছর শুকনো মৌসুমে ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সময়কালে ফারাক্কায় লব্ধ গঙ্গার পানি দু'দেশ বণ্টন করছে। ২০১৪ সালের শুকনো মৌসুমেও (১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে) চুক্তি অনুযায়ী ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন করা হয়েছে।

বিগত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩ নয়াদিলি-তে অনুষ্ঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমিটির ৫৫তম বৈঠকের সম্মত কার্যবিবরণী স্বাক্ষর করছেন যৌথ নদী কমিশনের ভারতীয় সদস্য জনাব এন. কে. মাথুর এবং বাংলাদেশের সদস্য জনাব মীর সাজ্জাদ হোসেন।

বিগত ২২ জুন ২০১৪ তারিখে কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমিটির ৫৮তম বৈঠক শেষে ভারতের যৌথ নদী কমিশনের সদস্য জনাব এন. কে. মাথুর এর সাথে বৈঠকের সম্মত কার্যবিবরণী বিনিময় করছেন বাংলাদেশের যৌথ নদী কমিশনের সদস্য জনাব মীর সাজ্জাদ হোসেন।

বিগত ১০ মার্চ ২০১৪ তারিখে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমিটির প্রতিনিধিদল কর্তৃক ভারতের ফারাক্কা ব্যারেজের ভাটিতে গঙ্গা নদীর প্রবাহ পরিমাপ সাইট পরিদর্শন।

তিস্তা নদীর পানি বণ্টন

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির অনুচ্ছেদ ৯ এর আলোকে গঙ্গা ছাড়াও তিস্তা নদীর পানি বণ্টনকে অগ্রাধিকার প্রদান করে তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার, মনু, মুহুরী, খোয়াই ও গোমতী নদীর পানি দু'দেশের মধ্যে বণ্টনের জন্য স্থায়ী/দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩২তম সভায় দু'দেশের পানি সম্পদ সচিবদ্বয়ের নেতৃত্বে যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়।

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর তিস্তাকে অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক অন্যান্য অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে, ইতোমধ্যেই তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তির ফ্রেমওয়ার্ক চূড়ান্ত করা হয়েছে।

গত ০৬-০৭ সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর কালে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে দু'দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ন্যায়ানুগতা ও সমতার ভিত্তিতে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনে নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়নের অগ্রগতিকে স্বাগত জানিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় দু'দেশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অতিশীঘ্র চুক্তিটি সম্পাদনে কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেন।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ বাংলাদেশ ও ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ে অনুষ্ঠিত যৌথ পরামর্শক কমিশনের ২য় বৈঠকে দু'মন্ত্রী অতি দ্রুত তিস্তার পানি বণ্টনের অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তি চূড়ান্তকরণে তাঁদের অঙ্গীকার পুনঃব্যক্ত করেন। বর্তমানে দু'দেশের মধ্যে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ফেণী, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টন

বাংলাদেশ ও ভারতের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ে ১৯৯৭ সালে গঠিত যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির বৈঠকসহ বিভিন্ন বৈঠকে ফেণী ব্যতীত অন্যান্য নদীসমূহের পানি বণ্টন বিষয়ে আলোচনা করেছে। সেপ্টেম্বর, ২০০৫ সালে যৌথ নদী কমিশনের ৩৬তম বৈঠকে ফেণী নদীর পানি বণ্টন বিষয়টি দু'পক্ষের আলোচনায় অন্তর্ভূক্ত হয়।

গত ১০ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে ঢাকায় দু'দেশের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে শুকনো মৌসুমে ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে চুক্তির একটি Framework এ দু'পক্ষ সম্মত হয়।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ বাংলাদেশ ও ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ে অনুষ্ঠিত যৌথ পরামর্শক কমিশনের ২য় বৈঠকে দু'মন্ত্রী অতি দ্রুত ফেণী নদীর পানি বণ্টনের অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তি চূড়ান্তকরণে তাঁদের অঙ্গীকার পুনঃ ব্যক্ত করেন। বর্তমানে দু'দেশের মধ্যে ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গত ১০ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সচিব পর্যায়ের বৈঠকে মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর স্থায়ী/দীর্ঘমেয়াদী পানি বণ্টনের বিষয়ে আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর দু'দেশের সদস্য, যৌথ নদী কমিশনকে পরবর্তী কারিগরী পর্যায়ের বৈঠকে উভয় দেশের প্রস্তাব আলোচনাপূর্বক সচিব পর্যায়ের পরবর্তী বৈঠকে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

গত জানুয়ারি, ২০১২ মাসে ঢাকায় ও ফেব্রুয়ারী, ২০১২ মাসে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত কারিগরী পর্যায়ের বৈঠকে উপরোক্ত নদীসমূহের অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তির Framework প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় প্যারামিটারের বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্যারামিটার সংগ্রহ করা হয়েছে যা যাচাইয়ের পর বিনিময়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

গত মার্চ, ২০১৪ মাসে ঢাকায় ও কোলকাতায় অনুষ্ঠিত কারিগরী পর্যায়ের বৈঠকে উপরোক্ত নদীসমূহের অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তির Framework প্রণয়নের সহযোগিতা করার জন্য কিছু তথ্য-উপাত্ত বিনিময় করা হয়। এ সকল নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তির Framework প্রণয়নের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতা

ভারত থেকে সীমান্তবর্তী/অভিন্ন নদীর বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত প্রেরণের বিষয়ে ১৯৭২ সাল থেকে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে। বর্ষা মৌসুমে ভারত ১৫ মে-১৫ অক্টোবর সময়কালে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার বিভিন্ন নদীর পানির লেভেল, প্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের উপাত্ত বাংলাদেশকে প্রেরণ করে। উক্ত ব্যবস্থার আওতায় ভারত থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন স্টেশনের পানির লেভেল, প্রবাহ ও বৃষ্টিপাত ইত্যাদি তথ্যের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে সর্বোচ্চ ৭২ ঘণ্টার বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করতে পারে।

মার্চ, ২০১০ মাসে যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে বাংলাদেশ পক্ষ জানমালের ক্ষয়ক্ষতি আরো হ্রাস করার লক্ষ্যে বন্যা পূর্বাভাসের আগাম সময় বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন অভিন্ন নদীর ভারতে অবস্থিত আরো উজানের বিভিন্ন স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করার অনুরোধ জানায়। ভারতীয় পক্ষ এ বিষয়ে গঙ্গা নদীর ফারাক্কার ৭৮ কিলোমিটার উজানের সাহিবগঞ্জ স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত উপাত্ত বিরতিহীনভাবে বংলাদেশকে প্রদান করছে। এ ছাড়া ভারত ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার বিভিন্ন স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশকে নিয়মিত সরবরাহ করছে। গত বর্ষা মৌসুমে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে ভারত বন্যা সংক্রান্ত তথা-উপাত্ত বাংলাদেশকে বিরতিহীনভাবে সরবরাহ করেছে যা বাংলাদেশে ফলপ্রসূ বন্যা পূর্বাভাস প্রদানে সহায়তা করছে।

ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্প

বাংলাদেশে প্রবাহিত সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর উজানের স্রোতধারা ভারতে বরাক নদী হিসেবে পরিচিত। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের অমলশীদ নামক স্থান থেকে প্রায় ২১০ কিলোমিটার উজানে ভারত বরাক নদীতে টিপাইমুখ নামক স্থানে ড্যাম নির্মাণ করে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়।

উল্লেখ্য, ভারত ২০০৯ সালের মে মাসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জানায় যে, টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্পে কোন সেচ কম্পোনেন্ট নেই এবং বরাক নদী হতে কোন পানি প্রত্যাহার করা হবে না। এ ছাড়া অদ্যাবধি উক্ত প্রকল্পের কাজ শুরু হয়নি বলেও ভারত সরকার জানিয়েছে।

জাতীয় সংসদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতির নেতৃত্বে একটি বাংলাদেশ সংসদীয় প্রতিনিধিদল গত ২৯ জুলাই হতে ০৪ আগস্ট, ২০০৯ সময় পর্যন্ড় ভারতের প্রস্তাবিত টিপাইমুখ বহুমুখী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও বিদ্যুৎ মন্ত্রীর সাথে প্রতিনিধিদল পৃথকভাবে আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনাকালে ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী পুনঃ নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, উক্ত প্রকল্পের আওতায় কোন সেচ কম্পোনেন্ট নেই এবং ড্যামের ভাটিতে ফুলেরতল বা অন্য কোন স্থানে ব্যারাজ বা অন্য কোন পানি প্রত্যাহারমূলক অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে না। পরিদর্শন শেষে প্রতিনিধিদল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট এবং জাতীয় সংসদে এতদ্সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করে।

জানুয়ারি, ২০১০ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুনঃ আশ্বাস প্রদান করেছেন যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

মার্চ, ২০১০ মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে ভারতীয় পক্ষ পুনরায় উল্লেখ করে যে, প্রস্তাবিত টিপাইমুখ ড্যাম জল বিদ্যুৎ তৈরি ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পানি প্রত্যাহারের জন্য নয়। বরং শুকনো মৌসুমে এর মাধ্যমে বরাক/মেঘনা নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া ভারত পুনঃ আশ্বাস প্রদান করে যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবেনা যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

সেপ্টেম্বর, ২০১১ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে পুনঃ আশ্বাস প্রদান করেছেন যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে।

সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে সফল আলোচনার ফলশ্রুতিতে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারত যৌথ সমীক্ষা পরিচালনায় সম্মত হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ও ভারত নিজ নিজ যৌথ সমীক্ষা দল গঠন করেছে । ইতোমধ্যে যৌথ সমীক্ষা দলের দু'টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম বৈঠকে ভারতীয় পক্ষ প্রকল্পের দলিলপত্রাদি বাংলাদেশ পক্ষের নিকট হস্তান্তর করেছে যা সমীক্ষা পরিচালনায় সহায়ক হবে। যৌথ সমীক্ষা দলের দ্বিতীয় বৈঠকে সমীক্ষা পরিচালনার জন্য আরও কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহের জন্য ভারতীয় পক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। বর্তমানে সমীক্ষা চলমান আছে ।

ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প

ভারত ৩৭টি নদীর ৩০টি সংযোগের মাধ্যমে আন্তঃবেসিন পানি স্থানান্তরের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের বৈঠক ও আলোচনায় ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় নির্ভর নদী হতে পানি স্থানান্তর করা হলে বাংলাদেশের বিরূপ প্রভাব পড়বে মর্মে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং ভারত যেন হিমালয় নির্ভর নদী হতে পানি স্থানান্তর না করে সেজন্য বাংলাদেশের পক্ষ হতে ভারতকে অনুরোধ জানানো হয়।

গত মার্চ, ২০১০ মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে ভারতীয় পক্ষ পূর্বের ন্যায় ব্যক্ত করে যে, ভারত একক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নদী আন্তঃসংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় নির্ভর নদীর পানি প্রত্যাহার করবে না যা বাংলাদেশের জন্য ক্ষতির কারণ হয়। এছাড়া গত ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ সময়ে উভয় দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ের ভারত-বাংলাদেশ যৌথ পরামর্শক কমিশনের দ্বিতীয় বৈঠকে ভারতীয় পক্ষ পুনঃ ব্যক্ত করে যে, তারা আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় হতে উৎসরিত নদীর পানি স্থানান্তরের বিষয়ে কোন একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না যা বাংলাদেশকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে।

বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ে সহযোগিতা

১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালের দুটি প্রলয়ংকরী বন্যার পর দু'দেশের শীর্ষ পর্যায়ের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ-নেপাল যৌথ স্টাডি টিম "বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার" সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রণয়নপূর্বক নিজ নিজ সরকারের নিকট পেশ করে যা দু'দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। উক্ত রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়। বিগত ডিসেম্বর, ২০০১ সনে অনুষ্ঠিত নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির দ্বিতীয় সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, নেপালী পক্ষ নেপালে অবস্থিত নদীসমূহের বন্যা সংক্রান্ত উপাত্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে প্রেরণ করবে। এখানে উল্লেখ্য যে, নেপাল ২০০২ সালের বর্ষা মৌসুম হতে তাদের কোসি ও নারায়ণি নদীর পানির লেভেল ও বৃষ্টিপাত সংক্রান্ত উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করে আসছে।

উল্লেখ্য, দু'দেশের মধ্যে পানি সম্পদের আহরণ এবং বন্যা ও বন্যার ক্ষয়ক্ষতির প্রকোপ প্রশমনে যৌথ অনুসন্ধান, গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে উভয় দেশ কর্তৃক বিভিন্ন বিভাগসমূহ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ কারিগরি সমীক্ষা দল (JTST) গঠিত হয়েছে। উপরোক্ত সমীক্ষা পরিচালনার নিমিত্ত নেপালের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। গত বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশে আগাম বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বন্যা সংক্রান্ত তথা উপাত্ত বাংলাদেশকে নেপাল সরবরাহ করেছে।

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের বিষয়ে সহযোগিতা

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পরস্পরকে সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি সমঝোতা বিদ্যমান আছে। সমঝোতা অনুযায়ী উভয় পক্ষ পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত নীতিমালা এবং প্রবিধান, গবেষণা এবং উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা করতে সম্মত হয় যার উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপঃ

- আন্তর্জাতিক পানি ফোরামে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমন্বয় সাধন;
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি ঘটিত দুর্যোগ হ্রাস, নদী শাসন, পানি সম্পদের ব্যবহার এবং উন্নয়ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা;
- ইয়ালুং জাংবো/ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত বিনিময়ের মাধ্যমে বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি;
- সমতা এবং ন্যায়ানুগতার ভিত্তিতে অত্র অঞ্চলের সীমান্ত নদীসমূহের পানি সম্পদের ব্যবহার এবং সংরক্ষণ করা।

উল্লিখিত সমঝোতার আলোকে বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে চীন তার ভূ-খন্ডে অবস্থিত ইয়ালুং জাংবো/ব্রহ্মপুত্র নদের তিনটি স্টেশন যথা Nuxia, Nugesha ও Yangcun এর বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত জুন, ২০০৬ মাস থেকে বাংলাদেশকে সরবরাহ করছে।

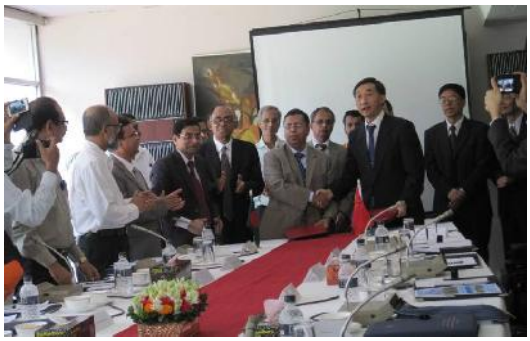

বিগত ৯ জুন ২০১৪ তারিখে ঢাকায় পানি সম্পদের সহযোগিতা বিষয়ে অনুষ্ঠিত সচিব/ভাইস মিনিস্টার পর্যায়ের বৈঠক শেষে চীনের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভাইস মিনিস্টার জনাব লিউ নিং এর সাথে বৈঠকের সম্মত কার্যবিবরণী বিনিময় করছেন বাংলাদেশের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ড. জাফর আহমেদ খান।

বিগত সেপ্টেম্বর, ২০০৮ মাসে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় বন্যা পূর্বাভাসের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে চীন থেকে ব্রহ্মপুত্র নদের তথ্য-উপাত্ত প্রেরণের নিমিত্ত ৫ বছর মেয়াদী একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এ সমঝোতা স্মারকের আলোকে চীন তার ভূ-খন্ডে অবস্থিত ইয়ালুং জাংবো/ব্রহ্মপুত্র নদের তিনটি স্টেশন যথা Nuxia, Nugesha ও Yangcun এর বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করেছে। জুন, ২০১৪ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দু'দেশের পানি সম্পদ সচিব/ভাইস মিনিস্টার পর্যায়ের বৈঠকে উক্ত সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ ৫ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারকের আলোকে ইয়ালুং জাংবো/ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত চীন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে প্রেরণ সংক্রান্ত Implementation Plan স্বাক্ষরের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

চীনের সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পারস্পারিক সহযোগিতার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। গত বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশে আগাম বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বন্যা সংক্রান্ত তথা উপাত্ত বাংলাদেশকে চীন সরবরাহ করেছে।

অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ ও ভারত হিমালয় হতে উৎপন্ন তিনটি আন্তর্জাতিক বৃহৎ নদী যথা-গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও বরাক/মেঘনার একই অববাহিকাভূক্ত দেশ। নদী তিনটির অন্যান্য অববাহিকাভূক্ত দেশ হচ্ছে- নেপাল, ভূটান ও চীন। এ অঞ্চলের কোটি কোটি

মানুষের জীবন ও জীবিকা আবর্তিত হচ্ছে পানিকে ঘিরে। বর্ষা মৌসুমে পানির অতি আধিক্য ও শুকনো মৌসুমে পানির নিদারুণ দুস্প্রাপ্যতা এতদাঞ্চলের পানি সম্পদ ক্ষেত্রের একটি রূঢ় বাস্তবতা। এতদাঞ্চলের পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর। বিষয়টি যথার্থতা উপলব্ধি করে গত সেপ্টেম্বর, ২০১১ সময়ে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশ ও ভারত সরকার একটি যুগান্তকারী Framework Agreement on Cooperation for Development স্বাক্ষর করেছে।

উক্ত Framework Agreement এর ২নং অনুচ্ছেদে বিধৃত আছে যে, অভিন্ন নদীর পানি বণ্টনের মাধ্যমে পারস্পরিক সুফল অর্জনের লক্ষ্যে উভয় দেশ অববাহিকাভিত্তিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সম্ভাবনা ক্ষতিয়ে দেখবে।

অববাহিকাভিত্তিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রম

সরকার/মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে এতদঞ্চলের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ছাড়া কমিশন আইসিআইডি (ICID)-এর বাংলাদেশ জাতীয় কমিটির এবং ইনওয়ারড্যাম (INWRDAM) এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

আন্তর্জাতিক সেচ ও নিষ্কাশন কমিশনের বাংলাদেশ জাতীয় কমিটি কর্তৃক ২০১৪ সালের ২২ মার্চ বিশ্ব পানি দিবস উদযাপন করা হয়।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিটি অব আইসিআইডি (BANCID) এর আয়োজনে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং BWDB, CEGIS, IWM ও BWP এর সহযোগিতায় ২২ মার্চ ২০১৪ তারিখে বিশ্ব পানি দিবস উদযাপন করা হয়।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

	২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বরাদ্দ (আয়)	জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ব্যয়	মন্তব্য
অনুন্নয়ন বাজেট	৪০৫.৫০ লক্ষ টাকা	৩৫৫.৫৩ লক্ষ টাকা	২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের বাজেটের অব্যয়িত অর্থ ৪৯.৯৭ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশের হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড

www.bhwdb.gov.bd

ভূমিকা

বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত হাওর অধ্যুষিত ৭টি জেলার (সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) জনসংখ্যা প্রায় ২.০ কোটি। আয়তনের দিক থেকে এ অঞ্চল বাংলাদেশের এক পঞ্চমাংশ। দেশের মোট উৎপাদিত ধান ও মাছের যথাক্রমে শতকরা ১৮ ও ২০ ভাগ এ অঞ্চলে জন্মে। হাওর অঞ্চল খাদ্য ও মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ন ও উদ্বৃত্ত যা দেশের খাদ্য ঘাটতি এলাকার মানুষের ক্ষুধা নিবারণে বিশেষ ভূমিকা রাখছে এবং আমিষের যোগান দিচ্ছে। দেশের অর্থনীতিতে হাওর অঞ্চল বিরাট ভূমিকা রাখলেও সার্বিক উন্নয়নের দিক থেকে এ অঞ্চল অত্যন্ত পিছিয়ে আছে। এ অঞ্চলের ২৮% ভাগ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। দারিদ্রতা, নিরক্ষরতা, পশ্চাদপদতা তাদের নিত্যসঙ্গী।

১৯৭৭ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারী তৎকালীন সরকার কর্তৃক একটি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে **হাওর উন্নয়ন বোর্ড** গঠন করা হলেও ১৯৮২ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর সামরিক সরকারের অন্য একটি আদেশে উক্ত বোর্ডের বিলুপ্তি ঘটে। ২০০০ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর মন্ত্রিপরিষদ সভার একটি রিজলিউশনের মাধ্যমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন **"বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড"** গঠিত হয়।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের ১৩ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারপার্সন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটির আহব্বায়ক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে এ পর্যন্ত ৩টি বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় হাওর অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে একটি "হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা ও ডাটাবেস" তৈরি হয় যা ২০১২ সালের মে মাসে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভায় অনুমোদিত হয়েছে। বোর্ডের অনুমোদিত জনবল কাঠামোতে ৫৫ টি পদ সৃজন এবং টি ও এন্ড ই অনুমোদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে বোর্ডকে একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে ১৭ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যপরিধি

ক) বোর্ড হাওর ও জলাভূমির সার্বিক ও সমন্বিত উন্নয়ন সাধনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সমন্বয় ও সহযোগিতা প্রদান করবে। এ লক্ষে বোর্ড হাওর ও জলাভূমির সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি সমন্বিত মাস্টার প্লান তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

খ) বোর্ড হাওর ও জলাভূমি উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় চাহিদার আলোকে প্রকল্প প্রণয়ন করবে ও প্রকল্পের আকার ও প্রকৃতি বিবেচনাপূর্বক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অথবা অন্য কোন সংস্থার মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করবে।

গ) বোর্ড হাওর এলাকায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় করবে এবং সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নাধীন সংস্থাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবে।

ঘ) সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য বোর্ড যে কোন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

জনবল কাঠামো, সরঞ্জামাদি (টি ও এন্ড ই) ও নিয়োগ বিধিমালা (কর্মকর্তা/কর্মচারী), ২০১৪ প্রণয়ন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে আহ্বায়ক করে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সভার সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড এর সরঞ্জামাদি (টি ও এন্ড ই) এবং ৫৫টি পদ বিশিষ্ট জনবল কাঠামো

সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বোর্ডের নিয়োগ বিধিমালা (কর্মকর্তা ও কর্মচারী), ২০১৪ চূড়ান্ত না হওয়ায় নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করা যায়নি। বর্তমানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে ১ (এক) জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বোর্ডের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাছাড়া ১ জন যুগ্ম সচিব, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও ১ জন উপ-সচিব, পরিচালক (জলাভূমি); বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে ২ (দুই) জন উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী ও ১ (এক) জন ডাটা এন্ট্রি-অপারেটর এবং নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে ১ (এক) জন হিসাব সহকারী হিসাবরক্ষক পদে প্রেষণে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া অনুমোদিত পদের বিপরীতে বিভিন্ন পদে দৈনিক হাজিরা ভিত্তিতে অস্থায়ীভাবে নিয়োগের মাধ্যমে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ২২ জন কর্মচারী কর্মরত আছেন।

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

অর্থবছর	অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)		অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকা)		মন্তব্য
	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	
২০১৩-২০১৪	৩০৫.২১	৩৫০০.০০	২৯৫.৬৭	৩৪৮১.৯০	অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কার্যক্রম

১। বাংলাদেশের হাওর ও জলাভূমি এলাকায় আশ্রয়ণ/আবাসন প্রকল্পে বন্যাজনিত ঝুঁকি প্রতিরোধ প্রকল্প (১ম পর্যায়)

বর্ষা মৌসুমে হাওরে অবস্থিত গ্রামগুলো পানিতে ডুবো ডুবো অবস্থায় ভাসতে থাকে এবং ঢেউয়ের আঘাতে বসতভিটা ভেঙ্গে যায়। তাই ভূমিহীন জনগণের জন্য সরকারীভাবে নির্মিত আশ্রয়ণ প্রকল্পের বসত ভিটিগুলোকে ঢেউয়ের আঘাত ও ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করার জন্য ৭৫১.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "বাংলাদেশের হাওর ও জলাভূমি এলাকায় আশ্রায়ন/আবাসন প্রকল্পে বন্যাজনিত ঝুঁকি প্রতিরোধ প্রকল্প (১ম পর্যায়)" ২০০৮-২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৪টি পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষন বিভাগের মাধ্যমে "ডিপোজিট ওয়ার্ক" হিসেবে ৯টি উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে উক্ত কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত কয়েকশত পরিবারের বসতবাড়ীসহ তাদের জানমাল রক্ষা পেয়েছে। অপরদিকে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ফলে দারিদ্র্য বিমোচনে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

২। হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতি এবং হাওর ও জলাভূমির জন্য ডাটাবেস উন্নয়ন প্রকল্প

"হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা" বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা এ ৭ টি জেলার ২.০ কোটি জনগণের উন্নয়ন চাহিদার ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে। এ অঞ্চলের সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে সমভাবে সমন্বিত টেকসই উন্নয়নের লক্ষে ১৭টি উন্নয়ন ক্ষেত্রে ১৫৪টি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের ১৬ টি মন্ত্রণালয়ের ৩৮ টি সরকারী এজেন্সী/বিভাগ উক্ত মহাপরিকল্পনায় বর্ণিত প্রকল্পগুলো স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। বাস্তবায়ন কাল ২০১২-২০৩১, ২০ বৎসর এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮০৪,৩০৫ লক্ষ টাকা।

হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনায় মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ভিত্তিক প্রকল্প সংখ্যা ও প্রাক্কলিত টাকার পরিমান (লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	উন্নয়নের ক্ষেত্র	প্রকল্প সংখ্যা				প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
		স্বল্প মেয়াদি (১-৫ বৎসর)	মধ্যমেয়াদি (৬-১০ বৎসর)	দীর্ঘমেয়াদি (১১-২০ বৎসর)	মোট	
১।	পানি সম্পদ	৭	১	১	৯	১৭৮৩৭৪
২।	কৃষি	৫	৮	৭	২০	২০৩৮৯৭
৩।	মৎস্য	৩	৯	১০	২২	৫০৪২৩
৪।	মুক্তা চাষ	-	-	০১	০১	১০০০০
৫।	প্রাণিসম্পদ	২	৮	-	১০	৭৬৬৯৪
৬।	বন সম্পদ	-	-	০৬	০৬	২৪৬৫০৪
৭।	জীববৈচিত্র্য ও জলাভূমি	৩	৭	-	১০	১১৩০০০
৮।	যোগাযোগ ব্যবস্থা	৬	৯	-	১৫	৫১৬২৭৭
৯।	পানি সরবরাহ ও পয়নিস্কাশন	-	-	২	০২	১০৫০০০
১০।	গৃহায়ন ও বসতি স্থাপন	১	-	-	০১	৯১০০
১১।	শিক্ষা	৪	৩	-	০৭	৭১৯৭৫
১২।	স্বাস্থ্য	৮	৮	-	১৬	১২০৩৬৩
১৩।	পর্যটন	৫	৪	৪	১৩	৩৮৯২
১৪।	সামাজিক সেবা	-	৫	১	০৬	১৫৬০০
১৫।	শিল্প	৯	-	-	০৯	৭২৭১৭
১৬।	বিদ্যুৎ শক্তি	-	৩	১	০৪	৩৪০৯৮৯
১৭।	খনিজ সম্পদ	৩	-	-	০৩	২১৫৫০০
	মোট	৫৬	৬৫	৩৩	১৫৪	২৮০৪,৩০৫

উক্ত মহাপরিকল্পনার ৩ (তিন) টি ভলিউম বোর্ডের ওয়েব সাইটে (www.bhwdb.gov.bd) সকলের ব্যবহারের জন্য উন্মোচিত করা হয়েছে। তা ছাড়া উক্ত প্রকল্পের আওতায় হাওর অঞ্চলের কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, আবহাওয়া, জলবায়ু ইত্যাদি বিষয়ে একটি তথ্য সমৃদ্ধ ডাটাবেস প্রস্তুত করা হয়েছে যা বোর্ডের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংরক্ষিত আছে।

৩। বর্ণি বাঁওড় উন্নয়ন প্রকল্প

'বর্ণি বাঁওড়' দেশের দক্ষিণাঞ্চলের গোপালগঞ্জ জেলার সদর ও টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় অবস্থিত। এটি মধুমতি নদীর একটি পরিত্যাক্ত/মৃত বাহু যার দৈর্ঘ্য ৯.০৫ কিমি.। দীর্ঘদিন ধরে এ বাঁওড়ের তলদেশে পঙ্কিল কাদা ও বালুমাটি জমে এর গভীরতা কমে নাব্যতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। ফলে একসময়ের দেশীয় সুস্বাদু মাছের আধার হিসেবে পরিচিত এ বাঁওড়ের গৌরব হারাতে বসেছে এবং অনেক মাছের প্রজাতি প্রায় বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে। এ অবস্থায় বাঁওড় খনন করে প্রাকৃতিকভাবে মৎস্য উৎপাদন, সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধা এবং জনগণের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষে "বর্ণি বাঁওড় উন্নয়ন" প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের এ প্রকল্পটি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনস্থ ড্রেজার পরিদপ্তর ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে বাস্তবায়ন করছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০১২ থেকে জুন ২০১৪, প্রাক্কলিত প্রকল্প ব্যয় ৬৪৬৪.০০ লক্ষ টাকা এবং অপসারণ যোগ্য মাটির পরিমাণ ৩২.০০ লক্ষ ঘনমিটার। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে। ড্রেজিং এর মাধ্যমে উত্তোলিত মাটি দ্বারা বাঁওড়ের দুই তীর উঁচু করা হয়েছে। স্থানীয় হাট-বাজার উন্নয়ন, ডোবা-নালা পতিত জমি, খেলার মাঠ, স্কুলের মাঠ, দরিদ্র জনগণের বসতবাড়ির আঙ্গিনা ভরাট করা হয়েছে। পতিত ও নীচু জমি ভরাট করার ফলে ফসলের জমি উদ্ধার হয়েছে। বাঁওড়ের পলি মাটি খুবই উর্বর বিধায় উক্ত জমিতে গম, রবিশস্য ও

ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। বাঁওড় খননের ফলে নাব্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মাছ উৎপাদন শুরু হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলছে।

বর্ণি বাঁওড়ের ড্রেজার থেকে পাইপের মাধ্যমে পানি ও কাদামাটি বের করে কৃষকের বাড়ীর পার্শ্বের ডোবা নালা ভর্তি করা হচ্ছে।

বর্ণি বাঁওড়ের ড্রেজার থেকে পাইপের মাধ্যমে পানি ও কাদামাটি বের করে কৃষকের বাড়ীর পার্শ্বের বাঁশঝাড় ও ডোবা নালা ভর্তি করা হচ্ছে।

বর্ণি বাঁওড়ের মাটি দ্বারা কৃষকের বাড়ীর অঙ্গিনার নীচু জমি উঁচু করা হচ্ছে।

বর্ণি বাঁওড়ের মাটি দ্বারা বর্ণি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট করে ছাত্র ছাত্রীদের খেলার মাঠ তৈরী করা হয়েছে।

৪। হাওর এলাকায় নদী খনন ও বসতি উন্নয়ন প্রকল্প (River Dredging, Housing & Settlement Development Projects in Haor Area). প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৪৫২০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প প্রস্তাবটি ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরে অনুমোদনের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য প্রক্রিয়াধীন।

৫। হাওর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নঃ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক হাওর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

সংস্থা মন্ত্রণালয়	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
পানি উন্নয়ন বোর্ড	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিস্কাশন প্রকল্প ২০১১-২০১৫	৬৮৪৯৪.১০	০৯	অনুমোদিত
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলা ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প ২০১৪-২০১৯	১১৯৪৪.৭৫	-	একনেক সভায় প্রেরণের জন্য প্রক্রিয়াধীন
	সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প ২০১৪-২০১৯	১৩৮০৫.০০	-	অনুমোদিত
	কিশোরগঞ্জ হাওর ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প ২০১২-২০১৫	৪৩৫.০০	৫৪	অনুমোদিত
সড়ক ও জনপথ বিভাগ	উজানচর-বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম সড়ক উন্নয়ন (বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম অংশ) সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ২০১১-২০১৫	১৩৪২১.৮৫	৫০	অনুমোদিত
	কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট-মিঠামইন সড়ক (চামড়াঘাট-মিঠামইন অংশ) সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ২০১১-২০১৫	৮৯২০.০৩	৪৬	অনুমোদিত
	ইটনা-বড়ইবাড়ী- চামড়াঘাট সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ২০১১-২০১৫	১০৮৬৬.৯৭	৩৬	অনুমোদিত
	ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক নির্মাণ প্রকল্প ২০১৪-২০১৮	৪৩৮৩৪.৭৪	-	পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন
	মদন-খালিয়াজুরি সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ এবং নেত্রকোনা-মদন-খালিয়াজুড়ি সড়কের ৩৭তম কিলোমিটারে বালাই নদীর উপর পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ ২০১৪-২০১৭	১০৪০১.৪৬	-	একনেক সভায় অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন
	Extention of Jute Cultivation in Haor Area Project, 2014-2019	৭০০.০০	-	ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	Extension of Integrated Pest Management Training Project, 2014-2019	৭০০.০০	-	ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন

সংস্থা মন্ত্রণালয়	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
	হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন ২০১৪-২০১৮	৬৪.০০	-	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	Establishment of Fish Landing Centres at Haor and Baor Area, 2013-2018	১২৭৫০.০০	-	ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন
	Establishment of Tea Processing Industry	১০,০০০.০০	-	সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কুটির শিল্প করর্পোরেশন (বিসিক)	Establishment of Gas Cylinder Industry	৩০,০০০.০০	-	সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলছে
	Establishment of swamp Water Processing Industry	১০,০০০.০০	-	সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ হচ্ছে
	Small and Cottage Industry Development Programme for Destitute Women in Haor	১৫০০.০০	-	সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলছে
	Establishment of Charcoal Industry	২০০.০০	-	সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ করা হচ্ছে
	Establishment of Boat Manufacturing Industry	১৭.০০	-	সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলছে
	Haor Infrastructure & Livelihood Improvement Project, 2011-2019	১০৭৬৩২.০০	-	অনুমোদিত
	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project, 2014- 2022	৯৭৭০০.০০	-	অনুমোদিত
	Haor Infrastructure & Livelihood Improvement Project,2011-2019	১০৭৬৩২.০০	-	অনুমোদিত
স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল বিভাগ	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project, 2014- 2022	৯৭৭০০.০০	-	অনুমোদিত
	Development of Tourist/Picnic Spot	৬০.০০	-	সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলছে
বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন	Hakaluki Haor Sight seeing Tour	৫৪০.০০	-	সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ করা হচ্ছে

সংস্থা মন্ত্রণালয়	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
	Programme			

৬। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের ই-সেবা কার্যক্রম

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের ওয়েব সাইটের (www.bhwdb.gov.bd) মাধ্যমে বোর্ডের কার্যক্রম, হিউম্যান চার্টার, হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা জনগনের জন্য উম্মুক্ত করা হয়েছে। বোর্ডের উক্ত Dynamic Website এর মাধ্যমে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রদান, প্রশ্ন গ্রহণ ও উত্তর প্রদান, আগাম বন্যা সতর্কীকরণ পূর্বাভাস প্রদান ইত্যাদি ই-সেবা হাওর অঞ্চলের জনগণসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের জনগণকে প্রদান করা সম্ভব হবে। তাছাড়া বোর্ডের সদর দপ্তরে হাওর অঞ্চলের কৃষি, মৎস, আবহাওয়া-জলবায়ুসহ বিভিন্ন রকমের তথ্য সম্বলিত একটি Database আগ্রহী ব্যক্তিগণের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত আছে।

৭। বিবিধ

(ক) বোর্ডের প্রধান অফিস ভবন ঢাকা শহরের গ্রীণ রোডে অবস্থিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সীমানার ভিতর নির্মাণ করা হয়েছে এবং অফিস নুতন ভবনে স্থানান্তর করা হয়েছে।

(খ) সুনামগঞ্জ জেলা সদরে বোর্ডের আঞ্চলিক দপ্তর ভবন নির্মান কাজ ২০১১-১২ অর্থ বৎসরে শুরু হয় এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরে শেষ হবে আশা করা যাচ্ছে।

(গ) কিশোরগঞ্জ জেলা সদরে বোর্ডের আঞ্চলিক দপ্তর ভবনের সংস্কার কাজ ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে সম্পন্ন করা হয়েছে। জনবল নিয়োগ হলে এ দপ্তরে কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হবে।

(ঘ) গত ১৭ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকের সভায় বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডকে 'অধিদপ্তরে' পরিণত করতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ট্রাস্টসমূহ

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং

সপ্তম অধ্যায়

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং

www.iwmbd.org

ভূমিকা

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পানিতাত্ত্বিক মডেলিং, কম্পিউটেশনাল হাইড্রলিক্স এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্বমানের সেবা প্রদান করে আসছে আইডব্লিউএম। সামগ্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন পানি বিষয়ক সমস্যার সমাধান সম্ভব। ১৯৮৬ সালে একটি UNDP কারিগরি সহায়তা প্রকল্প হিসেবে IWM-এর যাত্রা শুরু হয়। তখন এর নাম ছিলো Surface Water Simulation Modelling Programme (SWSMP)। ১৯৯৬ সালের শেষের দিকে এটি Surface Water Modelling Centre (SWMC) নামে বাংলাদেশ সরকারের একটি ট্রাস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০২ সালের ১ আগস্ট থেকে এই প্রতিষ্ঠানের নতুন নামকরণ হয় Institute of Water Modelling (IWM)| আইডব্লিউএম গাণিতিক মডেলিং প্রযুক্তিতে উৎকর্ষের প্রতীক হিসেবে কাজ করছে এবং পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়কে সামগ্রিক বিবেচনায় এনে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে গুণগতমান উন্নয়নে পরামর্শ সেবা প্রদান নিশ্চিত করছে।

পাবলিক ট্রাস্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা

সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার আলোকে গাণিতিক মডেলের সার্বজনীন ব্যবহার ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM) এর প্রতিষ্ঠা পানি সম্পদ খাতে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ১৮৮২ সালের ট্রাস্ট এ্যাক্ট এর আওতায় পাবলিক ট্রাস্ট হিসেবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও নিবন্ধিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং পানি সম্পদ সচিব-এর সভাপতিত্বে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড অব ট্রাস্টিজ দ্বারা পরিচালিত। অন্যান্য ট্রাস্টিগণের মধ্যে রয়েছেন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড; প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর; মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা; প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর; যুগ্ম সচিব (ব্যাংকিং পলিসি) অর্থ মন্ত্রণালয়; যুগ্ম সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ড্যানিশ হাইড্রলিক ইন্সটিটিউট, ডেনমার্ক; প্রেসিডেন্ট, ইন্সটিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ; বিভাগীয় প্রধান, পানি সম্পদ কৌশল বিভাগ, বুয়েট (ট্রেজারার); একটি খ্যাতনামা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী; একটি খ্যাতনামা এনজিও প্রধান এবং সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আইডব্লিউএম এর নির্বাহী পরিচালক।

Deed of Trust অনুসারে IWM Trust এর মূল উদ্দেশ্য সমূহ

১) SWSMP এর তিনটি ফেজ এর সময়ে অর্জিত আইডব্লিউএম এর সমস্ত হস্তান্তর ও অহস্তান্তরযোগ্য সম্পদ, দায় এবং সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ওয়াটার মডেলিং, কম্পিউটেশনাল হাইড্রলিক্স ও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানে একটি উৎকর্ষ গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইডব্লিউএম গঠন এবং রক্ষনাবেক্ষণ করা ও এর বর্তমান কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ট্রাস্টির সিদ্ধান্তক্রমে জাতীয় উন্নয়নের জন্য নতুন প্রকল্প হাতে নেয়া।

২) চলমান কর্মসূচী এবং প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা,

৩) আইডব্লিউএম এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ও কর্মসূচী সমূহের ত্বরায়ন, প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা, অক্ষুন্ন রাখা, অর্থায়নে সহযোগিতা, এবং ওয়াটার মডেলিং প্রোগ্রামসমূহের জন্য সহায়তা প্রদান ও উল্লিখিত বিষয়ে সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।

৪) পানিবিজ্ঞান ও ওয়াটার মডেলিং কার্যক্রমের সংগে সংশিষ্টদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৫) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উচ্চতর সেবা প্রদানের জন্য ওয়াটার মডেলিং বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও সহযোগিতা প্রদান

৬) উক্ত ট্রাস্টের লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে উচ্চতর গবেষণা কর্ম পরিচালনা করা

৭) সম্ভাব্য উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে উক্ত ট্রাস্টের কার্যক্রম ও সেবা দেশের বাইরে সম্প্রসারণ করা

৮) আইডব্লিউএম এর মূল কার্যক্রমের সাথে সংগতিপূর্ণ যে কোনো বিষয়ে কার্যক্রম এবং প্রকল্প গ্রহণ করা।

আইডব্লিউএম এর জনবল

আইডব্লিউএম-এর বর্তমান জনবল প্রায় ৩০০ জন যার মধ্যে ৬৫% ই দেশ ও বিদেশ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উঁচুমানের বিশেষজ্ঞ।

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এর জনবলের বিবরণ

শ্রেণী	বর্তমানে কর্মরত
বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা	১৯০
সাধারণ কর্মকর্তা ও সাপোর্ট স্টাফ	৬৫
সার্ভেয়ার/ ডিইও	৪৫
মোট	৩০০

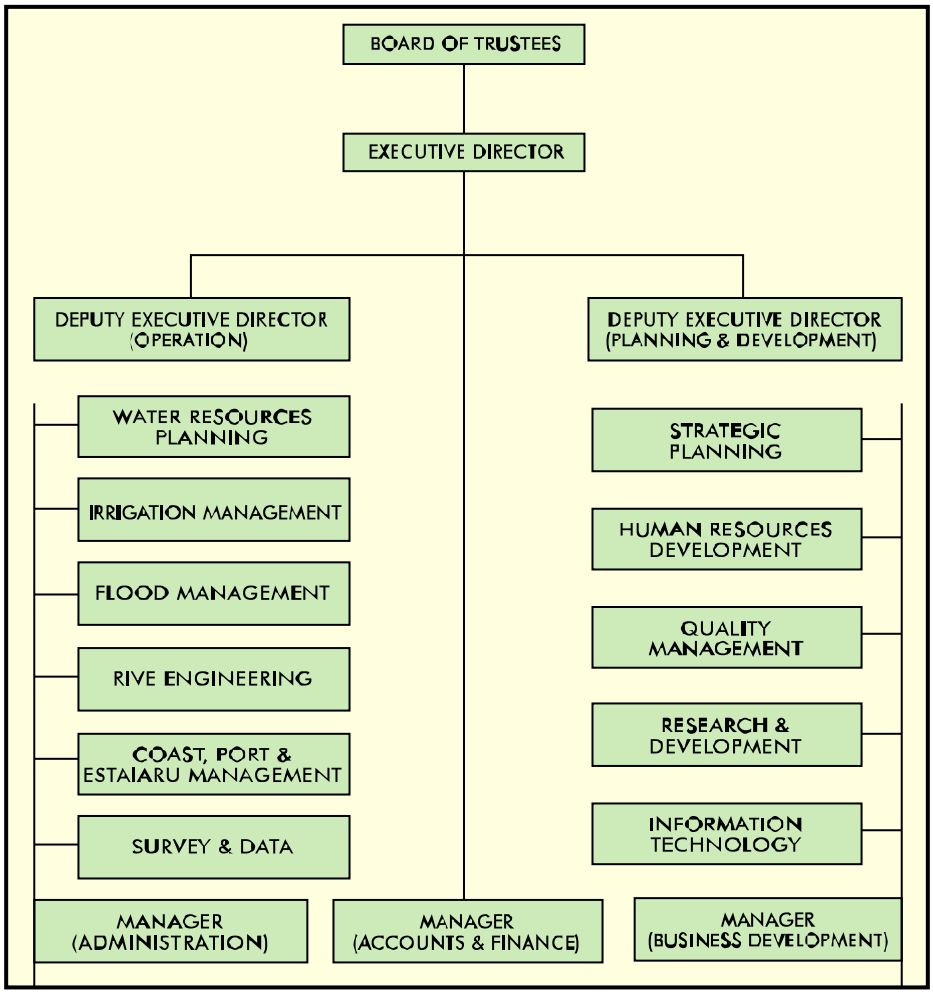

আইডব্লিউএম এর জনবল কাঠামো

কাজের পরিসর

গাণিতিক মডেলিং	DSS / জরিপ
• সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ; • রিভার মরফোলোজি ; • লবণাক্ততা ও পলি প্রবাহ ; • জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব • কোস্টাল হাইড্রলিক্স ও মরফোলোজি; • উপকূল, বন্দর এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা ; • পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপণ; • সেতু হাইড্রলিক্স ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়ন • নগর পানি ব্যবস্থাপনা। • সেচ ব্যবস্থাপনা • ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা • ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানির সমন্বিত ব্যবস্থাপনা • বন্যা ব্যবস্থাপনা • সমন্বিত কোস্টাল জোন ব্যবস্থাপনা • জলাভূমি ও লেক ব্যবস্থাপনা	• GIS ভিত্তিক DSS ; • GIS ভিত্তিক IIS ; • ডাটাবেইজ প্রয়োগ ; • সার্ভে, RS ইমেজ ও মডেল ডাটা থেকে মানচিত্র প্রণয়ন; • টোপোগ্রাফিক সার্ভে ; • হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে ; • পানি প্রবাহ পরিমাপ ; • পলি ও পানির গুণগত মান ; • হাইড্রো-জিওলোজিক্যাল অনুসন্ধান

আইডব্লিউএম কর্তৃক ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ চলমান ও সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা

ক্রম	সমীক্ষার নাম	সমীক্ষার বর্তমান অবস্থা
১	নিউ ধলেশ্বরী নদীর উৎসমুখ ব্যবস্থাপনার জন্য গাণিতিক মডেলিং সমীক্ষা এবং নিউ ধলেশ্বরী, পাংলি, বংশাই, তুরাগ-বুড়িগঙ্গা নদীর হাইড্রলিক পর্যবেক্ষণ	চলমান
২	বাংলাদেশের প্রধান নদীসমূহ, শাখানদী ও উপশাখানদীসমূহের টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিষয়ে গাণিতিক মরফোলোজিক্যাল সমীক্ষা	সমাপ্ত
৩	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (ফেজ-২) এর খনন কাজের পরিকল্পনা, নকশা, পর্যবেক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ এর জন্য মরফোলোজিক্যাল মডেলিং সমীক্ষা	চলমান
৪	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পে কাজ পূর্ববর্তী ও কাজ পরবর্তী খননমাত্রা নিরূপণ কল্পে বেথিমেট্রিক জরিপ পরিচালনা	চলমান
৫	সিরাজগঞ্জ হার্ডপয়েন্ট থেকে ধলেশ্বরী উৎসমূখ (২০ কি.মি.) পর্যন্ত ২ টি স্থানে এবং নলিনি বাজার এর নিকটে (২ কি.মি.) যমুনা নদীর পাইলট ড্রেজিং এর মান নিয়ন্ত্রণ, পর্যবেক্ষণ ও প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা	চলমান
৬	তিতাস নদীর পুনঃখনন সমীক্ষা	সমাপ্ত
৭	চন্দনা বারাশিয়া নদী খনন পরবর্তী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে গাণিতিক মডেলিং, সার্ভে এবং পর্যালোচনা	সমাপ্ত
৮	গাইবান্ধা জেলার সদর ও ফুলছড়ি উপজেলার যমুনা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ কল্পে গাণিতিক মডেল সমীক্ষা	সমাপ্ত
৯	নদী তীর উন্নয়ন প্রকল্প (RBIP)- গাণিতিক মডেল সমীক্ষা	চলমান
১০	প্যাকেজ-১ : উপকূলীয় এলাকায় উপজেলা ভিত্তিক ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানিসম্পদ নিরূপন এবং সমীক্ষা এলাকায় নির্বাচিত নদীসমুহ থেকে পানি উত্তোলনজনিত ভূগর্ভস্থ পানির লেভেল পরিবর্তন নির্ণয়ে গাণিতিক মডেলিং সমীক্ষা (ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানি)	সমাপ্ত
১১	প্যাকেজ-২ : উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ, লবণাক্ততার মাত্রা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততার গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ে গাণিতিক	সমাপ্ত

ক্রম	সমীক্ষার নাম	সমীক্ষার বর্তমান অবস্থা
	মডেল সমীক্ষা ও ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম উন্নয়ন।	
১২	প্যাকেজ-৩ : উপকূলীয় এলাকায় অবজারভেশন ওয়েল নেস্ট, মডেল বাউন্ডারি নির্ধারণ, পাম্পিং টেস্ট তদারকি, স্লাগ টেস্ট, বিভিন্ন হাইড্রজিক্যাল প্যারামিটার মূল্যায়ন, ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির রাসায়নিক বিশ্লেষণ পরিচালনা ও সংগ্রহ বিষয়ে হাইড্রলজিক্যাল ও গাণিতিক মডেলিং সমীক্ষা।	চলমান
১৩	তিস্তা বাঁধ ও এর ক্যানেল হেড রেগুলেটরের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এর ম্যানুয়েল এর হালনাগাদকরণ	সমাপ্ত
১৪	পঞ্চগড়, ঠাঁকুরগাও, দিনাজপুর ও জয়পুরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পে গাণিতিক মডেল দ্বারা পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা জরিপ ও ইনভেস্টিগেশন।	চলমান
১৫	মহুরী সেচ প্রকল্পের জরিপ	চলমান
১৬	বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি বেসিন এলাকায় হাইড্রজিওলোকিজ্যাল এবং ভূগর্ভস্থ পানির মডেলিং সমীক্ষা	সমাপ্ত
১৭	চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার মহানন্দা নদী থেকে গাণিতিক মডেল ব্যবহার করে সেচ এর জন্য পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণসহ সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা	চলমান
১৮	খালিয়াজুড়ি এফসিডি প্রকল্পে কজওয়েসমুহের কার্যক্ষমতা পর্যবেক্ষণ	চলমান
১৯	লিড টাইম বৃদ্ধি এবং অবস্থান নির্দিষ্ট বন্যা সতর্কতা কল্পে বন্যা সতর্কীকরণ ব্যবস্থা আপগ্রেডিংএর মাধ্যমে গবেষণা এবং পূর্বাভাস মডেলিং।	সমাপ্ত
২০	কালনি-কুশিয়ারা খনন মডেলিং ও পর্যবেক্ষণ	চলমান
২১	ভারতের প্রস্তাবিত টিপাইমুখ জলবিদ্যুত (বহুমুখী) প্রকল্পে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ সমীক্ষায় বাংলাদেশ অংশের গাণিতিক মডেলিং সমীক্ষা	চলমান
২২	গাণিতিক মডেল ও লাগসই জরিপ কৌশল এর মাধ্যমে সুরমা বলাই নদীর বর্তমান বাঁধ ও নিষ্কাশন খালের খনন ব্যবস্থার উন্নয়ন।	চলমান
২৩	স্থানীয় পর্যায়ে বন্যা সতর্কীকরণ	চলমান
২৪	সমন্বিত পানি সম্পদ মূল্যায়নের জন্য বৈশ্বিক আর্থ পর্যবেক্ষণ	চলমান
২৫	স্যাটেলাইট ভিত্তিক বন্যা সতর্কীকরণ ব্যবস্থা	চলমান
২৬	মেরিন ড্রাইভ সুরক্ষায় উপকূলীয় হাইড্রলিক এবং মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল
২৭	সিপিডব্লিউএফ : উপকূলীয় পানি সম্পদে প্রত্যাশিত এক্সটারনাল ড্রাইভারসমুহের প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা	সমাপ্ত
২৮	ভৈরব নদী বেসিনে নাব্যতা উন্নয়ন সমীক্ষা টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা	সমাপ্ত
২৯	লবণাক্ততা অনুপ্রবেশ মডেলিং এবং লবণাক্ততার তথ্য উন্নয়ন সমীক্ষা	সমাপ্ত
৩০	গাণিতিক মডেল প্রযুক্তির মাধ্যমে পোল্ডার ৩৬/১ এর পুনর্বাসন সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	সমাপ্ত
৩১	সিজিআইএআর-সিপিডব্লিউএফ : জল শাসন এবং কমিউনিটি ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা	সমাপ্ত
৩২	রবনাবাদ তৃতীয় সমুদ্র বন্দর নির্মান সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা	সমাপ্ত
৩৩	মংলা বন্দরের নাব্যতা উন্নয়ন সম্পাদনক্রিয়া পরিবেক্ষণ ও হাইড্রলিক ইনভেস্টিগেশন।	চলমান
৩৪	গঙ্গা ডেল্টায় কৃষি এবং একুয়াকালচার সিস্টেমে সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি সমীক্ষা	সমাপ্ত
৩৫	বাংলাদেশের জন্য বহুমুখী ঝুঁকি ম্যাপিং	চলমান
৩৬	পরিবর্তিত জলবায়ুতে সারজন সিস্টেমের জন্য পানি এবং লবণাক্ততা মডেলিং	চলমান
৩৭	নোয়াখালি জেলায় উড়িরচর-নোয়াখালি আড়াআড়ি বাঁধ প্রকল্পের বিশদ নকশা সামাজিক এবং পরিবেশগত সমীক্ষা	সমাপ্ত
৩৮	বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান প্রস্তুতকরণ	চলমান
৩৯	ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামের আওতায় ৩০ নং পোল্ডারে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনা, নকশা ও পর্যবেক্ষণ	চলমান
৪০	ওয়ামিপ (WMIP) এর স্কিম ইনফরমেশন ম্যনেজমেন্ট সিস্টেম উন্নয়ন	সমাপ্ত
৪১	১৪৮ পৌরসভায় পানি সরবরাহ, নিষ্কাশন ও পয়ঃব্যবস্থাপনার জন্য গাণিতিক মডেল সমীক্ষা	সমাপ্ত

ক্রম	সমীক্ষার নাম	সমীক্ষার বর্তমান অবস্থা
৪২	ঢাকা ওয়াসা : ঢাকা পানি সরবরাহ প্রকল্পের মহাপরিকল্পনা (Master Plan) সমীক্ষা	সমাপ্ত
৪৩	বাংলাদেশে পানিসম্পদের ভবিষ্য মূল্যায়ন	চলমান
৪৪	তেঁতুলঝড়া-ভাকুর্তায় নলকূপ নকশা পর্যালোচনা ও সুপারভিশন	চলমান
৪৫	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলে জলাবদ্ধতা সমীক্ষা	সমাপ্ত
৪৬	পানি শোধনাগার ফেজ-৩ সমীক্ষা	চলমান
৪৭	ঢাকা শহরের নিয়মিত জলাবদ্ধতা ম্যাপিং ও বৃষ্টিপাত পরিবীক্ষণ	চলমান
৪৮	গঙ্গা-ব্রম্মপুত্র অববাহিকায় ফ্লাডপ্লেইন জলাভূমি সমীক্ষা	চলমান
৪৯	CWSISP এর অধীনে চট্টগ্রাম মহানগরীতে পানি সংযোগ ব্যবস্থার বিশ্লেষণ এবং অপটিমাইজেশন সমীক্ষা, নকশা এবং চট্টগ্রাম ওয়াসার নির্মান তদারকি।	চলমান
৫০	BRWSSP এর আওতায় আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা, কারিগরি জরিপ এবং ইনভেস্টিগেশন, বিশদ প্রকৌশল নকশা, নির্মান তদারকি এবং কমিউনিটি মবিলাইজেশন পল্লী অঞ্চলে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ স্কিম	চলমান
৫১	পানি সম্পদ সমীক্ষা : ভূগর্ভস্থ হাইড্রোলোজি এবং বৃষ্টির পানি সংগ্রহ।	চলমান

বিদেশে পরিচালিত উল্লেখযোগ্য সমীক্ষা

ক্রম	সমীক্ষার নাম	যে দেশে সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে	সমীক্ষার বর্তমান অবস্থা
১	মেগাস্টিলের পানি উত্তোলন সমীক্ষার জন্য মালয়েশিয়ার লংগাত নদীর অববাহিকার জন্য ওয়াটার মডেলিং (নদী ও ভূগর্ভস্থ পানি)	মালয়েশিয়া	চলমান
২	বাগমতি অধোরা বেসিন-এ বন্যা পূর্বাভাস উন্নয়ন এবং ইনআনডেশন মডেলিং সিস্টেম	ভারত	সমাপ্ত
৩	মালয়েশিয়ার সেলাঙ্গর পানি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ-এর জন্য মডেলিং এর মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদের পরিমান নিরূপণ	মালয়েশিয়া	চলমান
৪	মালয়েশিয়ার সেলাঙ্গর এবং লাংগাত নদী অববাহিকায় পানি ব্যবস্থাপনা মডেল উন্নয়ন	মালয়েশিয়া	চলমান

কতিপয় উল্লেখযোগ্য সদ্য সমাপ্ত ও চলমান গবেষণা সমীক্ষা

১. সাধারণ, আঞ্চলিক এবং বে অব বেঙ্গল মডেলি হালনাগাদকরণের জন্য তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ

২. খুলনা অঞ্চলের নির্ধারিত উপজেলাসমুহে একুইফার ভালনারাবিলিটি নিরূপণ।

৩. নগর অঞ্চলে বন্যা সহনশীলতা বিষয়ে সহযোগিতামূলক গবেষণা (CORFU)

৪. মরফোলোজিক্যাল এসেসমেন্ট এর ওপর বাংলা-ডাচ গবেষণা উদ্যোগ

৫. উপকূলীয় এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ বিষয়ক যৌথ উদ্যোগ গবেষণা (Joint Action Research)

৬. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হাইড্রজিওলজিক্যাল প্যারামিটার নির্ধারণ বিষয়ক গবেষনা (দক্ষিণ পূর্ব ও দক্ষিণ পশ্চিম: ফেজ-২)

৭. উপকূলীয় অঞ্চলে উপজেলা ভিত্তিক ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন এবং ভূগর্ভস্থ পানির লেভেল পরিবর্তন বিষয়ক গবেষণা সমীক্ষা।

৮. সিএসআইআরও : সমন্বিত পানি সম্পদ নিরূপনে গবেষণা সমীক্ষা

৯. ২০০৭-২০১২ পর্যন্ত আঞ্চলিক মডেল হালনাগাদকরণ

উল্লেখযোগ্য কর্মশালা

বাংলাদেশের সমন্বিত পানি সম্পদ মূল্যায়ন শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি।

আইডব্লিউএম ম্যানেজমেন্ট কমিটি সদস্যগণ পানি সম্পদ সচিব ড. জাফর আহমেদ খানকে আইডব্লিউএম কার্যালয়ে স্বাগত জানান।

২০১৩-১৪ সালে আইডব্লিউএম এককভাবে এবং সহযোগী হিসেবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালার আয়োজন করে। নিম্নে কতিপয় কর্মশালার তালিকা উল্লেখ করা হলো।

ক্রম	কর্মশালার নাম	অনুষ্ঠানের তারিখ ও স্থান
১	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তরে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ চিহ্নিতকরনে স্থায়ী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক স্থাপন ও গানিতিক মডেল সমীক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পের "খসড়া চুড়ান্ত প্রতিবেদন"	০৮ অক্টোবর ২০১৩, ঢাকা
২	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ডেল্টা ব্যবস্থাপনায় জ্ঞান বিনিময়	৩০ নভেম্বর ২০১৩, ঢাকা
৩	পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, গাইবান্ধা, রংপুর কুড়িগ্রাম, নিলফামারী এবং লালমনিরহাট জেলায় গাণিতিক মডেল সমীক্ষার মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ সম্পদ সমীক্ষা এবং আইআইএস উন্নয়ন (বিএমডিএ ফেজ ২)	২৩ মার্চ ২০১৪, রাজশাহী
৪	'আসন্ন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসহ দক্ষিণ এশিয়ার বর্তমান পানি ব্যবস্থাপনায় সুযোগ ও চ্যালেঞ্জসমুহ মোকাবেলায় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত	২৮-২৯ মার্চ ২০১৪, ঢাকা
৫	বাংলাদেশের সমন্বিত পানি সম্পদ মূল্যায়ন	৭ মে ২০১৪, ঢাকা
৬	নগরাঞ্চলে বন্যা সহিষ্ণুতা বিষয়ক সহযোগিতামূলক গবেষণা (CORFU) প্রকল্প ঃ ঢাকা কেস স্টাডি	২ জুন ২০১৪
৭	সমন্বিত পানি সম্পদ নিরূপণের জন্য বৈশ্বিক ভূ-পর্যবেক্ষণ	৮ জুন ২০১৪, ঢাকা

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

আইডব্লিউএম তার বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তাদেরকে নিয়মিত প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও হালনাগাদ করার জন্য সবসময় সচেষ্ট থাকে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন নিয়মিত কাজের একটি অংশ। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রায় ৩৫টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করে এবং ২ শতাধিক প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তা এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। আইডব্লিউএম এর নিজস্ব প্রশিক্ষক ছাড়াও বুয়েট, এশিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলোজি, থাইল্যান্ড, ড্যানিশ হাইড্রলিক ইন্সটিটিউট, ভারত উক্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

প্রশিক্ষণ শেষে নির্বাহী পরিচালকের কাছ থেকে সনদ গ্রহণ করছেন আইডব্লিউএম এর বিশেষজ্ঞ

মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য কতিপয় উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণের তালিকা

ক্রম	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত জুনিয়র প্রকৌশলীদের গাণিতিক মডেলিং প্রশিক্ষণ	২৪
২	FEFLOW ব্যবহারের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ততা মডেলিং	৭
৩	বেসিক আর্ক-জিআইস এর ওপর প্রশিক্ষণ	১৫
৪	HyPack Software ব্যবহার করে বেথিমেট্রিক সার্ভে	১৪
৫	MIKE21c ব্যবহার করে Storm Surge modeling	১২
৬	MIKE11 NAM এবং Hydrodynamic Modelling	১৮
৭	উচ্চতর আর্ক-জিআইস এর ওপর প্রশিক্ষণ	১৬
৮	ADCP ব্যবহার করে Discharge Measurement এর ওপর প্রশিক্ষণ	১২
৯	পানি সম্পদ নিরূপণে আইসোটোপ টেকনোলোজির ব্যবহার	৭
১০	নদী ভাঙ্গন ব্যবস্থাপনা	১২
১১	হাইড্রলিক অবকাঠামোর নকশা প্রণয়ন	১২
১২	উচ্চতর এক্সেল প্রোগ্রাম এর ব্যবহার	১৬
১৩	Data Assimilation Flood Mapping using MIKE 2014 & Review of MIKE Hydro River	১৩
১৪	পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা	১২

নিজস্ব জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচী ছাড়াও আইডব্লিউএম তার সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/প্রকৌশলীদের জন্য কতিপয় প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করে।

আন্তর্জাতিক সেমিনার / কর্মশালায় অংশগ্রহণ

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে আইডব্লিউএম-এর বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীগণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে Water Management/ Modelling -এর উপর আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করে। দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে ডেনমার্ক, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, নেপাল, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ড, ভারত, জার্মানি, ফ্রান্স, সুইডেন, ইউকে ইত্যাদি।

আইডব্লিউএম এর ২০১৩-১৪ অর্থবছরে পরিচালিত সমীক্ষাসমূহের কিছু চিত্র।

পঞ্চগড়, ঠাকুরগাও, দিনাজপুর এবং জয়পুরহাট জেলায় কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পে টেস্ট ড্রিলিং

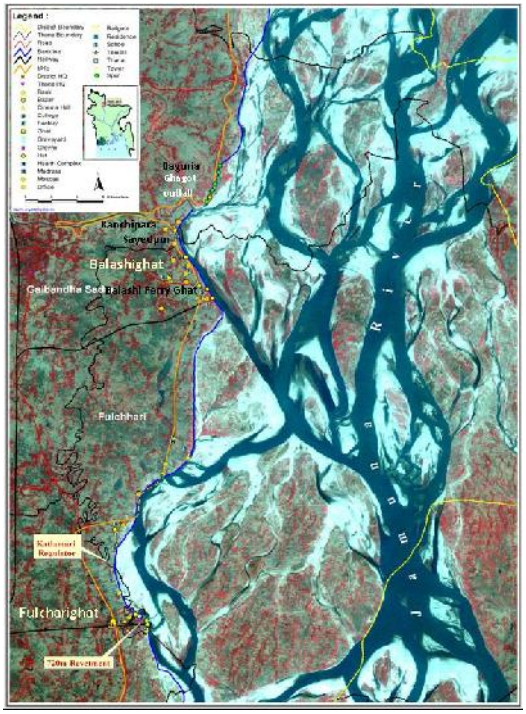

যমুনা নদীর ভাঙন থেকে গাইবান্ধার বাগুড়িয়া, সৈয়দপুর, কাচিপাড়া, বালাশিঘাকে রক্ষার জন্য গাণিতিক মডেল সমীক্ষার হালনাগাদকরণ প্রকল্পের সমীক্ষা এলাকার মানচিত্র

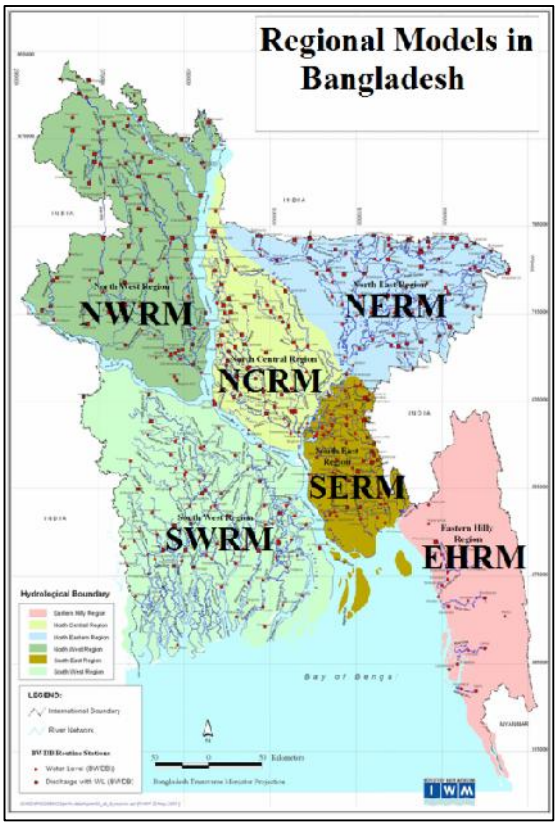

বাংলাদেশের আঞ্চলিক মডেলসমুহ

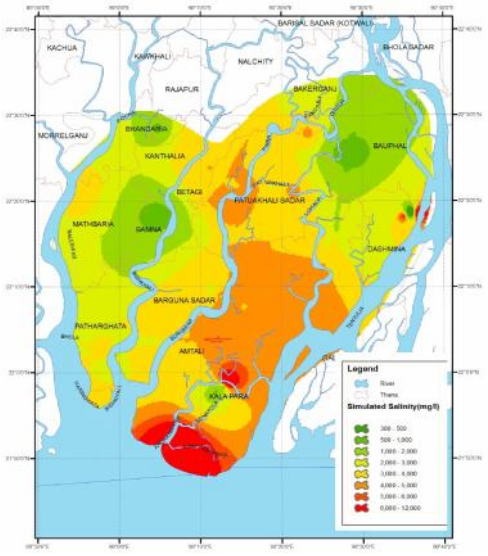

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে উপকুলীয় অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশমাত্রা নিরূপনের জন্য গাণিতিক মডেলিং সমীক্ষা।

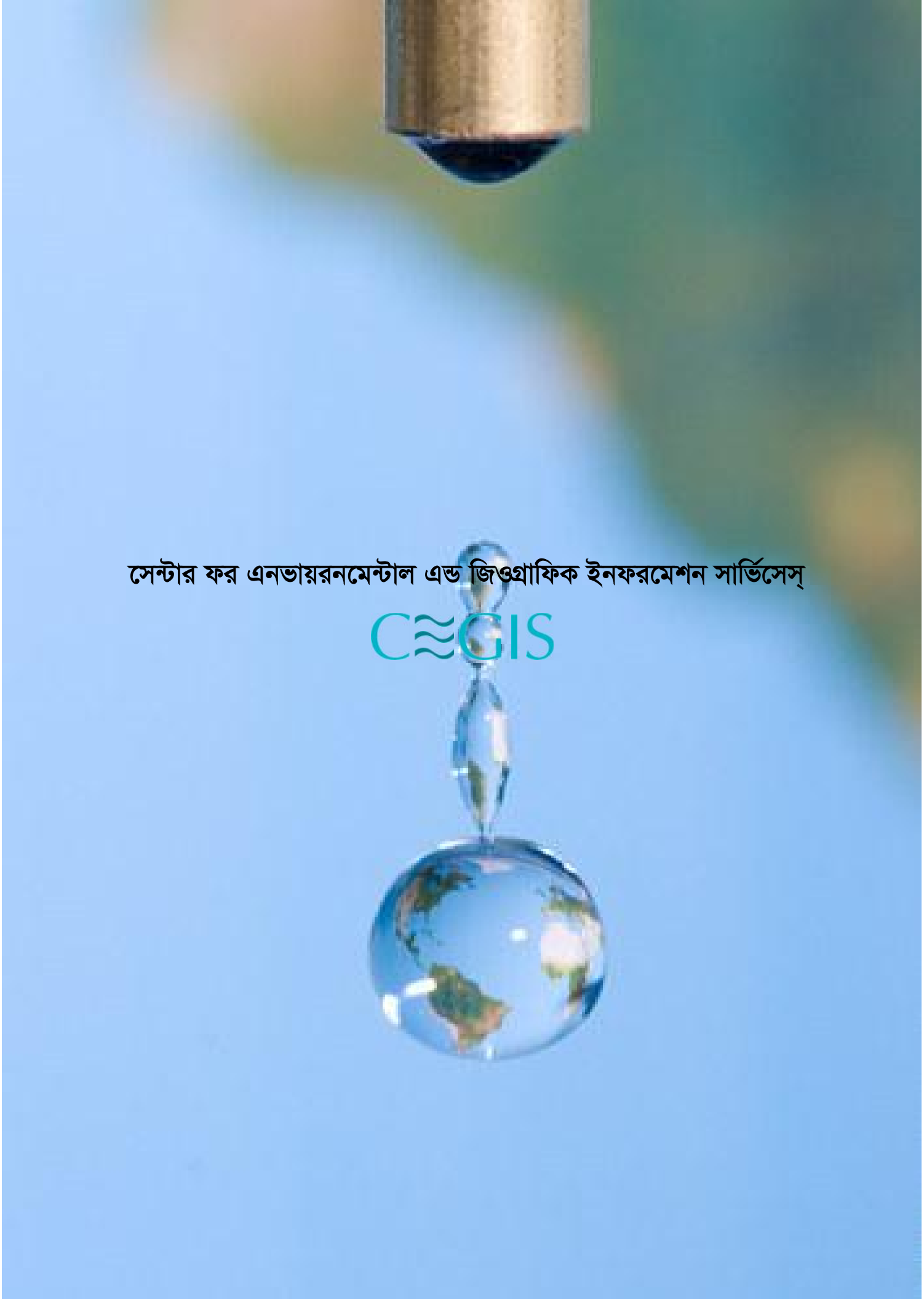

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস্

CEGIS

অষ্টম অধ্যায়
সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস
www.cegisbd.com

পটভূমি

১৯৮৭ এবং ১৯৮৮ এর ভয়াবহ ও দীর্ঘস্থায়ী বন্যার পর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২৬টি বন্যা কর্মপরিকল্পনা (ফ্যাপ) সমীক্ষা প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নেয়। এদের মধ্যে ইউএসএআইডি এর কারিগরি সহায়তায় ১৯৯১-১৯৯৫ সময়ব্যাপি পরিবেশগত সমীক্ষা (ফ্যাপ ১৬) এবং ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি (জিআইএস) সমীক্ষা (ফ্যাপ ১৯) সম্পাদিত হয়। এর পর ফ্যাপ ১৬ ও ফ্যাপ ১৯ একত্রিত করে "দি এনভায়রনমেন্ট এন্ড জিআইএস সাপোর্ট ফর ওয়াটার সেক্টর প্ল্যানিং প্রজেক্ট (ইজিআইএস) প্রকল্প হাতে নেয়া হয় এবং উক্ত দুটি সমীক্ষালব্ধ ফলাফল এবং জ্ঞান সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে নেদারল্যান্ড সরকার ১৯৯৬ হতে প্রকল্পটিতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। পরবর্তীতে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ দক্ষ ও কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনায় বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা প্রদানের জন্য প্রচলিত ইজিআইএস প্রকল্পকে সরকার ২০০২ সালে একটি জাতীয় সম্পদ সিইজিআইএস ট্রাস্ট এ রূপান্তরিত করে।

পাবলিক ট্রাস্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০০২ সালের মে মাসে সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস নামক পাবলিক ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা পানি সম্পদ খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের "দি এনভায়রনমেন্ট এন্ড জিআইএস সাপোর্ট ফর ওয়াটার সেক্টর প্ল্যানিং প্রজেক্ট"-কে একটি স্থায়ী সংস্থায় রূপান্তরের জন্য সরকারের অনুমোদনক্রমে দি ট্রাস্টস এ্যাক্ট ১৮৮২ এর আওতায় পাবলিক ট্রাস্ট হিসাবে সিইজিআইএস পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিবন্ধিত হয়। সিইজিআইএস পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি অছি পরিষদ (বোর্ড অব ট্রাস্টিজ) দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব অছি পরিষদের সভাপতি এবং অন্যান্য ট্রাস্টিগণ হলেন- মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড; মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা; মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর; মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর; চেয়ারম্যান, মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা; চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ; চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ; বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পরিবেশ এবং পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের একজন বিশেষজ্ঞ; আইইউসিএন এর বাংলাদেশ কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি এনজিও। এছাড়া সিইজিআইএস বাংলাদেশ সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য এবং আইইউসিএন বাংলাদেশের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। সর্বোপরি, সিইজিআইএস এর নির্বাহী পরিচালক যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের প্রকৌশলী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

অধিক্ষেত্র

সিইজিআইএস বৈজ্ঞানিকভাবে বাংলাদেশের একমাত্র মৌলিক সংস্থা যা ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি (জিআইএস), দূর অনুধাবন (আরএস) উপাত্ত (স্যাটেলাইট চিত্র), তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) এবং উপাত্তভান্ডার (ডাটাবেইস) ব্যবহার করে পানি, ভূমি, বায়ু, গ্যাস, খনিজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ এবং কৃষি, মৎস্য, সড়ক ও নৌ-পরিবহন, প্রকৌশল, বন, পরিবেশ, সামাজিক ইত্যাদি খাতের সমন্বিত পরিবেশগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই (আইইই), পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ), সামাজিক প্রভাব নিরূপণ (এসআইএ), ট্রাফিক চলাচলের প্রভাব সমীক্ষা (টিআইএ), পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি), পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএমএফ), পরিবেশগত এবং সামাজিক পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, রিসেটেলমেন্ট কর্মপরিকল্পনা, ইত্যাদি সম্পাদন করে। এছাড়াও সিইজিআইএস সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য বিশ্লেষণমূলক ফ্রেইমওয়ার্ক প্রস্তুত, জিআইএস এবং আরএস ব্যবহার করে বন্যা ও বন সম্পদের পরিবীক্ষণ, খরা নিরূপণ এবং

পরিবীক্ষণ, নদীর প্ল্যানফর্ম পরিবর্তন, নদী ভাঙ্গন এবং ভূমি ক্ষয় নিরূপণ, বন্যার ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, ভূমি ব্যবহার এবং নগর পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য ভূ-তলীয় বিশ্লেষণ, ইত্যাদি সম্পাদন করে থাকে। পানি সম্পদ খাতের প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা, ডিজাইন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণের জন্য এটি বৃহৎ উপাত্তভান্ডার যেমন:- জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি), সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ উপাত্তভান্ডার (আইসিআরডি), মেটা ডাটাবেইস, ওয়েবভিত্তিক ভূ-তলীয় উপাত্ত ভান্ডার, ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (এমআইএস) এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহায়ক পদ্ধতি (ডিএসএস) প্রস্তুত করে থাকে।

কাজের পরিসর

সিইজিআইএস-এর কারিগরি, বিশেষজ্ঞ বিষয়ক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজসমূহ নিম্নরূপঃ

প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ	জিআইএস ও আরএস	ডাটাবেইস ও আইটি
• মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন • প্রাক- সম্ভাব্যতা ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন • পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ • প্রতিবেশগত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন • পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পরিবীক্ষণ • সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন • আর্থ-সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সমীক্ষা সম্পাদন • নদীর মরফোলজি, কৃষি, মৎস্য, বন ও পানিসম্পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ সেবা • প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা/সমীক্ষা সম্পাদন • জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব নিরূপণ ও অভিযোজন পরিকল্পনা প্রস্তুত • জলবায়ু টেকসই ও জলবায়ু সহিষ্ণু সমীক্ষা • পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান	• ম্যাপিং ও ইমেইজ প্রক্রিয়াকরণ • ডিজিপিএস ও জিপিএস জরিপ • স্প্যাশাল মডেলিং • দুর্যোগ পরিবীক্ষণ ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ • প্রাকৃতিক সম্পদ নিরূপণ ও ভূমি ব্যবহার পরিবীক্ষণ • জিআইএস ও আরএস ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান	• ডাটাবেইস ও এমআইএস ডিজাইন ও উন্নয়ন • Web-enabled GIS-based MIS ও ডাটাবেইস প্রস্তুতি • ডাটা রিপোজিটরি তৈরি • আইটি সমাধান, সফটওয়্যার ডিজাইন, তৈরী ও বাস্তবায়ন • WEB পোর্টাল উন্নয়ন • উপাত্তের মান প্রমিতকরণ ও নির্দেশমালা প্রস্তুতকরণ • ডাটাবেইস ও আইটি-র উপর প্রশিক্ষণ প্রদান

এছাড়া সিইজিআইএস যৌথভাবে গবেষণা পরিচালনার জন্য স্বনামধন্য দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করেছে। সিইজিআইএস এ পরিচালিত এরুপ গবেষণার ফলশ্রুতিতে এ পর্যন্ত দুটি পিএইচডি ডিগ্রী অর্জিত হয়েছে।

জনবল

বর্তমানে সিইজিআইএস-এর সর্বমোট জনবল ২৪৫ জন। এদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ২১৬ জন বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা রয়েছেন। সিইজিআইএস এর রয়েছে মৎস্য, অর্থনীতি, কৃষি, সমাজতত্ত্ব, পানিবিজ্ঞান, পানি সম্পদ পরিকল্পনা, পুরকৌশল, জীববিজ্ঞান, পরিবেশ, প্রতিবেশ, নদী গঠনপ্রকৃতি ও প্ল্যানফর্ম, ভূ-গর্ভস্থ পানি, মাটি, পানি সম্পদ কৌশল, পানির গুণগতমান, প্রতিষ্ঠান, পরিবেশ আইন, জিআইএস, আরএস, ডাটাবেজ, প্রোগ্রামিং, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি প্রায় ৩০টি বিভিন্ন পেশা ও বিষয়ভিত্তিক বিজ্ঞানী এবং প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কারিগরি বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত দল। অত্যাধুনিক কম্পিউটার এবং জিআইএস ও আরএস সফট ওয়্যার ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞগণ নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস এর জনবলের বিবরণঃ

শ্রেণি	বর্তমানে কর্মরত
বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা	২১৬ জন
সাপোর্ট ও অন্যান্য স্টাফ	২৯ জন
মোট	২৪৫ জন

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে চলমান প্রকল্পসমূহের তালিকা

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্প

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম
১	বন্যা ও নদীতীর ভাঙ্গন ব্যবস্থাপনা
২	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যত দৃশ্যকল্প বা Scenario develop এর জন্য বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম
৩	বাংলাদেশের অভ্যন্তরে লোনা পানি প্রবেশের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম
৪	পরিবেশ অধিদপ্তরের জন্য ওয়েবভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত তথ্য ভান্ডার তৈরী ও তা হালনাগাদকরণ
৫	কৃষি, পানিসম্পদ ও খাদ্য নিরাপত্তায় জলবায়ু পরিবর্তনের অর্থনৈতিক প্রভাব নিরূপন এবং মৌসুমী ও মধ্যমেয়াদী পূর্বাভাস প্রদানের ক্ষেত্রে অভিযোজনের কার্যকারীতা সমীক্ষা
৬	মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ইনিশিয়েটিভ এর জন্য বাংলাদেশ সল্ট আয়োডাইজেশন ইনফরমেশন সিস্টেম (BSIIS) এবং লবণ শিল্পের জন্য জিআইএস ভিত্তিক তথ্য পদ্ধতি ও সফ্টওয়্যার প্রস্তুতকরণ কার্যক্রম
৭	ফসল উৎপাদনে ভূমির উৎপাদনশীলতার মাধ্যমে দেশের প্রধান প্রধান শস্য বিন্যাসের আওতায় খামার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভৌগলিক তথ্য পদ্ধতি এর প্রয়োগ কার্যক্রম
৮	জিওস্পেশাল প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশে বাণিজ্যিক পোল্ট্রি ফার্ম সমূহের অবস্থান ও অন্যান্য তথ্য সম্বলিত ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (MIS) এবং ডাটাবেজ গঠনের কার্যক্রম
৯	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC) এর গভীর নলকূপ এবং অগভীর নলকূপের Zone of Influence নির্ণয় সমীক্ষা
১০	বর্জ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ এবং কম্পোস্ট প্ল্যান্ট প্রস্তুতের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা
১১	মোবাইল ফোন অপরেটরের রবি এর জন্য ডিজিটাল জিও-স্পেশিয়াল মানচিত্র প্রণয়ন
১২	পরিবেশ অধিদপ্তরের জন্য ডিজিটাল ম্যাপ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম
১৩	ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্পের জিওমরফোলজিক্যাল, প্ল্যানফর্ম সমীক্ষাসহ পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা
১৪	প্রস্তাবিত পদ্মা সেতুর মরফোলজী বিষয়ে সমীক্ষা
১৫	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে ফসল রক্ষা করা এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আগাম সর্তকতা এবং কৃষি জলবায়ু সম্পর্কিত পূর্বাভাস পদ্ধতির উন্নতিকরণ কার্যক্রম
১৬	কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার সুনির্দিষ্ট এলাকার পানির আর্সেনিক ও আয়রণ অপসারণ পদ্ধতির প্রয়োগের পাইলট সমীক্ষা
১৭	UNDP এর প্রকল্পে পরামর্শক সেবা প্রদান কার্যক্রম
১৮	প্রস্তাবিত ব্রাহ্মণবাড়িয়া-নবীনগর-নরসিংদী ১৩২ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা
১৯	ট্রেন্ড এনালাইসিসের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের বিপন্নতা ও সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা নিরূপনের সমীক্ষা
২০	ভূমি মন্ত্রণালয়ের জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্প (প্রথম পর্যায়) এর জন্য স্যাটেলাইট চিত্র ব্যবহার করে ভূমি ব্যবহার মানচিত্র প্রণয়ন কার্যক্রম
২১	সুনামগঞ্জের করচার হাওর অঞ্চলে পাহাড়ী ঢলের বিষয়ে আগাম সতর্কতা বিষয়ক সমীক্ষা
২২	ডেসকোর আওতায় নির্মিতব্য ১৩২/১০০ কেভি গ্রিড সাবষ্টেশনের বর্ধিতকরণ ও পুনর্বাসনের প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই ও পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা
২৩	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন এর সিরাজগঞ্জ এ অবস্থিত এপিআই (একটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট) শিল্প পার্কের ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ ও অন্যান্য কার্যক্রম
২৪	কৈলাশটিলা গ্যাস ক্ষেত্রের তৈল/গ্যাস উত্তোলনের Appraisal cum Development বিষয়ে পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা
২৫	আশুগঞ্জ-ভুলতা ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা কার্যক্রম

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম
২৬	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের খুলনা-যশোর ড্রেনেজ পুনরুদ্ধার প্রকল্পের পরিবেশগত, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সমীক্ষা
২৭	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২৬টি প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা
২৮	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রাজের-কোটালীপাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন এবং সেচ প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা
২৯	মাদারীপুর-চরমুগুরিয়া-টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ নদীপথের ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় ড্রেজিং ভলিউম নিরূপন, ড্রেজ স্পয়েল ব্যবস্থাপনা এবং এ কার্যক্রমের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা
৩০	বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরের জন্য বিশেষ সফ্টওয়্যার ও ওয়েব সাইট তৈরী, সার্ভার ও নেটওয়ার্ক স্থাপনে সহায়তা প্রদান ও রক্ষণাবেক্ষণ
৩১	সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয় তথ্য সংগ্রহের নিমিত্তে বাংলাদেশের হাওর অঞ্চল জরিপ
৩২	বন্যা সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলা ডাচ্ উদ্যোগ
৩৩	বাংলাদেশ বন বিভাগের প্রয়োজন মোতাবেক এমআইএসটি সফ্টওয়্যার প্রস্তুতকরণ
৩৪	পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের লক্ষে বাংলাদেশের হাওর অঞ্চলে জরিপ (মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা)
৩৫	প্রস্তাবিত রেলট্র্যাক নির্মানে প্রধান নদীগুলোর জলজ কারিগরী বিষয়ক তদন্তে সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন নদীর মরফোলজিক্যাল বিশ্লেষণ
৩৬	আয়তন বিশ্লেষণের ভিত্তিতে যমুনা, পদ্মা, মেঘনা ও আঁড়িয়াল খা নদীর কার্যকর ড্রেজিং নিশ্চিতকরণ
৩৭	যমুনা, গঙ্গা, পদ্মা ও মেঘনার নদীর পাড় ভাঙ্গন এর পূর্বাভাস
৩৮	রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে জিও-মরফোলজিক্যাল অনুসন্ধান ও প্ল্যানফর্ম বিশ্লেষণ এবং গড়াই নদী পুনরুদ্ধার কর্ম পরিকল্পনার উপর পরিবেশগত ও সামাজিক সমীক্ষা
৩৯	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জন্য মুহুরী অববাহিকায় হাইড্রোলজিক্যাল সমীক্ষা
৪০	প্রস্তাবিত চন্দ্রঘোনা রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি ১৩২৩ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন কর্ম পরিকল্পনার প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন
৪০	উপকূলবর্তী অঞ্চলের ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত মানচিত্র প্রস্তুতকরণ
৪১	প্রস্তাবিত ময়মনসিংহ ঘাটাইল টাঙ্গাইল ১৩২ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন এর প্রাথমিক পরিবেশগত মূল্যায়ন এবং পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন
৪২	কালনী নদীর উপর সেতু এবং মদনপুর এবং সুনামগঞ্জ-মদনপুর-দিরাই-শাল্লা-আজমিরীগঞ্জ-হবিগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কে প্রস্তাবিত সংযোগ সড়কের হাইড্রোজিক্যাল সমীক্ষা, গণিতিক মডেল ব্যবহার করে মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা, পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন এবং পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা তৈরীকরণ
৪৩	বাংলাদেশের জলবায়ু সম্পর্কিত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় যথাযথ কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের ঝুঁকি, স্থানীয় অভ্যাস, সম্ভাব্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন (CCA) এবং দুর্যোগ ঝুঁকি কমানোর (DRR) বিকল্প সনাক্তকরণ সমীক্ষা
৪৪	নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলাস্থ চলনবিলে ছোট দেশীয় সনাতন প্রজাতির (SIS) মাছের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সমীক্ষা
৪৫	রাওয়া বিল ও টাঙ্গুয়ার হাওড়ের মাছের জীব বৈচিত্র্য ও জেলে সম্প্রদায়ের জীবিকার উপর মাছ অভয়াশ্রমের প্রভাব মূল্যায়ন
৪৬	বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়নের উপর গবেষণা
৪৭	বিভিন্ন কৃষি পরিবেশগত জোন (AEZ) এ কৃষি ও পানি ব্যবহার এর উপর গৃহস্থালি জরিপের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন সংক্রান্ত সমীক্ষা
৪৮	নদীতীর উন্নয়ন প্রোগ্রামের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই এবং বিস্তারিত প্রকৌশল নকশা প্রণয়ন ও রাডারস্যাট ম্যাপিং
৪৯	আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ এর প্রস্তাবিত স্থায়ী ক্যাম্পাস এর প্রয়োজন ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (EIA) এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (SIA)
৫০	বদ্বীপ বিষয়ক জাতীয় সংলাপ আয়োজন
৫১	যান্ত্রিকীকরণ ও সেচ ইনিশিয়েটিভ কার্যক্রম উন্নত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল এর FINNMAP ডিজিটাল করার জন্য জিআইএস সহায়তা প্রদান

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে চলমান প্রকল্প

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম
১	ভারতের প্রস্তাবিত টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ (বহুমুখী) প্রকল্পের বাংলাদেশ-ভারত যৌথ সমীক্ষায় যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশকে সহায়তা কার্যক্রম
২	বাংলাদেশের জন্য ফসল টাইপোলজী (Typology) প্রস্তুতকরণ কার্যক্রম
৩	বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং আঞ্চলিকভাবে ফসল উৎপাদনের পূর্বাভাস প্রদানের ক্ষেত্রে Toolkit এর প্রয়োগের মূল্যায়ন সমীক্ষা
৪	দেশে টেকসই ধান উৎপাদনের উপর জলবায়ু পরির্বনের প্রভাব, বিপন্নতা এবং অভিযোজন কার্যক্রমের কার্যকারীতা সমীক্ষা
৫	জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেজের তথ্য হালনাগাদকরণ
৬	পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী বাংলাদেশ এর আওতায় প্রস্তাবিত ৪০০/২৩০/১৩২ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা কার্যক্রম
৭	কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনায় প্রকল্পের সামাজিক প্রভাব নিরূপন এবং ভিলেজ প্লাটফর্ম তৈরীর কার্যক্রমে পরামর্শক সেবা প্রদান
৮	বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রস্তাবিত আখাউড়া- লাকসাম রুটে ডাবল লাইন নির্মাণ এবং দোহাজারী-রামু-কক্সবাজার এবং রামু-গুনদুম (মিয়ানমার সীমান্ত সংলগ্ন) রুটে নতুন লাইন স্থাপনের কার্যক্রমে সোশ্যাল সেফগার্ড প্ল্যান প্রস্তুতকরণ কার্যক্রম
৯	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তিস্তা ব্যারেজ ২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় পানি নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার জন্য গানিতিক মডেল এর সহায়তায় নক্শা প্রণয়নসহ ভূ-গর্ভস্থ পানি সমীক্ষা এবং টপোগ্রাফিক সার্ভে বিষয়ক কার্যক্রম
১০	মহেশখালীর কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই ও পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা কার্যক্রম
১১	চাপাইনবাবগঞ্জের প্রস্তাবিত ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্পের এবং ঘোড়াশাল গ্যাসফিল্ড বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৩য় ইউনিটের রি-পাওয়ারিং প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা
১২	বাংলাদেশে জলবায়ু সহিষ্ণু গ্রাম (Climate Smart Village) বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
১৩	তিস্তা অববাহিকার ফসল উৎপাদন ও গ্রামীণ অর্থনীতির উপর তিস্তা নদীর হ্রাসকৃত পানি প্রবাহের প্রভাব নির্ণয়ে সমীক্ষা
১৪	বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রকল্প কার্যালয়ে (BanDuDeltaAs) কারিগরী ও পেশাগত সেবা প্রদান
১৫	বন্যা ঝুঁকি, শহুরে প্রবৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সক্রিয়তার প্রেক্ষাপটে সহিষ্ণু অভিযোজন সমীক্ষা
১৬	সুন্দরবন ইকোসিস্টেমের পরিবেশগত প্রবাহ (e-flow) নির্ণয়ের পদ্ধতি উদ্ভাবনে যৌথ পাইলট গবেষণা কার্যক্রম
১৭	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অভিযোজনের অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন
১৮	সীমান্তবর্তী অঘোষিত এবং অচিহ্নিত নদীসমূহের সনাক্তকরণ এবং যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর জন্য এ বিষয়ে পজিশন পেপার প্রস্তুতকরণ
১৯	বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন সম্পর্কিত ডেল্টা এ্যাটেলিয়ারস সেবা, ক্লাইমেট এটলাস ও জিওপোর্টাল প্রস্তুতকরণ
২০	বৃহত্তর ঢাকার বন্যা ঝুঁকি নিরসনে উদ্ভাবনী সমীক্ষা
২১	মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির জন্য মাইক্রোফিন্যান্স ইনফরমেশন ও ড্যাটাবেইজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রস্তুতকরণ
২২	দক্ষিণ এশিয়ায় রানঅফ্ সিনারিও তৈরী ও পানিভিত্তিক অভিযোজন কৌশল বিষয়ে সমীক্ষা
২৩	চট্টগ্রামের বোয়ালখালী ও কর্ণফুলী নদী এবং রাইখোলা খালের বাম ও ডান তীরের নদীতীর সংরক্ষণ কার্যক্রমের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা
২৪	ঢাকা ওয়াসার নিম্নআয়ের গ্রাহকদের উন্নতমানের সেবা প্রদানের পরিকল্পনা প্রণয়নে কারিগরী সহায়তা প্রদান কার্যক্রম
২৫	বন অধিদপ্তরের জন্য ওয়েবভিত্তিক বন্যপ্রাণী সম্পর্কিত অপরাধ এর তথ্যভাণ্ডার এবং বন্যপ্রাণী সম্পর্কিত অপরাধ পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রস্তুতকরণ
২৬	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের মুন্সীগঞ্জের এপিআই (একটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট) শিল্পপার্ক স্থাপনে টপোগ্রাফিক সার্ভে ও অন্যান্য কার্যক্রমে সহায়তাকরণ
২৭	কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ এর গ্যাস পাইপলাইন এবং গ্যাস এর অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য জিআইএসভিত্তিক ডিজিটাল মানচিত্র প্রণয়ন
২৮	পানি সংরক্ষণাগার সনাক্তকরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে পানি প্রাপ্যতা নির্ণয়ে জিওস্পেশাল (Geospatial) তথ্যভাণ্ডার ও তথ্য সিস্টেম প্রণয়ন

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম
২৯	জনবহুল বদ্বীপের জনগণের স্বাস্থ্য, জীবিকা, ইকোসিস্টেম সার্ভিস ও দারিদ্র হ্রাসে সমীক্ষা পরিচালনা
৩০	সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জসমূহের আলোকে বিভিন্ন দৃশ্যকল্প (সিনারিও) প্রস্তুতকরণ
৩১	দেশের ২৪টি নৌপথের মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা, গাণিতিক মডেল প্রণয়ন, পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা এবং পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা
৩২	মংলা-ঘাসিয়াখালী নৌপথ পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা ও মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা
৩৩	নদীতীর সংরক্ষণ কর্মসূচীর সম্ভাব্যতা পরীক্ষা ও বিস্তারিত প্রকৌশল ডিজাইনের আলোকে নদীর মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা
৩৪	ভারতের বিহারে অবস্থিত কোশী নদীর অববাহিকায় কোশী নদীর আচরণ (Behavior) বিশ্লেষণ
৩৫	চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে প্রস্তাবিত ৬৬০ মেগাওয়াটের দুইটি কয়লাভিত্তিক থারমাল বিদ্যুত কেন্দ্র নির্মাণের প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা
৩৬	বাগেরহাটের মংলাস্থ চিলায় এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন লিঃ এর প্রস্তাবিত কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট ও এলপিজি বোতলজাতকরণ প্ল্যান্ট নির্মাণের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা
৩৭	শাহ্জিবাজার ৩৩০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স পরিবীক্ষণ
৩৮	টাঙ্গুয়ার হাওরে পাহাড়ী ঢলের পানির উচ্চতা মাপার সেন্সর যন্ত্র স্থাপনের বিষয়ে পরামর্শক সেবা
৩৯	৪০০/২৩০/১৩২ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন স্থাপনের প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই, পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা ও রিসেটেলম্যান্ট প্ল্যান প্রস্তুতকরণ
৪০	ঢাকা ওয়াসার বিভিন্ন সম্পাদিত প্রকল্পের গুণগতমান ও ভৌত অবস্থান পরিবীক্ষণ
৪১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ব্লু গ্লোল্ড প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা
৪২	ভূমি মন্ত্রণালয়ের জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর জন্য উপগ্রহ চিত্র ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার মানচিত্র প্রণয়ন কার্যক্রম
৪৩	বিটিএস কভারেজ প্ল্যান (৯ম পর্যায়) এর জন্য জিওমার্কেটিং সার্ভে পরিচালনা
৪৪	ব-দ্বীপ বিপন্নতা ও জলবায়ু পরিবর্তন মাইগ্রেশন ও অভিযোজন প্রকল্পের সমীক্ষা
৪৫	দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জলাবদ্ধতা কবলিত এলাকার মানচিত্র প্রণয়নে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) কে কারিগরী সহায়তা প্রদান
৪৬	নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্পের রিসেটেলম্যান্ট অ্যাকশন প্ল্যান তৈরীর জন্য জরিপ পরিচালনা কার্যক্রম
৪৭	পোল্ডার ৩৬/১ পূনর্বাসন কার্যক্রমের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা
৪৮	১৩২০ মেগাওয়াট খুলনা কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিবেশগত পরিবীক্ষণ
৪৯	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাণ্ডের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৩০টি বিভিন্ন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা
৫০	বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রণয়নে চারটি থিমের পরামর্শক সেবা প্রদান
৫১	বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্পের (১ম ও ২য় পর্যায়) পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা
৫২	সাউথটাউন আবাসিক প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা
৫৩	ডেল্টা প্ল্যান এ অর্থায়নের বিষয়ে জাতীয় সংলাপ অনুষ্ঠান
৫৪	রিভার ভিউ, বসুন্ধরা গ্রীন সিটি ও বসুন্ধরা সিটি ভিউ আবাসিক প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা, ট্রাফিক চলাচলের প্রভাব সমীক্ষা ও ওয়াটার মডেলিং সম্পন্নকরণ
৫৫	ডেসকো এলাকার জন্য প্রস্তাবিত ১৩২/১৩৩/১১ কেভি গ্রীড সাবষ্টেশন নির্মাণ এবং ডেসকোর বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের সম্ভাব্যতা বৃদ্ধি ও পূনর্বাসন প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা কার্যক্রম

সিইজিআইএস কর্তৃক ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন ১০টি গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা/গবেষণা প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(ক) কালনি-কুশিয়ারা নদী খনন প্রকল্পের সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামঈন ও অষ্টগ্রাম উপজেলা থেকে প্রবাহিত কালনি-কুশিয়ারা নদী খনন পাইলট প্রকল্পের আওতায় ১৪.৯৬ কি. মি. নদী খনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সিইজিআইএস এ প্রকল্পের সামাজিক প্রভাব সমীক্ষ পরিচালনা করছে। এর মাধ্যমে নদীর উভয় তীরে নদী খননকৃত পলিমাটি দ্বারা পার্শ্ববর্তী নির্বাচিত গ্রামগুলির গ্রামীণ প্রাঙ্গণ তৈরী করা হবে। বসতবাড়ী সংলগ্ন গ্রামীণ প্রাঙ্গণ তৈরী করা এবং এ গ্রামীণ প্রাঙ্গন ব্যবস্থাপনা করার জন্য সিইজিআইএস স্থানীয়ভাবে গ্রামীণ প্রাঙ্গণ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করেছে। এ গ্রামীণ প্রাঙ্গণ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে গ্রামের সবাই সদস্য বলে বিবেচিত হবেন। ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী কমিটি মূলতঃ এ প্রাঙ্গণ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছেন। পাশাপাশি তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা কমিটি কার্যকরী কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করছে। গ্রামীণ প্রাঙ্গণ ব্যবস্থাপনা কমিটি স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ, বাপাউবো, IWM, ড্রেজার পরিদপ্তর এবং সিইজিআইএস এর প্রতিনিধিবৃন্দ একসাথে আলোচনার মাধ্যমে ড্রেজিং কার্য পরিচালনা করছে। এ পাইলট প্রকল্পের কাজ মার্চ ২০১৫ এর মধ্যে শেষ হবে।

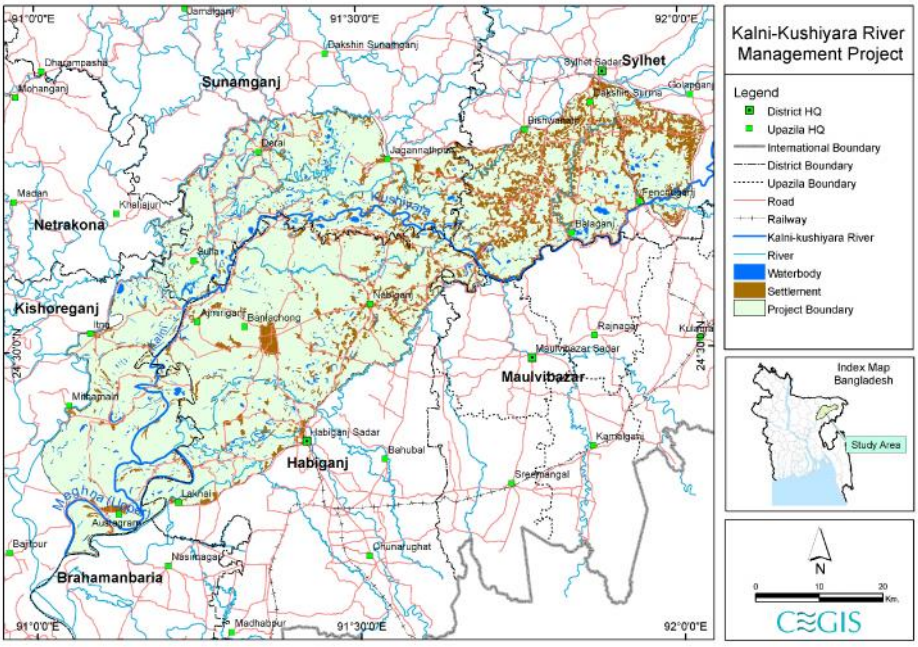

প্রকল্প এলাকার মানচিত্র

(খ) চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে প্রস্তাবিত প্রতিটি ৬৬০ মেগাওয়াটের দুইটি কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড দেশে বিদ্যুৎ স্বল্পতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন জ্বালানী (কয়লা, গ্যাস ও তেল) ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি বাস্তবায়নের কাজও শুরু হয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি প্রকল্প হলো এস আলম গ্রুপ এবং বিদেশী কোম্পানীর যৌথ উদ্যোগে চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে প্রস্তাবিত ২ টি (প্রতিটি) ৬৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লাভিত্তিক থারমাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প। এ প্রকল্পের প্রাথমিক

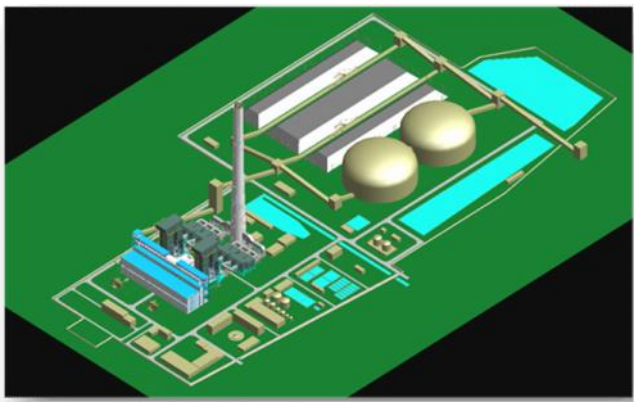

প্রস্তাবিত কয়লাভিত্তিক থারমাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র এর স্কেচ চিত্র

পরিবেশগত যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন সমীক্ষা পরিচালনা করার জন্য সিইজিআইএস কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সিইজিআইএস-এর বিশেষজ্ঞ দল এ লক্ষ্যে প্রকল্পটির বিভিন্ন পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক বিষয় পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপর কি প্রভাব পড়তে পারে তা সরেজমিনে নিরূপনে ব্যপৃত রয়েছেন। প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তা থেকে কোন বিরূপ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা থাকলে তা প্রতিকারে কি কি করণীয় হতে পারে তাও প্রতিবেদন আকারে পেশ করা হবে। ইতোমধ্যে প্রকল্পটির প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই (IEE) প্রতিবেদন এস আলম গ্রুপের নিকট প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন সমীক্ষা (EIA) প্রণয়ন প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে যা সমাপনান্তে ক্লায়েন্টের নিকট প্রেরণ করা হবে।

(গ) ডেভেলপমেন্ট অব জিওস্পেশাল ডাটাবেইস এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম ফর পটেন্সিয়াল ওয়াটার হার্ভেষ্টিং স্টোরেজ

নেপালস্থ SERVIR, Himalaya ও International Center for Intigreted Mountain Development (ICIMOD) যৌথভাবে Development of Geospatial Database and Information System to Identify Potential Water Harvesting Storages and Climate Change Impacts on Water Availability বিষয়ে একটি প্রকল্পে বাংলাদেশ থেকে সিইজিআইএস কে সম্পৃক্ত করে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে হিন্দুকূশ-হিমালয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে টেকসই পাহাড় উন্নয়ন কার্যক্রমে জিওস্পেশাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে একটি সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা এবং এ বিষয়ে সদস্য দেশগুলোর প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। জুলাই ২০১৪ থেকে শুরু হয়ে ১১ মাস ব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য এ সমীক্ষায় সিইজিআইএস, SERVIR-Himalaya ও ICIMOD সমন্বিতভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। এরই অংশ হিসেবে খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার প্রায় ৮০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় অবস্থিত পাহাড়ী বনাঞ্চল, নদীনালা ও ছড়া প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। বিশেষ করে পাহাড়ী অঞ্চলে ভূমি ক্ষয়, বন উজাড় এবং অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশ তথা সুপেয় পানির প্রাপ্যতা কিভাবে প্রভাবিত হচ্ছে তা এ সমীক্ষার মাধ্যমে জানা যাবে। সর্বোপরি এ অঞ্চলে সম্ভাব্য জলাধার চিহ্নিত করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাবের আলোকে ২১০০ সাল নাগাদ কি পরিমান পানি পাওয়া যেতে পাওে তা জিওস্পেশাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নির্ণয় করা হবে। পরবর্তীতে এ সম্পর্কিত একটি জিআইএস ভিত্তিক মানচিত্র প্রণয়ন করা হবে যা ওয়েবসাইট এ প্রকাশিত হবে ।

এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে উপগ্রহ চিত্র, টপোগ্রাফিক ম্যাপ, ভূমি ব্যবহার মানচিত্র এবং নদী, রাস্তা, বাড়ীঘর ইত্যাদি তথ্যের আলোকে প্রকল্প এলাকায় একটি বেইজ ম্যাপ বা ভিত্তি মানচিত্র তৈরী করা হয়েছে। জিআইএস প্রযুক্তির সহায়তায় এ এলাকায় একটি ভূমি ব্যবহার ম্যাপ ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে যেখানে স্থাপনা, কৃষি জমি, পতিত জমি, জুম চাষ এলাকা, বিভিন্ন ধরণের বনাঞ্চল, নদী ও অন্যান্য পানির উৎস প্রভৃতি চিহ্নিত করা হয়েছে। ASTER-DEM ও টপোগ্রাফিক মানচিত্র ব্যবহার করে অববাহিকা বা ক্যাচমেন্ট এর সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং চিহ্নিত অববাহিকায় বৃষ্টিপাত ও অন্যান্য পানি সম্পর্কিত তথ্যাদির প্রাক্কলন করা হয়েছে। এ সকল তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করে ঐ এলাকার পানির চাহিদা নির্ণয় করা হবে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাত্ত পরিবর্তিত হলে তা ঐ অঞ্চলে ভবিষ্যৎ পানি প্রাপ্যতায় কি প্রভাব ফেলবে তাও বিশ্লেষণ করা হবে। সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত ও জিআইএস-ভিত্তিক প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডসহ সরকারী/বেসরকারী যে কোন সংস্থার পরিকল্পনা প্রণয়নে বর্ণিত তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করে কাঙ্খিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইতিবাচক সহায়তা পাওয়া যাবে।

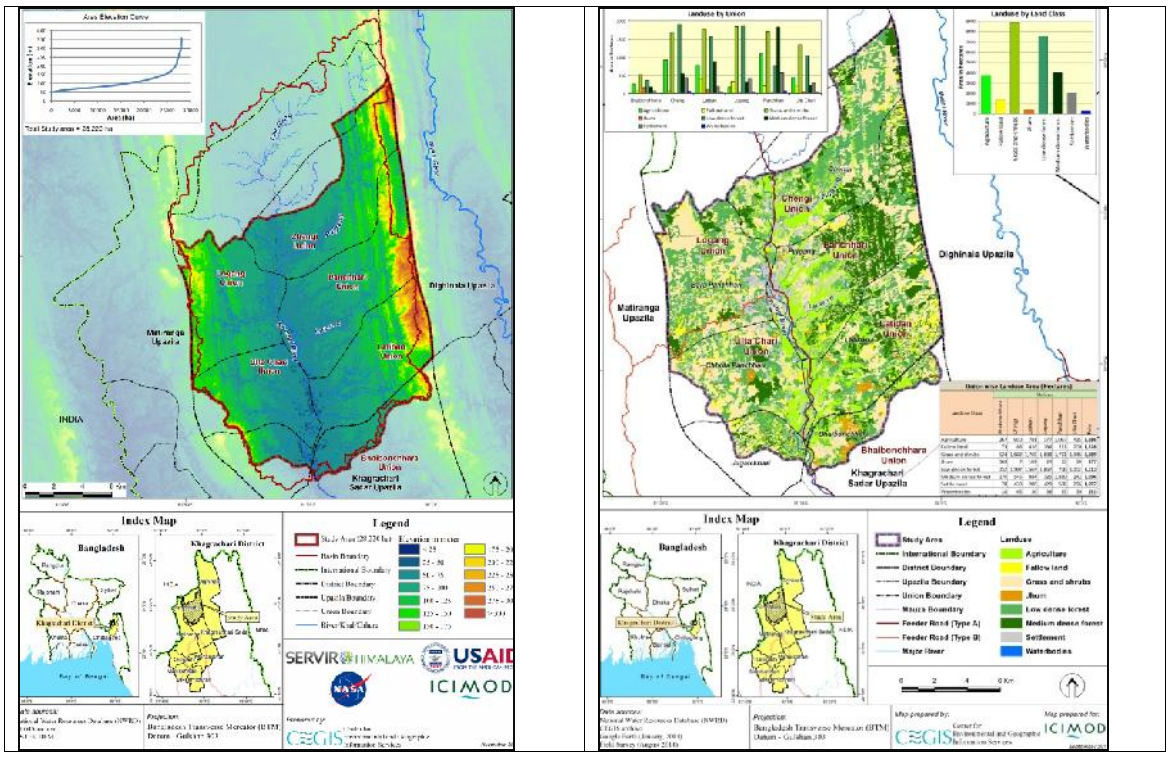

ডিজিটাল এলিভেশন মানচিত্র (বামে) ও ভূমি ব্যবহার মানচিত্র (ডানে)।

(ঘ) মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (MRA) এর জন্য মাইক্রোফাইন্যান্স ইনফরমেশন সিস্টেম প্রস্তুতকরণ

দেশের মাইক্রোফাইন্যান্স সেক্টরের জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি সরকারের রাজস্ব বাজেটের সহায়তায় একটি মাইক্রোফাইন্যান্স ইনফরমেশন ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রস্তুতির জন্য সিইজিআইএস-কে দায়িত্ব প্রদান করে। বিভিন্ন এনজিও, মাইক্রোফাইনান্স প্রতিষ্ঠান যেমন গ্রামীণ ব্যাংক, সংশ্লিষ্ট সরকারী-বেসরকারী ব্যাংক এবং ব্যাংক বহির্ভূত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও মাইক্রোফাইন্যান্স তহবিল প্রদানকারী সংস্থাসমূহের সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে এ উপাত্ত ভাণ্ডার গঠন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে দেশের মাইক্রোফাইন্যান্স খাতের তথ্যাবলী সরকারী ও বেসরকারী খাতে প্রয়োজনে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করে। এ ছাড়া দেশের মাইক্রোফাইন্যান্স খাতের যাবতীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে এ সেক্টরের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য তথ্য ভাণ্ডার সৃজন করা এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। এর ফলে মাইক্রোফাইন্যান্স খাতে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার মাধ্যমে এ খাতের টেকসই গঠন ও ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে নীতি নির্ধারকগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হবে মর্মে আশা করা হচ্ছে। ওয়েবভিত্তিক এ তথ্যভাণ্ডারে নয়টি মডিউলের সন্নিবেশ করা হয়েছে যার মাধ্যমে তথ্য অন্তর্ভূক্তি থেকে তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরীর মত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যাবে।

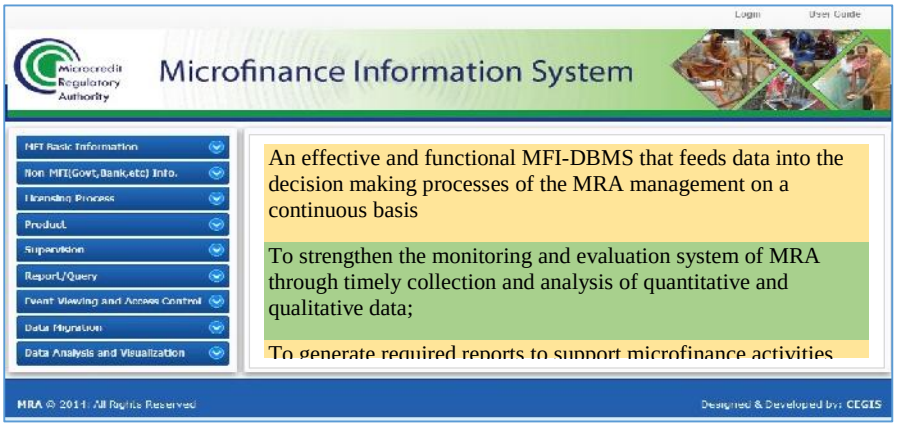

মাইক্রোফাইন্যান্স ইনফরমেশন ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর হোম পেইজ

(ঙ) জলবায়ু টেকসই গ্রাম (ক্লাইমেট স্মার্ট ভিলেজ) বাস্তবায়ন বিষয়ক সমীক্ষা

জলবায়ু পরিবর্তন, বৃষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তার উপর সিজিআইএআর এর গবেষণা কার্যক্রম এ আওতায় ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট, ভারত কর্তৃক 'জলবায়ু টেকসই গ্রাম' স্থাপন করার সম্ভাব্যতা সমীক্ষার জন্য সিইজিআইএস-কে দায়িত্ব প্রদান করেছে । চার মাস মেয়াদী এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যগুলো হলো বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ষাট টি গ্রাম চিহ্নিত করা, ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাম গুলোতে কৃষির জন্য উপযোগী জলবায়ু টেকসই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নির্ধারণ করা, জাতীয় নীতি, পরিকল্পনা ও কৌশলে জলবায়ু টেকসই গ্রাম কিভাবে অন্তর্ভূক্ত এবং বাস্তবায়িত হতে পারে তার জন্য একটি প্রকল্প প্রণয়নের দিকনির্দেশনা প্রদান, জলবায়ু টেকসই গ্রাম স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা (স্কেলিং আউট এবং স্কেলিং আপ প্ল্যান) প্রণয়ন, ইত্যাদি। কর্মপদ্ধতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তথ্য ও উপাত্ত অনুসন্ধান করা, ঝুঁকিপূর্ণ জেলা এবং এর অধীনস্থ ষাটটি গ্রাম চিহ্নিতকরণ, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, মত বিনিময় কর্মসূচি, কৃষির জন্য জলবায়ু টেকসই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সনাক্তকরণ এবং বাজেট প্রণয়ন করা। এ প্রকল্পের প্রাপ্ত ফলাফল থেকে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে জলবায়ু টেকসই আদর্শ গ্রাম এর রূপরেখা প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

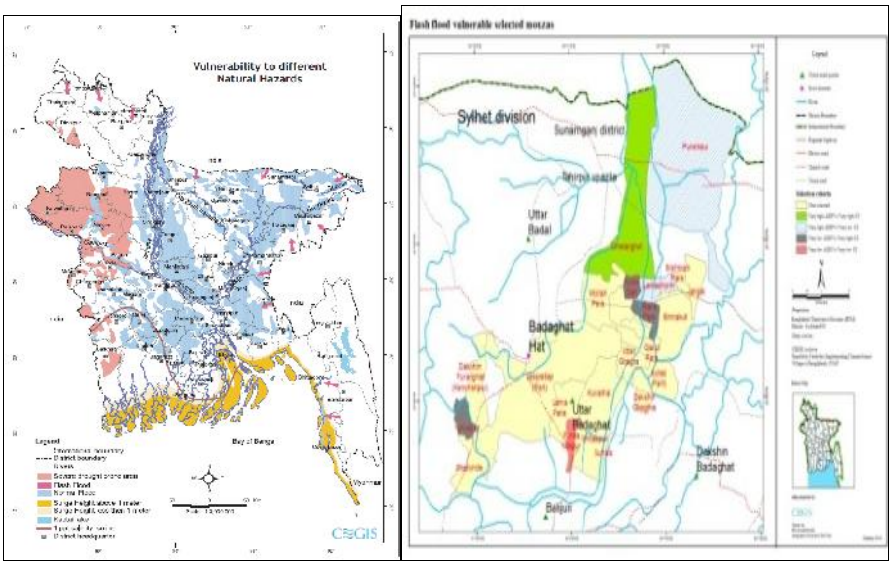

পাহাড়ী ঢল ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগপ্রবণ এলাকা

(চ) অচিহ্নিত সীমান্ত নদী সনাক্তকরণ এবং এ বিষয়ে যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর জন্য তথ্য সমৃদ্ধ পজিশন পেপার প্রস্তুতকরণ

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবাহমান বিভিন্ন নদীসমূহের মধ্যে ৫৪টি ভারত এবং ৩টি মিয়ানমার থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। তবে সাম্প্রতিককালে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত থেকে জানা যায় যে, এ ৫৭টি তালিকভূক্ত নদী ছাড়াও আরও কিছু নদী ভারত ও মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে প্রবাহিত হচ্ছে, সীমান্তবর্তী নদী হিসেবে যার তথ্য এ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত বা সন্নিবেশিত হয়নি। তবে এরূপ অচিহ্নিত নদীসমূহ দেশের অভ্যন্তরে প্রবাহের মাধ্যমে বাংলাদেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ও পলি পরিবহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এরই আলোকে যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এরূপ সর্বোচ্চ ১০টি নদীর তথ্য উপাত্ত সমৃদ্ধ পজিশন পেপার তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং ঐ নদীসমূহ সনাক্তকরণসহ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য সিইজিআইএসকে দায়িত্ব প্রদান করে।

এ সমীক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারত ও মিয়ানমার থেকে প্রবাহিত যা এখনও স্বীকৃত ও চিহ্নিত নয়, এমন নদীসমূহ সনাক্তকরণ এবং সুনির্দিষ্ট তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে চিহ্নিত সীমাবর্তী নদীসমূহের পানি টেকসইভাবে বণ্টনের কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করা। এ ছাড়াও এ সমীক্ষার আরো উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছেঃ-

- রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তির সহায়তায় উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে ও সংশ্লিষ্ট তথ্যের আলোকে সীমান্তবর্তী এ পর্যন্ত অচিহ্নিত নদীসমূহ সনাক্তকরণ;
- নদীসমূহের অববাহিকা সীমানা নির্ধারণসহ নদী নির্ভর এলাকা চিহ্নিতকরণ;

- শুকনো ও বর্ষা মৌসুমে ঐ নদীসমূহের পানির প্রাপ্যতা নিরূপন;
- বিভিন্ন খাতে ঐ নদীসমূহের পানির চাহিদা নিরূপন;
- বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নতুনভাবে সনাক্তকৃত সীমান্ত নদীসমূহের পানি বণ্টনের টেকসই অপশন প্রণয়ন; এবং
- বর্ণিত নদীসমূহের তথ্যভাণ্ডার ও ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি প্রস্তুতকরণ

(ছ) নদীতীর উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বিস্তারিত প্রকৌশল ডিজাইন ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা

রাডারস্যাট ম্যাপিং এর মাধ্যমে নদীতীর সংরক্ষণের বিস্তারিত ডিজাইন ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে Fichtner-nhc ও সিইজিআইএস একটি সাব-কন্সালটেন্ট চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এ সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো রাডারস্যাট উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে বন্যার বিস্তৃতির ম্যাপ প্রণয়ন করা এবং বন্যাকবলিত এলাকার প্রচলিত মানচিত্রের সাথে তা মিলিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত হালনাগাদকরণ। এর আওতায় ১৯৯৮ এবং ২০০৭ সালের রাডারস্যাট উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে যমুনা নদীর বন্যা পরিধি মানচিত্র প্রণয়ন করা হয়। এ মানচিত্রসমূহ বন্যা সম্পর্কিত গাণিতিক মডেলসমূহের ভ্যালিডেশন ছাড়াও নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় বন্যার ক্ষয়ক্ষতির নিরপেক্ষ প্রাক্কলন তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হয়। উপগ্রহ চিত্র কো-রেজিস্ট্রেশন, ফিল্টারিং ও জিওরেফারেন্সিং - এ তিন ধাপে রাডারস্যাট উপগ্রহ চিত্রসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়। নিম্নের চিত্রে এ পদ্ধতির ধারাবাহিক পর্যায়সমূহ উল্লেখ করা হলো।

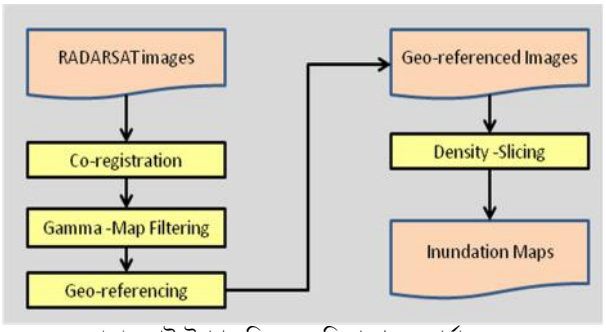

রাডারস্যাট উপগ্রহ চিত্রসমূহ বিশ্লেষণ এর পর্যায়সমূহ

জিওরেফারেন্সিং এর পর উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে "ওপেন ওয়াটার ফ্লাডিং" এবং অন্যান্য ফ্ল্যাডিং এলাকা নামে ২টি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়। কারণ সি-ব্যান্ড এর রাডারস্যাট গাছের (৩০% এর বেশী) ক্যানপী ভেদ করতে পারে না বিধায় বন্যার পানির বিস্তৃতি পর্যবেক্ষণের সময় কেবল "ওপেন ওয়াটার ফ্লাডিং" ব্যবহার করা হয়েছে। নীচে ১৯৯৮ এবং ২০০৭ এর কয়েকটি তারিখের বন্যা বিস্তৃতির ম্যাপ উপস্থাপন করা হলো।

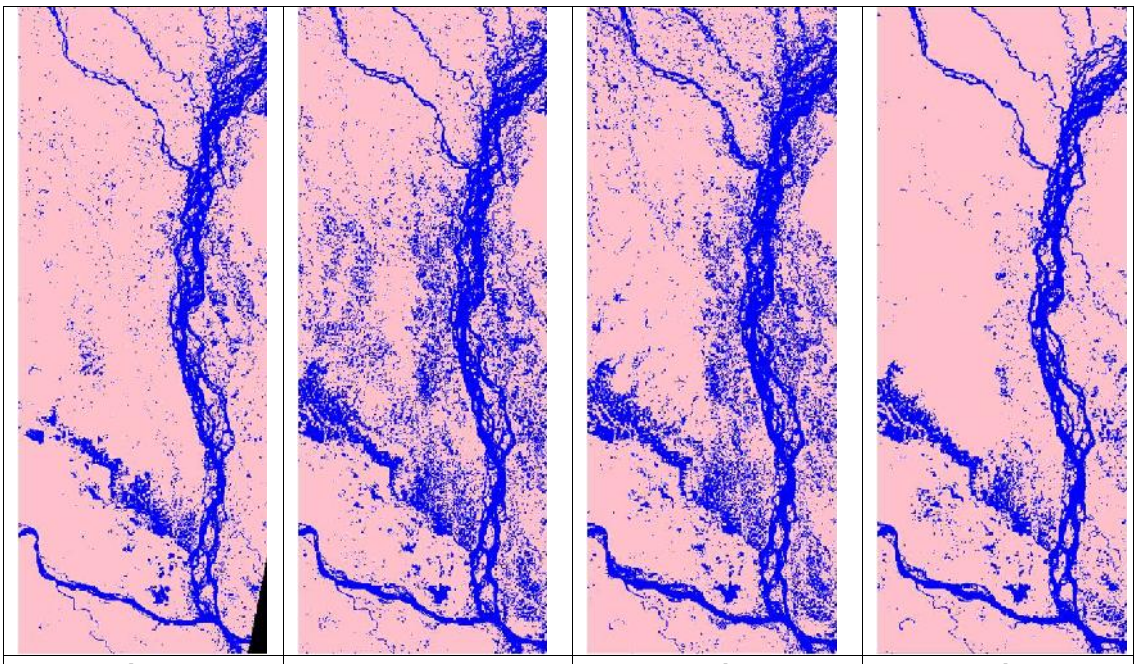

01 July, 1998	10 August, 1998	03 September, 1998	27 September, 1998

নিম্নের চিত্রে হলুদ রেখাঙ্কিত অংশ হচ্ছে সমীক্ষা এলাকা যা দক্ষ কারিগরী জ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছে। চিত্রে অপেক্ষাকৃত গভীর কালো অংশসমূহ "ওপেন ওয়াটার ফ্লাডিং" এরিয়া হিসেবে দেখানো হয়েছে। উপর্যুক্ত চিত্রসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, যমুনা নদীর উর্ধ্বাংশের প্রাপ্ত তথ্য তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্য। তবে অনিয়মিতভাবে ভারী বর্ষণের কারণে যমুনা নদীর নিম্নাংশের বন্যা বিস্তৃতির পরিধি সঠিকভাবে নির্ণয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

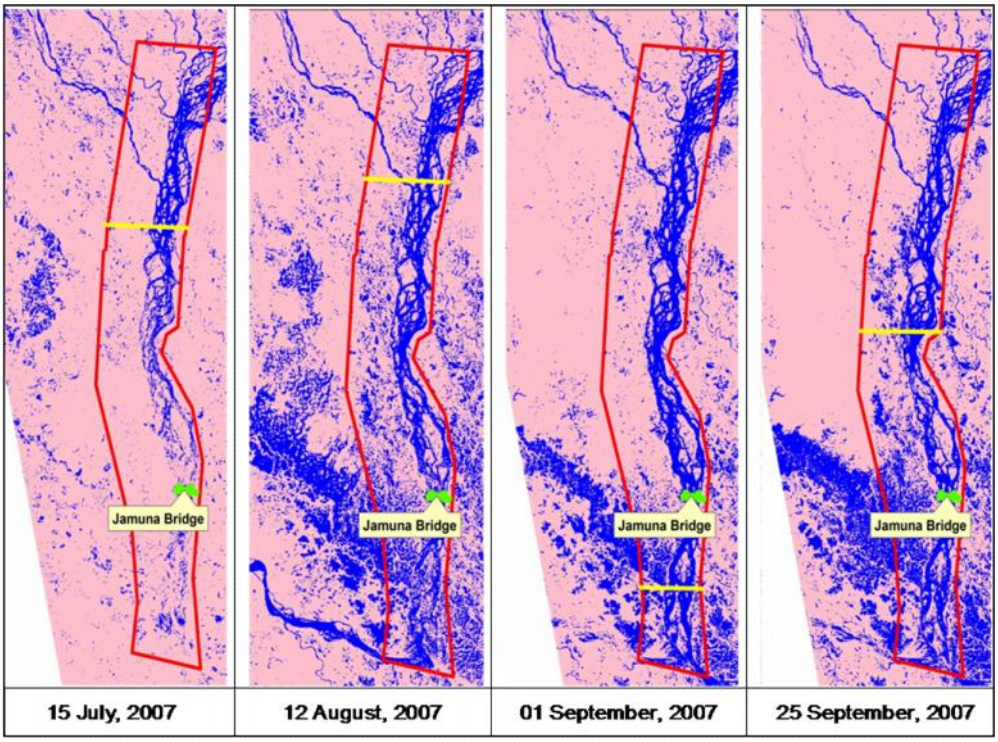

(জ) জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৩০টি প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা পরিচালনা

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম জলবায়ু বিপন্ন দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব এর বিপরীতে প্রয়োজনীয় অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণের সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট পরিচালিত হচ্ছে। এ ট্রাস্টের অর্থায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৩০টি বিভিন্ন বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাসন ও সেচ প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা এবং সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা পরিচালনার জন্য সিইজিআইএসকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এরই আওতায় ৩০টি প্রকল্পের বর্ণিত সমীক্ষা সিইজিআইএস সম্পাদন করে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবেশগত ও সামাজিক সমীক্ষার অংশ হিসেবে সিইজিআইএস প্রকল্পের বর্ণনা, পরিবেশগত ও সামাজিক বেইজলাইন সমীক্ষা, স্কোপিং, বাউন্ডিং, মাঠ জরিপ, প্রভাব নির্ণয়, প্রভাব মূল্যায়ন, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও পরিবেশগত পরিবীক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাছে হস্তান্তর করেছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের সহায়তায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের দেশব্যাপী বিস্তৃত ৩০টি প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদনের মাধ্যমে সিইজিআইএস দেশের পরিবেশ সংরক্ষণে যুগান্তকারী তাৎপর্যপূণ ইতিবাচক পদক্ষেপ বাস্তবায়নের স্বাক্ষর রেখেছে।

(ঝ) বাংলাদেশ রেলওয়ের রেলপথ সম্প্রসারণের আলোকে দেশের প্রধান নদীসমূহের হাইড্রোটেকনিক্যাল সমীক্ষার আওতায় বিভিন্ন নদীর মরফোলজিক্যাল বিশ্লেষণ

দেশের দক্ষিণ-মধ্যাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ রেলওয়ে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর অর্থায়নে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ত্রিদেশীয় জয়েন্ট ভেঞ্চার সিইজিআইএসকে বর্ণিত সমীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করে। এরই ফলশ্রুতিতে সিইজিআইএস দেশের উত্তর-মধ্যাঞ্চলের বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী, ব্রক্ষপুত্র ও যমুনা নদী, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় আড়িয়াঁল খাঁ, গড়াই ও মধুমতি নদী, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় গোমতী নদী এবং পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ী এলাকার সাঙ্গু, মাতামুহুরী ও বাঁকখালী প্রভৃতি নদী সংলগ্ন স্থানে রেলওয়ের লাইন ও সেতু নির্মানের উদ্দেশ্যে হাইড্রোটেকনিক্যাল সমীক্ষা/অনুসন্ধান পরিচালনার লক্ষ্যে মরফোলজিক্যাল বিশ্লেষণ ও সমীক্ষা পরিচালনা করছে।

এ হাইড্রো-মরফোলজিক্যাল অনুসন্ধানের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্যভান্ডার থেকে সংশ্লিষ্ট নদীর পানির উচ্চতা, ডিসচার্জ, নদীর ক্রস্ সেকশন পানি সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। নদীর হাইড্রোলজী এর ধারা জানার জন্য ঐতিহাসিক হাইড্রোলজিক্যাল উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়। একই সঙ্গে নদীসমূহের গতিপথ পরিবর্তনের বিষয় বিশ্লেষণের জন্য ঐতিহাসিক ও কালানুক্রমিক (Time series) উপগ্রহ চিত্র ও অন্যান্য মানচিত্র পর্যালোচনা করা হয়। ঐতিহাসিক তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে নদীসমূহের গতিপথ ও তীর এর স্থান পরিবর্তনের অবস্থা বিশ্লেষণ করে নদীর ভবিষ্যত গতিপথ ও তীর এর এলাইনমেন্ট প্রক্ষেপন করা হয়। এছাড়া উপগ্রহ চিত্র পর্যালোচনার মাধ্যমে নদীর প্ল্যানফর্ম বিশ্লেষণ এবং বিগত কয়েক দশকে নদীর গতিপথ পরিবর্তনের তথ্য জানার লক্ষ্যে নদীর গতিপথের সর্পিলতা, গড় গভীরতা পরিবর্তন, নদী ভাঙ্গন এবং পলিভরণ প্রভৃতি তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনা করা হয়। ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব বিশ্লেষণ করে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও সাগর পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উক্ত নদীসমূহের প্রবাহ কিভাবে পরিবর্তিত হতে পারে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। সর্বোপরি স্থানীয়ভাবে চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নির্ণয়ের লক্ষ্যে প্রকল্পসহ এবং প্রকল্প ছাড়া নদীসমূহের উপর কি ধরণের প্রভাব পড়বে তা বিশ্লেষণ করা হয়।

এরূপ সমীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের আলোকে ভবিষ্যতে নদীসমূহের মরফোলজিক্যাল প্রসেস ও পানি প্রভাবের ধারা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নীতিনির্ধারকগণ প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হবেন। এছাড়াও এ সমীক্ষার মাধ্যমে নদীসমূহের সংযোগস্থলের স্কাউর (Scour) তথ্যাদি, নদীতে রেলসেতু নির্মাণের সম্ভাব্য স্থান ও ভবিষ্যত নদীতীরের স্থিতিশীলতার বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে যা প্রস্তাবিত রেল নেটওয়ার্ক নির্মাণের উপযুক্ত স্থান নির্বাচনে সহায়ক হবে।

(ঞ) নদীতীর উন্নয়ন কর্মসূচী (RBIP)এর আওতায় রিসেটেলমেন্ট অ্যাকশ্যান প্ল্যান তেরীতে পরিচালিত সামাজিক সমীক্ষায় আইপ্যাড প্রযুক্তি ব্যবহার এবং □□ডাটাবেই□ ব্যবস্থাপনা

সিইজি□□এ□ মাঠ পর্যায়ে আরো আধুনিক পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য আইপ্যাড □□ ব্যবহার শুরু করেছে। বিশ্বব্যাংক এর অর্থায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন ব্োডের নদীতীর উন্নয়ন কার্যক্রম □□ পুনঃবসতি স্থাপন পরিকল্পনা প্রণয়নে

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ এবং সেটা সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অত্যাধুনিক আইপ্যাড ব্যবহার করে যেখানে □□□ সাথে গুগল ম্যাপ □ জিপিএস □□ অবস্থান পরিলক্ষন করা যায়। সিইজিআ□□□ এর মাঠ জরিপ □□ RBIP □□ তথ্য সংগ্রহের জন্য Hand Base নামক Software □□ মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের নকশা এবং □ সংক্রান্ত তথ্যভান্ডার বিনিমানে Graphical User Interface (GUI) □□ সাহায্য নেয়া হয়।

□ সমীক্ষার অংশ হি□বে জিপিএস অবস্থান, প্রত্যেক খানা মালিকের ছবি এবং খানার ছবি একসাথে আইপ্যাড □ ধারণ করে পুনঃবসতি স্থাপন পরিকল্পনা প্রণয়নে ক্ষতিগ্রস্থদের তালিকা তৈরী করা

আইপ্যাড □□ সহায়তায় RBIP প্রকল্পের র্পুনবসতি পরিকল্পনা প্রণয়নের তথ্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার □পসমূহ নিম্নরূপঃ

ক. মাঠ গবেষকদের মাধ্যমে আইপ্যাড □□ সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করা

খ. প্রতিদিন তথ্য সংগ্রহ শেষে তা আবার পরীক্ষা করা

গ. তথ্য পরীক্ষা করার □□ তা দিনের শেষে ড্রপবক্স (Drop Box) □ প্রেরণ করা

ঘ. CSV ফরম্যাটে ডাটা বা তথ্যগুলো ড্রপবক্স থেকে কম্পিউটার □ সংরক্ষণ চিত্রঃ আইপ্যাড ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ

ঙ. □□□ সংগৃহিত তথ্য একত্রিত করে একটি আলাদা MS Access ফরম্যাটে ডাটাবেজ তৈরী করা, এবং

চ. রির্পোট তৈরীর জন্য তথ্য পরীক্ষা করে তার মাধ্যমে কাঙ্খি□ টেবিল প্রস্তুত করা

□ কাজ পরিচালনার জন্য সিইজিআইএস এর আইপ্যাড □ আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন পেশাজীবি দল মাঠ পর্যায়ে নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করেছে;

১. Hand base □□ নকশা প্রণয়ন এবং ফরম্যাট তৈরী করা
২. তৈরীকৃত ফরম্যাট আইপ্যাডে □ সন্নিবেশ করা
৩. Web based ড্রপবক্স পরিচালন □ নিয়ন্ত্রণ করা

অন্যদিকে, সিইজিআইএস এর ডাটাবে□ বিশেষজ্ঞ দল নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করে;

১. ড্রপবক্স থেকে তথ্য Download করা
২. Download কৃত তথ্য CSV ফরম্যাটে একত্রিত করে MS Access □ রূপান্তর করা
৩. তথ্যের গুনগতমান যাচাই □□ □□ তা পুণঃযাচাই করা
৪. পুরো ডাটা বিশ্লেষণ করা এবং
৫. ডাটা অনুসন্ধান শেষে টেবিল তৈরী করা

নদীতীর উন্নয়ন কাযক্রমের আওতায় সিইজিআইএস জুন-জুলাই ২০১৪ খ্রিঃ এ সর্বমোট ৩৩৬৯ টি খানার তথ্য সংগ্রহ করে যা প্রস্তাবিত প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে আইপ্যাড □র সহায়তায় এরূপ তথ্য সংগ্রহের ফলে □□□ তথ্য সংগ্রহ, ডিজিটাল তথ্য প্রক্রিয়াকরণ □ বিশ্লেষণে সাধারণ প্রক্রিয়ার চাইতে কম □□□ লাগে। □□□ সাথে তথ্য সংগ্রহ □ সংরক্ষণের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য তথ্যভান্ডার নিশ্চিতকরণে আইপ্যাড সার্ভে প্রযুক্তি অধিকতর কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। এর মাধ্যমে সিইজিআইএস সামাজিক প্রভাব সমীক্ষায় নতুন দক্ষতা অর্জণ করেছে যা অন্যান্য ক্ষেত্রে আরও দক্ষভাবে ব্যবহার করার অবকাশ তৈরী হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস)-এর নিয়মিত কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী এবং সিইজিআইএস এর পেশাজীবিদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যবহৃত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ মডেল, জিআইএস, আরএস ও ডাটাবেইসসহ অন্যান্য সমসাময়িক প্রযুক্তির প্রয়োগ ও ব্যবহারের উপর সম্যক ধারণা প্রদান করাসহ অংশগ্রহণকারীদের পেশাগত দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণসমূহের বিবরণ

ক্রমিক নং	নাম	সময়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১.	পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (EIA) বিষয়ে প্রাকটিশনার্স কোর্স	৫দিন	২৩
০২.	ArcGIS ও ERDAS ব্যবহারের মাধ্যমে জিআইএস ও রিমোর্ট সেন্সিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ	৬ দিন	১০
০৩.	SOBEK মডেল এর সহায়তায় প্রকল্পের হাইড্রো-ডাইনামিক মডেলিং এর প্রয়োগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ	৪ দিন	২০
০৪.	ক্লাইমেট সিনারিও, পানি সম্পদের প্রাপ্যতা সমীক্ষা (SWAT) ও গ্রুপ মডেলিং (DSSAT) বিষয়ে প্রশিক্ষণ	০৭ দিন	২০
০৫.	সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (IWRM) এর উপর প্রশিক্ষকগণের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স	০৭ দিন	২০
০৬.	বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (BPATC) পরিচালিত সিইজিআইএস এর মধ্যম ও জ্যেষ্ঠ পর্যায়ের প্রফেশনালদের জন্য "নেতৃত্ব উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা পারদর্শিতা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	০৩ দিন	১৭
০৭	সিইজিআইএস এ ক্রয় নীতিমালার উপর প্রয়োগিক প্রশিক্ষণ	০১ দিন	২০

দেশীয় প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং উচ্চতর শিক্ষার জন্য সিইজিআইএস এর কর্মকর্তাগণকে নিয়মিত বিদেশে প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে জার্মানী, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে সিইজিআইএস প্রফেশনালগণ বিভিন্ন বিষয় উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করছেন। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং উচ্চতর শিক্ষা সমাপ্ত করে প্রফেশনালগণ পুনরায় সিইজিআইএস এ যোগদান করেন এবং প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার আলোকে সিইজিআইএস-এর বিভিন্ন সমীক্ষা কাজসমূহ আরো সমৃদ্ধ করেন। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এ প্রেরিত কর্মকর্তাগণের বিবরণ নিচে উপস্থাপন করা হলঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	**দেশের নাম**	**সময়**	**অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা**
০১.	প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কোর্স	ভারত	০৭ দিন	০১
০২.	হিন্দুকুশ -হিমালয় অঞ্চলের বৈজ্ঞানিক উপাত্ত শেয়ারিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ	চীন	১৫ দিন	০২
০৩.	প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য পরিবেশগত বিষয়াদি	ভারত	০৯ দিন	১৫
০৪.	ওয়াটার গর্ভনেন্স ও ইকোসিস্টেম ফর লাইফ বিষয়ে কর্মশালা	থাইল্যান্ড	০৫ দিন	০১
০৫.	মাল্টি-লেভেল ফ্লাড রিস্ক ম্যাপিং বিষয়ক আন্তর্জাতিক কর্মশালা	নেপাল	০৪ দিন	০২

কর্মশালা

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সিইজিআইএস নিম্নবর্ণিত কর্মশালার আয়োজন করেছে

ক্রমিক নং	**বিষয়**	**সময়**
১.	বাংলাদেশের নদী ও মোহনার নাব্যতা রক্ষায় সমীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে সিইজিআইএস এর সক্ষমতা বিষয়ে কর্মশালা	আগস্ট ২০১৩
২.	বাংলাদেশে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘমেয়াদী ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এর আলোকে অভিযোজন পদক্ষেপ বিষয় জাতীয় সংলাপ	সেপ্টেম্বর ২০১৩
৩.	দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জিআইএস, রিমোট সেন্সিং এর ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্যভাণ্ডার সৃষ্টিতে সিইজিআইএস এর সক্ষমতা বিষয়ক ব্যবহারিক কনফারেন্স	অক্টোবর ২০১৩
৪.	কৃষি, পানি সম্পদ ও খাদ্য নিরাপত্তায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন এবং মৌসুম ও মধ্যমেয়াদী পূর্বাভাসের মাধ্যমে বিভিন্ন অভিযোজন কৌশল গ্রহণের বিষয়ে কর্মশালা	নভেম্বর ২০১৩

ক্রমিক নং	বিষয়	সময়
৫.	বিশ্ব পানি দিবস ২০১৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কর্মশালা	মার্চ ২০১৪
৬.	গঙ্গা, পদ্মা, যমুনা ও নিম্ন মেঘনা নদীর ভাঙ্গন পূর্বাভাস সম্পর্কিত অবহিতকরণ কর্মশালা	এপ্রিল ২০১৪
৭.	বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের সহায়তায় "পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় সাগরের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রভাব" শীর্ষক উন্মুক্ত আলোচনা	জুন ২০১৪
৮.	বিএডিসি এর গভীর নলকূপ ও অগভীর নলকূপের Zone of Influence সমীক্ষা বিষয়ে কর্মশালা	জুন ২০১৪
০৯.	পরিবেশ অধিদপ্তরের সহায়তায় পটুয়াখালীর দুমকী উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রভাব বিষয়ে কর্মশালা	জুন ২০১৪

সিইজিআইএস এর সাম্প্রতিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র

সিইজিআইএস বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর নতুন Chairperson হিসেবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এর নবযোগদানকৃত মাননীয় সচিব ড. জাফর আহমেদ খান গত ০৯ এপ্রিল ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রথমবারের মত সিইজিআইএস পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি সিইজিআইএস এর ম্যানেজমেন্ট কো-অর্ডিনেশন টিমের সঙ্গে সভায় মিলিত হন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সিইজিআইএস এর নতুন Brochure এর মোড়ক উন্মোচন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ১১ মে ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে অনুষ্ঠিত সভায় সিইজিআইএস এর নির্বাহী পরিচালক প্রকৌঃ মোঃ ওয়াজি উল্লাহ অংশগ্রহণ করেন। পূর্বাহ্নে সিইজিআইএস এ উক্ত সভায় উপস্থাপিত Power Point Presentation প্রস্তুত করা হয় যেখানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এর মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, বীর প্রতীক ও মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. জাফর আহমেদ খানসহ মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণ এর উপস্থিত ছিলেন।

সিইজিআইএস এর প্রতিষ্ঠার এক যুগপূর্তি উপলক্ষে গত ২৯ নভেম্বর ২০১৪ খ্রিঃ তারিখ রাজধানীর রাওয়া কনভেনশন সেন্টার এ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি, সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এটিএম শামসুল হুদা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. জাফর আহমেদ খান ও স্বনামধণ্য পানি বিশেষজ্ঞ ড. আইনুন নিশাতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের প্রথমার্ধে কারিগরী উপস্থাপন, সিইজিআইএস-এর লেখক কর্তৃক রচিত এবং ইউপিএল কর্তৃক প্রকাশিত নতুন দুটি বই এর মোড়ক উন্মোচন এবং সিইজিআইএস এর উপর নির্মিত ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অংশে ঐ দিন সন্ধ্যায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সিইজিআইএস এর জন্য নির্মিত জমকালো লেজার শো প্রদর্শন শেষে প্রীতিভোজের মাধ্যমে দিনের অনুষ্ঠানসমূহ শেষ হয়।

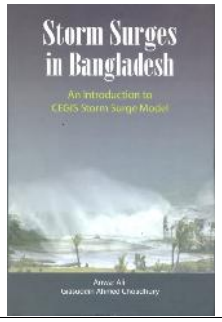

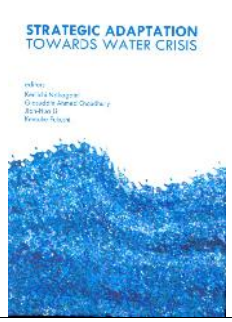

সিইজিআইএস এর জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পর্যায়ের প্রফেশনালদের নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (BPATC) পেশাদার প্রশিক্ষকগণের সহায়তায় ৮-১০ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ খ্রিঃ সময়ে সিইজিআইএস এ ০৩ দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিপিএটিসি এর রেক্টর জনাব এ. জেড. এম শফিকুল আলম এর সাথে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ।

সিইজিআইএস এর প্রফেশনালদের কারিগরী দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং এর মানব সম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে বিভিন্ন ডিভিশনের ১৫ জন প্রফেশনাল প্রথমবারের মত ভারতের হায়দারাবাদে অবস্থিত এনভায়রনমেন্ট প্রটেকশন ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ সেন্টার (EPTRI) এ "প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য পরিবেশগত বিষয়" শীর্ষক এক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। গত ৩-১১ মার্চ ২০১৪ এ অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণে পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়ে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ধারণা প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের সার্টিফিকেট প্রদান করেন EPTRI এর মহাপরিচালক ও ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের বিশেষ মূখ্য সচিব জনাব অশ্বিনী কুমার পারিদা, আইএএস।

সিইজিআইএস এর কর্মরত সকল স্টাফদের সময়মত অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ ও সময়ের নির্ভুল রেকর্ডের লক্ষ্যে বিগত ০১ আগষ্ট ২০১৩ খ্রিঃ থেকে প্রথমবারের মত বায়োমেট্রিক পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়েছে। এর মাধ্যমে স্টাফরা বৃদ্ধাঙ্গুলের ছাপ দিয়ে কর্মস্থলে নিজেদের আগমন ও প্রস্থান এর সময় নিশ্চিত করেন।

সম্প্রতি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ঢাকার আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় ১০ (দশ) কাঠা সরকারী জমি সিইজিআইএস এর অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করে। উক্ত জমিতে সিইজিআইএস এর মূল অফিস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ডিজাইন ও নক্শা প্রণয়নের কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পানি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে একই স্থানে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সিইজিআইএস এর নিজস্ব ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে।

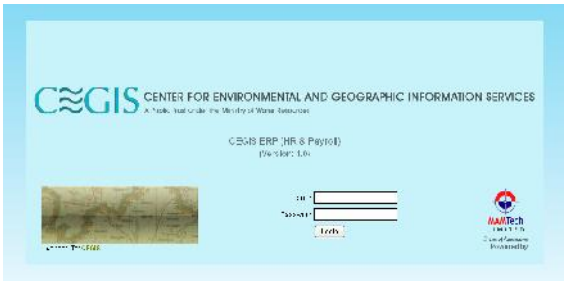

সিইজিআইএস এর স্টাফদের বেতন-ভাতাদি সুষ্ঠুভাবে ও সঠিক সময়ে প্রদান ও এ সম্পর্কিত তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ, যানবাহনাদির ব্যবহারের হিসাব ও স্টাফদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য সিইজিআইএস গত ০১ আগস্ট ২০১৪ খ্রিঃ হতে মামটেক লিঃ কর্তৃক সিইজিআইএস এর জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত "সিইজিআইএস ইআরপি (এইচ আর এবং পে-রোল)" শীর্ষক পে-রোল সফট্ওয়্যার ব্যবহার শুরু করেছে।

সিইজিআইএস এর প্রাতিষ্ঠানিক ও মানব সম্পদ জনিত সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষে সম্প্রতি একটি "Organizational Development and Action Plan **(ODAP)"** প্রণয়ন তৈরি করা হয়েছে। Iterative ও Interactive Process এর প্রক্রিয়ায় সিইজিআইএস এর প্রফেশনালদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্লেনারীতে প্রাপ্ত তথ্য, অক্টোবর ২০১৩ এ রিট্রিট সেশনে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের দেওয়া মতামত এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে এ ODAP তৈরী করা হয়েছে। এ ODAP তে সিইজিআইএস এর বর্তমান সামর্থ্য, দুর্বলতা ও GAP এবং ২০২৫ সাল পর্যন্ত চার বছর মেয়াদী ৩টি ধাপে করণীয় বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে।

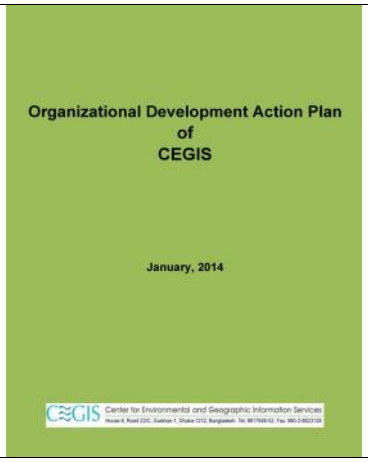

চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে প্রস্তাবিত ৬৬০ মেগাওয়াটের দুইটি কয়লাভিত্তিক থারমাল বিদ্যুত কেন্দ্র নির্মাণের প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রকল্প এলাকায় সিইজিআইএস আয়োজিত পাবলিক কন্সাল্টেশন সভা।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০১৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে গত ০৭ জুন ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সিইজিআইএস কর্তৃক আয়োজিত 'খাদ্য নিরাপত্তায় সমন্বিত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এম পি, বিশেষ অতিথি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. জাফর আহমেদ খান, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ রইছউল আলম মন্ডল ও সিইজিআইএস এর নির্বাহী পরিচালক জনাব প্রকৌঃ মোঃ ওয়াজি উল্লাহ সহ অন্যান্য সম্মানিত বিশেষ অতিথিবৃন্দ।

"ব্রহ্মপুত্র নদী শাসন ও নিয়ন্ত্রণ" বিষয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের নীতি-নির্ধারণী সভা বিগত ২৭ নভেম্বর ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সিইজিআইএস এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. জাফর আহমেদ খান ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিইজিআইএস, বিআইডব্লিউটিএ, আইডব্লিউএমসহ বিভিন্ন সরকারী সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সমন্বিত পরিবেশগত বিশ্লেষণের গুরুত্ব ও সরকারি বিধি-বিধান এবং সিইজিআইএস এর সেবা গ্রহণ

দেশের সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের উৎপাদনশীলতা ক্ষতিগ্রস্থ না করে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বিশদ IEE, EIA সম্পাদন এবং প্রকল্প চলাকালে/সমাপ্তির পর EMP বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্পদের টেকসই উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করা সম্ভব। পরিবেশসম্মত প্রকল্প গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সরকার বিভিন্ন নীতিমালা, পরিকল্পনা, কার্যক্রম, আইন ও বিধিতে IEE, EIA ও EMP এর বিষয়টি বাধ্যতামূলক করেছে।

পরিবেশ নীতি ১৯৯২ অনুযায়ী পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল প্রকল্প গ্রহণের আগে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের ব্যবস্থাকরণ এবং পানি সম্পদ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে গৃহীত ব্যবস্থাদির পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া দূরীকরণ, ইত্যাদি; পরিবেশ সংক্রান্ত কার্য-পরিকল্পনা ১৯৯২ অনুযায়ী পানি সম্পদ খাতে সকল প্রস্তাবিত ও নতুন প্রকল্পের পরিকল্পনায় পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া (ইআইএ) নিরুপণের ব্যবস্থা এবং এতদ্সংক্রান্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এবং ২০১০ (সংশোধিত) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭-তে এ বিষয়গুলো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুযায়ী সকল পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বিশদ IEE, EIA সম্পাদন এবং প্রকল্প চলাকালে EMP বাস্তবায়ন করতে হবে।

সিইজিআইএস নিজস্ব আয়ে পরিচালিত লাভের-জন্য-নয় (not-for-profit) এমন একটি প্রতিষ্ঠান। একটি জাতীয় সক্ষমতা হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সিইজিআইএস তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সম্প্রতি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি পত্র জারী করা হয়েছে যেখানে বিভিন্ন পেশাগত সেবা গ্রহণে সিইজিআইএস-কে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ (ধারা ৩৮ (১) (গ) (ঘ)ঃ পঞ্চম অধ্যায়, অংশ -১) এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ (বিধি ১০৪ (২) (ই)ঃ ষষ্ঠ অধ্যায়,অংশ -১) এর আওতায় একক উৎস ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতিতে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। পরিবেশগত সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় সিইজিআইএস-এর প্রফেশনাল ও প্রকৌশলীগণ অত্যাধুনিক ও সর্বশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকেন। সরেজমিনে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রকৃত অবস্থা নিরূপনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। সরকারের বিভিন্ন নীতি, পরিকল্পনা, কার্যক্রম, আইন ও বিধির নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ কর্তৃক উল্লিখিত বিষয়ে গৃহীত/গৃহীতব্য প্রকল্পের IEE, EIA সম্পাদন ও EMP প্রস্তুতি ও বাস্তবায়ন এবং সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পের Benefit Monitoring and Evaluation (BME) এর কাজ, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কাজ এবং প্রকল্পের পরিকল্পনা, ডিজাইন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণের জন্য সংস্থার স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পদের জিআইএস ও আরএস ভিত্তিক ড্যাটাবেইস প্রস্তুতি, ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (এমআইএস) এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহায়ক পদ্ধতি (ডিএসএস) প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি কাজসমূহ সম্পাদনে বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে স্বল্প খরচে দেশীয় নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সিইজিআইএস-এর সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট-১

পরিশিষ্ট-১

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের জুন /১৪ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৩-১৪সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	জুন/১৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০
১	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	মোট	১৩১৫০.০০	৯০২৫.৩৬	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	১১০২৫.৩৬	
১	(০১-০৭-২০০১ থেকে ৩০-০৬-২০১৪)	স্থানীয়	১৩১৫০.০০	৯০২৫.৩৬	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	১১০২৫.৩৬	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৬৮.৬৩	১৫.২১		১৫.২১	**৮৩.৮৪**	
২	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী	মোট	১৪৪০৯.২৩	৭০১৮.৮০	১.০০	০.০০	০.০০	৭০১৮.৮০	
২	বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (৪র্থ সংশোধিত)	স্থানীয়	১৪৪০৯.২৩	৭০১৮.৮০	১.০০	০.০০	০.০০	৭০১৮.৮০	
	(২০০৩-০৪ থেকে ৩০-০৬-১৫)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৮১.৭৫	০.০০		০.০০	**৮১.৭৫**	
৩	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (WMIP)	মোট	৯৮২২৭.৫৬	৪২৪৯১.৪৬	২১৮৯৩.০০	১৯৯৮৩.৮৯	১৯৯৩০.৫৩	৬২৪২১.৯৯	
৩	(২য় সংশোধিত)	স্থানীয়	৯৮১৩.২০	৪১৯০.৪৭	৪৫০.০০	৪১৬.০২	৩৮২.২১	৪৫৭২.৬৮	
	(০১-০৭-২০০৪ থেকে ৩১-১২-২০১৫)	প্রকল্প সাঃ	৮৮৪১৪.৩৬	৩৮৩০০.৯৯	২১৪৪৩.০০	১৯৫৬৭.৮৭	১৯৫৪৮.৩২	৫৭৮৪৯.৩১	
		আরপিএ	৮৮৪১৪.৩৬	৩৮৩০০.৯৯	২১৪৪৩.০০	১৯৫৬৭.৮৭	১৯৫৪৮.৩২	৫৭৮৪৯.৩১	
		বাস্তব %		৪৬.৫৩	২২.২৯		২০.২৯	**৬৬.৮২**	
৪	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাঞ্জেজ	মোট	৪৫৫৭.৯৩	৩৭৮৫.৭৯	৬৩০.০০	৬৩০.০০	৪১৪.৫৪	৪২০০.৩৩	
৪	ব্যারেজ প্রজেক্ট। (১ম সংশোধিত)	স্থানীয়	৪৫৫৭.৯৩	৩৭৮৫.৭৯	৬৩০.০০	৬৩০.০০	৪১৪.৫৪	৪২০০.৩৩	
	(০১-০৭-২০০৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৪	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৯০.০০	১০.০০		৯.০০	**৯৯.০০**	
৫	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প	মোট	১৯১৩৩.৮১	১৩৩১৫.৫২	৩৬৮৪.০০	৩৬৮৪.০০	৩৩৩৯.০৭	১৬৬৫৪.৫৯	
৫	(৪র্থ পর্যায়)	স্থানীয়	১৯১৩৩.৮১	১৩৩১৫.৫২	৩৬৮৪.০০	৩৬৮৪.০০	৩৩৩৯.০৭	১৬৬৫৪.৫৯	
	(২০০৮-০৯ থেকে জুন'২০১৪) (২য় সংশোধিত)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৮৫.৭৯	১৪.২১		৯.৫৩	**৯৫.৩২**	
৬	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড	মোট	৩৩৯২৩.৪০	১৪৪২১.৬১	৪১১৯.০০	৪১১৯.০০	৪০৫৩.১৩	১৮৪৭৪.৭৪	
৬	রেস্টোরেশন প্রকল্প (ECRRP) (কম্পোনেন্ট সি এন্ড	স্থানীয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	সাব-কম্পোনেন্ট ডি২)	প্রকল্প সাঃ	৩৩৯২৩.৪০	১৪৪২১.৬১	৪১১৯.০০	৪১১৯.০০	৪০৫৩.১৩	১৮৪৭৪.৭৪	
	(২০০৮-০৯ থেকে ২০১৩-১৪)	আরপিএ	৩৩৯০৫.৭৫	১৪৪২১.৬১	৪১১৯.০০	৪১১৯.০০	৪০৫৩.১৩	১৮৪৭৪.৭৪	
		বাস্তব %	১০০.০০	৪২.৫১	৫.৮৬		৫.৭৬	**৪৮.২৭**	
৭	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প ফেজ-২	মোট	৯৪২১৪.৫৫	৪৭৪৬৫.৩৮	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৯৯৮.১৮	৫০৪৬৩.৫৬	
৭	(০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৪)	স্থানীয়	৯৪২১৪.৫৫	৪৭৪৬৫.৩৮	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৯৯৮.১৮	৫০৪৬৩.৫৬	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৫৬.৮২	৪.৬৫		৪.৬২	**৬১.৪৪**	
৮	ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প	মোট	১৭৬৫৪.২১	৯৪১৮.৫৯	৬৭৫০.০০	৬৭৫০.০০	৬৭২৮.৫৯	১৬১৪৭.১৮	সমাপ্ত
৮	(০১-১২-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৪)	স্থানীয়	১৭৬৫৪.২১	৯৪১৮.৫৯	৬৭৫০.০০	৬৭৫০.০০	৬৭২৮.৫৯	১৬১৪৭.১৮	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৬০.৩২	৩৯.৬৮		৩৯.৬৮	**১০০.০০**	

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৩-১৪সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	জুন/১৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০
৯	চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প	মোট	১৪০০৮.০৯	৩৭৩৪.২১	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৪২৩৪.২১	
৯	(০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৪) প্রস্তাবিত:	স্থানীয়	১৪০০৮.০৯	৩৭৩৪.২১	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৪২৩৪.২১	
	জুন/১৫	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		২৮.১৪	৩.৫৭		৬.৫৭	**৩৪.৭১**	
১০	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বক্শীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও	মোট	৯৮৩৫.০৫	৭৫৮৪.৮৯	১০২১.০০	১০২১.০০	৯৯৮.৭৬	৮৫৮৩.৬৫	সমাপ্ত
১০	নিস্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা	স্থানীয়	৯৮৩৫.০৫	৭৫৮৪.৮৯	১০২১.০০	১০২১.০০	৯৯৮.৭৬	৮৫৮৩.৬৫	
	নদীর ভাংগন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায়	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্প।	বাস্তব %		৯৯.৩০	০.৭০		০.৭০	১০০.০০	
	(০১-০২-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৪)								
১১	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহান	মোট	১৩৪১০.২৫	৫০৮৭.০০	৩৪০০.০০	৩৪০০.০০	৩৪০০.০০	৮৪৮৭.০০	
১১	উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প।	স্থানীয়	১৩৪১০.২৫	৫০৮৭.০০	৩৪০০.০০	৩৪০০.০০	৩৪০০.০০	৮৪৮৭.০০	
	(ফেজ-২) (০১-০৩-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৪)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৬৩.২৭	২৫.৩৫		১০.৯৫	৭৪.২২	
১২	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ	মোট	৪১৭০০.৭১	১১১৯৮.২৩	৬৪৯০.০০	৬৪৯০.০০	৬৪৯০.০০	১৭৬৮৮.২৩	
১২	ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদূরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী	স্থানীয়	৪১৭০০.৭১	১১১৯৮.২৩	৬৪৯০.০০	৬৪৯০.০০	৬৪৯০.০০	১৭৬৮৮.২৩	
	বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা হতে	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	বাস্তব %		৪৩.০০	১২.০০		১২.০০	**৫৫.০০**	
	(২০০৯-১০ হতে জুন/১৪)								
১৩	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা	মোট	১৮৩৮৮.৭৪	১৩২৩৮.৯৪	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০	৩৪২৪.১৮	১৬৬৬৩.১২	
১৩	(হাইমচর) এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা	স্থানীয়	১৮৩৮৮.৭৪	১৩২৩৮.৯৪	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০	৩৪২৪.১৮	১৬৬৬৩.১২	
	প্রকল্প।	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	(২০০৯-১০ থেকে জুন/১৪ পর্যন্ত)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৭১.৯৯	২৮.০১		১৯.৬৭	**৯১.৬৬**	
১৪	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর সাকুয়া	মোট	১৭০৯৫.৪৮	১৩৫৪২.৯৮	৩১০০.০০	৩১০০.০০	২৬৮৫.২৯	১৬২২৮.২৭	
১৪	এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প	স্থানীয়	১৭০৯৫.৪৮	১৩৫৪২.৯৮	৩১০০.০০	৩১০০.০০	২৬৮৫.২৯	১৬২২৮.২৭	
	সংরক্ষণ।	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	(২০০৯-১০ থেকে জুন/১৪ পর্যন্ত)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৭৯.২২	২০.৭৮		১৬.২৮	**৯৫.৫০**	
১৫	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন	মোট	১০২৮১২.৩৪	৪০৬৭৩.২৪	৩১৪১০.০০	৩১৪১০.০০	৩০৯৫৯.৯৪	৭১৬৩৩.১৮	
১৫	বাংলাদেশ।	স্থানীয়	১০২৮১২.৩৪	৪০৬৭৩.২৪	৩১৪১০.০০	৩১৪১০.০০	৩০৯৫৯.৯৪	৭১৬৩৩.১৮	
	(০১-০৩-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৭১.৬৭	১৩.২০		১২.৪৫	**৮৪.১২**	
১৬	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-	মোট	৯৪৪০৯.০৭	৬৪২৬.৬৮	২৯৩৭.০০	২৯৩৬.০২	২৯১১.৬৯	৯৩৩৮.৩৭	
১৬	বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম)।	স্থানীয়	৯৪৪০৯.০৭	৬৪২৬.৬৮	২৯৩৭.০০	২৯৩৬.০২	২৯১১.৬৯	৯৩৩৮.৩৭	
	(০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০-১২-২০১৪)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৭.০৮	৪.২৪		৪.২৪	**১১.৩২**	
১৭	চন্দনা বারাশিয়া নদী খনন প্রকল্প।	মোট	৫৯৪৬.৩৭	৩৫১৯.৮০	১০০০.০০	১০০০.০০	৯৮৫.০৬	৪৫০৪.৮৬	
১৭	(০১/০৭/১০- জুন/১৪ পর্যন্ত)	স্থানীয়	৫৯৪৬.৩৭	৩৫১৯.৮০	১০০০.০০	১০০০.০০	৯৮৫.০৬	৪৫০৪.৮৬	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৩-১৪সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	জুন/১৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০
		বাস্তব %		৫৯.১৩	২৮.৮১		২৫.৫০	৮৪.৬৩	
১৮	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও	মোট	১৩০৯৮৮.০০	৬৭৮৮.৯৫	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০	১২৯৯৮.১৮	১৯৭৮৭.১৩	
১৮	আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়।	স্থানীয়	১৩০৯৮৮.০০	৬৭৮৮.৯৫	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০	১২৯৯৮.১৮	১৯৭৮৭.১৩	
	(০১/০৭/১০-৩০/০৬/১৪)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৫.১৮	৯.৯২		৯.৯২	১৫.১০	
১৯	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ	মোট	৩৭৭৫৪.৬১	২০১৫১.৬২	৮৪২০.০০	৮৪২০.০০	৮৪১৭.৫১	২৮৫৬৯.১৩	
১৯	বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প।	স্থানীয়	৩৭৭৫৪.৬১	২০১৫১.৬২	৮৪২০.০০	৮৪২০.০০	৮৪১৭.৫১	২৮৫৬৯.১৩	
	(০১/০৭/১০-৩০/০৬/১৫)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৭৩.০১	১৭.৩২	০.০০	১৬.৭৩	৮৯.৭৪	
২০	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন	মোট	৪২৪১.৭৪	৩৯১.৭১	২৫০.০০	২৪৯.৫০	২৪৭.৯৪	৬৩৯.৬৫	
২০	বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প।	স্থানীয়	৪২৪১.৭৪	৩৯১.৭১	২৫০.০০	২৪৯.৫০	২৪৭.৯৪	৬৩৯.৬৫	
	(০১/১১/১০-৩০/০৬/১৪)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৯.২৩	৫.৮৮		৫.৮৪	**১৫.০৭**	
২১	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর	মোট	২৮৫৪০.২০	৬৫৩৭.৭৭	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	৫৪৯৪.০৪	১২০৩১.৮১	
২১	ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	স্থানীয়	২৮৫৪০.২০	৬৫৩৭.৭৭	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	৫৪৯৪.০৪	১২০৩১.৮১	
	(০১-১১-২০০৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৫)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৩৮.৫৩	১৯.২৭		১৯.২৭	**৫৭.৮০**	
২২	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং	মোট	৭৩৩৭.০৫	৩৩৯৯.৩৮	১০০০.০০	১০০০.০০	৯৯২.১৪	৪৩৯১.৫২	
২২	শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।	স্থানীয়	৭৩৩৭.০৫	৩৩৯৯.৩৮	১০০০.০০	১০০০.০০	৯৯২.১৪	৪৩৯১.৫২	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৫০.১৩	১৪.৭৫		১৪.৬৩	**৬৪.৭৬**	
২৩	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরুদ্দিন	মোট	৬০৫৯.২২	৩৪৪৯.২৬	১৯০০.০০	১৯০০.০০	১৯০০.০০	৫৩৪৯.২৬	
২৩	এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোল্ডার ৭৩/১(এ+বি)	স্থানীয়	৬০৫৯.২২	৩৪৪৯.২৬	১৯০০.০০	১৯০০.০০	১৯০০.০০	৫৩৪৯.২৬	
	রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	(০১-১১-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৪)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৬৯.৫০	৩০.৫০		২৪.৫০	**৯৪.০০**	
২৪	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা	মোট	১৭০৩১.১৬	৫৫০০.৮১	২৮০০.০০	২৮০০.০০	২৭৭৫.১৯	৮২৭৬.০০	
২৪	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম	স্থানীয়	১৭০৩১.১৬	৫৫০০.৮১	২৮০০.০০	২৮০০.০০	২৭৭৫.১৯	৮২৭৬.০০	
	জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	(বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	বাস্তব %		৬২.১৬	১৬.৪৪		১৭.০০	৭৯.১৬	
	(২০১০-১১ / জুন,১৪)								
২৫	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা	মোট	২০০৮৯.২৫	৫৪৯৯.১৫	২২০০.০০	২২০০.০০	২২০০.০০	৭৬৯৯.১৫	
২৫	নদীর বাম তীর ভাংগন এবং বেড়া উপজেলাধীন	স্থানীয়	২০০৮৯.২৫	৫৪৯৯.১৫	২২০০.০০	২২০০.০০	২২০০.০০	৭৬৯৯.১৫	
	পুরাতন নাগরবাড়ী ঘাটের রঘুনাথপুর ডি/এস-এ যমুনা	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	নদীর ডান তীর ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	সংরক্ষণ কাজ। (২০১০-১১/২০১৩-১৪)।	বাস্তব %		২৭.৭৩	১০.৯৫		১২.৫৮	৪০.৩১	
২৬	Procurement of 6 nos. dredgers and	মোট	২৩৭৮২.৩০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
২৬	ancillary crafts & accessories for	স্থানীয়	২৩৭৮২.৩০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	Ministry of Water Resources &	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	Ministry of Shipping (Mongla Port-1	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৩-১৪সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	জুন/১৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০
	no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.). (1/08/2010-30/06/2012)	বাস্তব %		০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	
২৭	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।	মোট	৬০৯৮৩.৩১	১০০৩.৪৪	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	২৫০৩.৪৪	
২৭	০১-০৪-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৪)	স্থানীয়	৬০৯৮৩.৩১	১০০৩.৪৪	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	২৫০৩.৪৪	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		১.৬৫	৪.১০		৪.১০	৫.৭৫	
২৮	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন	মোট	১১৭৭০.০০	২৬৯৯.৯৫	৪৫৫০.০০	৪৫৫০.০০	৪৫৫০.০০	৭২৪৯.৯৫	
২৮	এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা	স্থানীয়	১১৭৭০.০০	২৬৯৯.৯৫	৪৫৫০.০০	৪৫৫০.০০	৪৫৫০.০০	৭২৪৯.৯৫	
	নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	(০১/১১/২০১০ - ৩০/০৬/২০১৫)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		২৬.০৫	৩৮.৯৩		৩৯.৭৩	৬৫.৭৮	
২৯	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর	মোট	৩৫১৮.৮৩	২৩১৯.৬৬	১২০০.০০	১২০০.০০	১১৯৩.৯৬	৩৫১৩.৬২	
২৯	ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলরুট চ্যানেলের	স্থানীয়	৩৫১৮.৮৩	২৩১৯.৬৬	১২০০.০০	১২০০.০০	১১৯৩.৯৬	৩৫১৩.৬২	
	উভয়তীর বরাবর কলিগ্রাম এবং মানিকদহ নদীর তীর	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	সংরক্ষণ প্রকল্প।	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	(০১/০৭/২০১০ - ৩০/৬/২০১৪)	বাস্তব %		৬৫.৯২	৩৪.০৮		৩৩.৯৬	**৯৯.৮৮**	
৩০	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪	মোট	২৭৬৬১.৩১	৬৬৮৯.২৬	৩০০৫.০০	৩০০৪.৭৩	২৯৯৫.৮৮	৯৬৮৫.১৪	
৩০	(সিডিএসপি-৪)।	স্থানীয়	৩৭০৪.১২	৮১১.১৭	৩৯০.০০	৩৯০.০০	৩৮৯.৪৮	১২০০.৬৫	
	(০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬)	প্রকল্প সাঃ	২৩৯৫৭.১৯	৫৮৭৮.০৯	২৬১৫.০০	২৬১৪.৭৩	২৬০৬.৪০	৮৪৮৪.৪৯	
		আরপিএ	১৩১০৯.২৫	৩২৬৪.৪৩	১২৪৩.০০	১২৪২.৭৩	১২৩৪.৪০	৪৪৯৮.৮৩	
		বাস্তব %		২৫.২৩	১০.৭৮		১২.২৭	৩৭.৫০	
৩১	হাওড় এলাকায় আগাম বণ্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন	মোট	৬৮৪৯৪.১০	৩২৩০.০০	২৬০০.০০	২৬০০.০০	২৪০০.৪৭	৫৬৩০.৪৭	
৩১	উন্নয়ন প্রকল্প।	স্থানীয়	৬৮৪৯৪.১০	৩২৩০.০০	২৬০০.০০	২৬০০.০০	২৪০০.৪৭	৫৬৩০.৪৭	
	(০১.০৭.১১-৩০.০৬.১৫)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৪.৭২	৩.৮০		৩.৫০	**৮.২২**	
৩২	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প।	মোট	২৬১৫৪.৮৩	২৮৭৩.৫৭	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৪৯৯.৭৪	৫৩৭৩.৩১	
৩২	(১ম পর্যায়) (০১-০৭-২০১১/ ৩০-০৬-২০১৫)	স্থানীয়	২৬১৫৪.৮৩	২৮৭৩.৫৭	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৪৯৯.৭৪	৫৩৭৩.৩১	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		১৬.০০	২০.০০		১৭.০০	**৩৩.০০**	
৩৩	ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ফেনী	মোট	৬৩৮৫.৯৪	১৭৬৪.১৪	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৪৯৮.৪৫	৪২৬২.৫৯	
৩৩	রেগুলেটরের ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং	স্থানীয়	৬৩৮৫.৯৪	১৭৬৪.১৪	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৪৯৮.৪৫	৪২৬২.৫৯	
	চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার পশ্চিম জোয়ার	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	এলাকায় ফেনী নদীর বাম তীর সংরক্ষণ।	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	(০১-০৭-২০১১-৩০-০৬-২০১৪)	বাস্তব %		৫৭.৫০	৪২.৫০		৪২.৫০	**১০০.০০**	
৩৪	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প।	মোট	৭৩২৫.৩০	১৪৬৫.৩৫	২০০০.০০	২০০০.০০	১৯৯৬.৫৯	৩৪৬১.৯৪	
৩৪	(০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৪)	স্থানীয়	৭৩২৫.৩০	১৪৬৫.৩৫	২০০০.০০	২০০০.০০	১৯৯৬.৫৯	৩৪৬১.৯৪	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		২৭.৯৩	২৭.৩০		২৭.২৫	**৫৫.১৮**	
৩৫	যশোহর জেলাধীন ভবদহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার	মোট	১১৫৮৬.৫৮	৬৩৮৭.২৫	৪৮০.০০	৪৮০.০০	৪৭৮.৯৩	৬৮৬৬.১৮	
৩৫	জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	স্থানীয়	১১৫৮৬.৫৮	৬৩৮৭.২৫	৪৮০.০০	৪৮০.০০	৪৭৮.৯৩	৬৮৬৬.১৮	
	(০১-০৭-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৫)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৯১.৫০	১.৫০		১.৫০	**৯৩.০০**	

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৩-১৪সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	জুন/১৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০
৩৬	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষন প্রকল্প।	মোট	২১৪৪৬.৩৪	১৪৯৭.৯৪	৪১০০.০০	৪১০০.০০	৪১০০.০০	৫৫৯৭.৯৪	
৩৬	(০১-০১-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬)	স্থানীয়	২১৪৪৬.৩৪	১৪৯৭.৯৪	৪১০০.০০	৪১০০.০০	৪১০০.০০	৫৫৯৭.৯৪	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৭.৪৮	১৯.১১		১৯.৭০	**২৭.১৮**	
৩৭	বাগেরহাট জেলার পোল্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি	মোট	১৬৭২৬.১২	১৯৫.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৯৯৫.০০	
৩৭	ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।	স্থানীয়	১৬৭২৬.১২	১৯৫.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৯৯৫.০০	
	(০১-০৭-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৫)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		১.১৭	৭.০০		৭.৮৩	**৯.০০**	
৩৮	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার	মোট	১৬৫৫১.১৪	০.০০	১৬৩৪.০০	১৬৩৪.০০	১৬২২.৩২	১৬২২.৩২	
৩৮	আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প।	স্থানীয়	১৬৫৫১.১৪	০.০০	১৬৩৪.০০	১৬৩৪.০০	১৬২২.৩২	১৬২২.৩২	
	(০১-০৯-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৫)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		০.০০	৯.৮৭		১০.১৫	**১০.১৫**	
৩৯	কুড়িগ্রাম জেলার ভূরুঙ্গামারী উপজেলাধীন সোনারহাট	মোট	৪১৭৪.৩৬	২০০.০০	১৭০০.০০	১৭০০.০০	১৭০০.০০	১৯০০.০০	
৩৯	ব্রীজের সন্নিকটে দুধকুমার নদীর ভাংগন হতে	স্থানীয়	৪১৭৪.৩৬	২০০.০০	১৭০০.০০	১৭০০.০০	১৭০০.০০	১৯০০.০০	
	ভূরুঙ্গামারী মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা এবং উলিপুর উলিপুর	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	উপজেলার গুনাইগাছ হয়ে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	বাস্তব %		৮.৯৬	৪০.৭২		৪০.৭২	**৪৯.৬৮**	
	(০১-০৭-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৪)								
৪০	ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়)।	মোট	১০৩২৮.৮৩	২০০.০০	৩৫১০.০০	৩৫১০.০০	৩৫১০.০০	৩৭১০.০০	
৪০	(নভেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫)	স্থানীয়	১০৩২৮.৮৩	২০০.০০	৩৫১০.০০	৩৫১০.০০	৩৫১০.০০	৩৭১০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		২.৮২	৩৩.৯৮		৩৮.৮১	**৪১.৬৩**	
৪১	মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কমপ্লেক্স এলাকা	মোট	২৪৪৭.০০	৯৯.০৩	৯০০.০০	৯০০.০০	৮৯৯.৪২	৯৯৮.৪৫	
৪১	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প।	স্থানীয়	২৪৪৭.০০	৯৯.০৩	৯০০.০০	৯০০.০০	৮৯৯.৪২	৯৯৮.৪৫	
	(জানুয়ারী, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৪.০৫	৪০.৮৭		৫০.১৬	**৫৪.২১**	
৪২	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন	মোট	২২০২০.৬৬	০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫৮.১০	৫৮.১০	
৪২	হতে কমরপুর হতে ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর	স্থানীয়	২২০২০.৬৬	০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫৮.১০	৫৮.১০	
	জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	(জানুয়ারী, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৫)	বাস্তব %		০.০০	৪.৫৪		০.২৬	**০.২৬**	
৪৩	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন	মোট	১৯১৩৬.০৩	১৯৯.৯০	৩৪০০.০০	৩৪০০.০০	৩৩৯২.০০	৩৫৯১.৯০	
৪৩	বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান	স্থানীয়	১৯১৩৬.০৩	১৯৯.৯০	৩৪০০.০০	৩৪০০.০০	৩৩৯২.০০	৩৫৯১.৯০	
	তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-২।	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	(নভেম্বর ২০১২ - জুন, ২০১৬)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		১.০৫	১৭.৭৭		১৮.০০	**১৯.০৫**	
৪৪	পানি ভবন নির্মাণ প্রকল্প।	মোট	৫৬৩৭.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪৪	(০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	স্থানীয়	৫৬৩৭.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		০.০০	০.০২		০.০০	**০.০০**	
৪৫	চট্টগ্রাম জেলায় বোয়ালখালী ও রাউজান উপজেলার	মোট	৭১৯৮.৬১	০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১৪৯.৬০	১৪৯.৬০	
৪৫	কর্ণফুলী নদী, বোয়ালখালী ও রাইখালীখাল এবং এর	স্থানীয়	৭১৯৮.৬১	০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১৪৯.৬০	১৪৯.৬০	

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৩-১৪সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	জুন/১৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০
	বাম ও ডান তীরের বিভিন্ন অংশে প্রতিরক্ষা কাজ।	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	(০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		০.০০	৩.৮২		৩.৮২	**৩.৮২**	
৪৬	ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার ঝুঁকিপূর্ণ অংশে	মোট	১০২৫৩.২৯	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪৬	নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	স্থানীয়	১০২৫৩.২৯	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	(০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		০.০০	০.০১		০.০০	**০.০০**	
৪৭	নাটোর জেলার সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ-সাধনপুর বার্ণাই	মোট	১৯৬০.৭৮	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪৭	নদীর উভয়তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	স্থানীয়	১৯৬০.৭৮	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	(০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		০.০০	০.০৫		০.০০	**০.০০**	
৪৮	ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট)	মোট	৫৬৩৪৯.০০	০.০০	৪৮৬৪.০০	৩৬০০.৯৫	৩৫১০.৭৯	৩৫১০.৭৯	
৪৮	(০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৮)	স্থানীয়	৭৪৯৯.০০	০.০০	২৩১.০০	১১৭.০৭	৯৪.৯২	৯৪.৯২	
		প্রকল্প সাঃ	৪৮৮৫০.০০	০.০০	৪৬৩৩.০০	৩৪৮৩.৮৮	৩৪১৫.৮৭	৩৪১৫.৮৭	
		আরপিএ	১৫৭৫০.০০	০.০০	৬৩৩.০০	২৭২.৫৬	২০৪.৫৫	২০৪.৫৫	
		বাস্তব %		০.০০	৮.৭০		৬.৩০	**৬.৩০**	
৪৯	Coastal Embankment Improvement	মোট	৩২৮০০০.০০	০.০০	৫৪০.০০	৫৪০.০০	৩৬০.০৫	৩৬০.০৫	
৪৯	Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira,	স্থানীয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna &	প্রকল্প সাঃ	৩২৮০০০.০০	০.০০	৫৪০.০০	৫৪০.০০	৩৬০.০৫	৩৬০.০৫	
	Patuakhali District.	আরপিএ	৩২৮০০০.০০	০.০০	৫৪০.০০	৫৪০.০০	৩৬০.০৫	৩৬০.০৫	
	(০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২০)	বাস্তব %		০.০০	০.১৬		০.১১	**০.১১**	
৫০	Environmental Impact Assessment	মোট	১৯৮.০৫	০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	
৫০	(EIA) study of 30 different BWDB	স্থানীয়	১৯৮.০৫	০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	
	projects to be Implemented under	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	CCTF.	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	(০১-০৮-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৪)	বাস্তব %		০.০০	৩৪.০০		৩০.০০	**৩০.০০**	
৫১	সাউথ-ওয়েষ্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস	মোট	৩০৫০৩.৫১	২১৯৪৮.০৪	৫২১০.০০	৫২০৯.১৪	৫০০৩.৩০	২৬৯৫১.৩৪	
১১৭	ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প।	স্থানীয়	৫৭৮২.৪৫	৩৮৮০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৭৮২.৪৯	৪৬৬২.৪৯	
	(সংশোধিত)০১-০৪-২০০৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৪)	প্রকল্প সাঃ	২৪৭২১.০৬	১৮০৬৮.০৪	৪৪১০.০০	৪৪০৯.১৪	৪২২০.৮১	২২২৮৮.৮৫	
		আরপিএ	২০৬২৮.৮৯	১৪৪৭৯.৭০	৪২৫৪.০০	৪২৫৪.০০	৪০৬৫.৬৬	১৮৫৪৫.৩৬	
		বাস্তব %	১০০.০০	৮৬.০০	১৪.০০		১১.০০	**৯৭.০০**	
৫২	তিস্তা ব্যারেজ ফেজ-২ (২য় সংশোধিত)।	মোট	২৯৪৭৫.৭৫	১৩৯০৫.৫০	৪৬৬২.০০	৪৬৬২.০০	৪৬৬২.০০	১৮৫৬৭.৫০	
১১৮	(০১-০৭-২০০৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৫)	স্থানীয়	২৯৪৭৫.৭৫	১৩৯০৫.৫০	৪৬৬২.০০	৪৬৬২.০০	৪৬৬২.০০	১৮৫৬৭.৫০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৪৭.১৮	১৫.৮২		১৫.৪০	**৬২.৫৮**	
৫৩	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের	মোট	৩৬১৬৬.৯১	৫১৫২.৫৬	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫৬৫২.৫৬	
১১৯	সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য	স্থানীয়	৩৬১৬৬.৯১	৫১৫২.৫৬	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫৬৫২.৫৬	
	চাষ প্রকল্প।	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	(০১-০১-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		১৪.২৫	১.৩৮		৩.০৫	**১৭.৩০**	
৫৪	তারাইল পাচুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা	মোট	২৮১৪৪.৫৭	৭৭৫৭.১৫	২৮৬৯.০০	২৮৬৯.০০	২৮৬৭.৯২	১০৬২৫.০৭	
১২০	প্রকল্প।	স্থানীয়	২৮১৪৪.৫৭	৭৭৫৭.১৫	২৮৬৯.০০	২৮৬৯.০০	২৮৬৭.৯২	১০৬২৫.০৭	
	(০১-০৩-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৪)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		২৭.৫৬	১২.৪৪		১৬.৪৪	**৪৪.০০**	
৫৫	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ।	মোট	৭৯৮৩.০৫	৫৭৩০.০৩	৭০০.০০	৬৯৬.৭৪	৬৯১.৭৪	৬৪২১.৭৭	
১২১	(০১/০৪/২০১০-৩০/০৬/২০১৪)	স্থানীয়	৭৯৮৩.০৫	৫৭৩০.০৩	৭০০.০০	৬৯৬.৭৪	৬৯১.৭৪	৬৪২১.৭৭	

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৩-১৪সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	জুন/১৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৭৫.০০	১২.৫০		১২.৫০	**৮৭.৫০**	
৫৬	সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প। (০১/০৭/১১-৩০/০৬/১৪)	মোট	৪৭২৮.০০	৯৯৫.৮৯	১৮০০.০০	১৮০০.০০	১৮০০.০০	২৭৯৫.৮৯	
১২২		স্থানীয়	৪৭২৮.০০	৯৯৫.৮৯	১৮০০.০০	১৮০০.০০	১৮০০.০০	২৭৯৫.৮৯	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		২১.০৬	৩৮.০৭		৩৮.০৭	**৫৯.১৩**	
৫৭	গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প। (জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৬)	মোট	১৮৮১৫.০০	২৮৪.৭৩	৬১০৯.০০	৬১০৯.০০	৬০৬১.১৪	৬৩৪৫.৮৭	
১২৩		স্থানীয়	১৮৮১৫.০০	২৮৪.৭৩	৬১০৯.০০	৬১০৯.০০	৬০৬১.১৪	৭২৫.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		১.৭৩	৩২.৪৭		৩২.২২	**৩৩.৯৫**	
৫৮	Rehabilitation Works of Teesta Main Canal & Related Structure under Command Area of Teesta Barrage Project (Phase-I). (জুলাই ২০১২ - জুন, ২০১৪)	মোট	১৪৬৪.৫০	২৯৯.৫৯	৯৪৭.০০	৯৪৬.৯১	৯৪৬.৯১	১২৪৬.৫০	
১২৪		স্থানীয়	৫৬৯.৬৮	১১৯.৫৯	৩৫২.০০	৩৫১.৯১	৩৫১.৯১	৪৭১.৫০	
		প্রকল্প সাঃ	৮৯৪.৮২	১৮০.০০	৫৯৫.০০	৫৯৫.০০	৫৯৫.০০	৭৭৫.০০	
		আরপিএ	৮৯৪.৮২	১৮০.০০	৫৯৫.০০	৫৯৫.০০	৫৯৫.০০	৭৭৫.০০	
		বাস্তব %		২০.৪৬	৬৪.৬৬		৬৪.৬৬	**৮৫.১২**	
৫৯	æEnvironmental Impact Assessment (EIA)" study of different BWDB projects to be Implemented under CCTF (October 2012- June 2014)	মোট	১৯৯.১৬	৯৯.৯০	৯৯.০০	৯৯.০০	৯৮.৬৯	১৯৮.৫৯	
১২৫		স্থানীয়	১৯৯.১৬	৯৯.৯০	৯৯.০০	৯৯.০০	৯৮.৬৯	১৯৮.৫৯	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %	১০০.০০	৫০.০০	৫০.০০		৫০.০০	**১০০.০০**	
৬০	খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প। (০১-১০-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৮)	মোট	২৮১৯০.১৬	০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	৫৯৯.৪০	৫৯৯.৪০	
১২৬		স্থানীয়	২৮১৯০.১৬	০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	৫৯৯.৪০	৫৯৯.৪০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	২.১৩		২.১৩	**২.১৩**	
৬১	করতোয়া নদীর ডানতীর সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প। (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৪)	মোট	২৫৫৪.৯১	০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	
১২৭		স্থানীয়	২৫৫৪.৯১	০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	৪০.০০		৪০.০০	**৪০.০০**	
৬২	মেইন রিভার ফ্লাড এন্ড ব্যাংক ইরোশান রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রগ্রাম। (০১.০৭.১২ থেকে ৩০.০৬.১৪ পর্যন্ত)	মোট	১৫৬৯.৬৯	৬৪৫.৩২	৩৪৪.০০	৩৩৩.৪৮	৩৩৩.৪৮	৯৭৮.৮০	
টিএ-১		স্থানীয়	৫৪৯.১০	৩৩.৩২	১২.০০	১১.৬৮	১১.৬৮	৪৫.০০	
		প্রকল্প সাঃ	১০২০.৫৯	৬১২.০০	৩৩২.০০	৩২১.৮০	৩২১.৮০	৯৩৩.৮০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৮৯.০০	১১.০০		১১.০০	**১০০.০০**	
৬৩	Irrigation Management Improvement Investment Program (IMIIP). October2012-June 2014	মোট	৬৯৮.১৬	০.০০	৬৬১.০০	৬৬০.৬৫	৬৫৯.৬৫	৬৫৯.৬৫	
		স্থানীয়	৪৩.৬০	০.০০	৭.০০	৬.৬৫	৫.৬৫	৫.৬৫	
		প্রকল্প সাঃ	৬৫৪.৫৬	০.০০	৬৫৪.০০	৬৫৪.০০	৬৫৪.০০	৬৫৪.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৮০.০০	২০.০০		২০.০০	১০০.০০	
৬৪	ডেভেলপমেন্ট ফেইজ অফ ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন ভোলা ডিস্ট্রিক্ট (২৭-০১-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	মোট	১৫২৯.০২	০.০০	১২৫৮.০০	১২৫৮.০০	১২৫৭.০৪	১২৫৭.০৪	
টিএ-২		স্থানীয়	৬২.৭১	০.০০	২.০০	২.০০	১.০৪	১.০৪	
		প্রকল্প সাঃ	১৪৬৬.৩১	০.০০	১২৫৬.০০	১২৫৬.০০	১২৫৬.০০	১২৫৬.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		০.০০	৮২.০০		৮২.০০	৮২.০০	

পরিশিষ্ট-২

পরিশিষ্ট-২

২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিবরণী

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পের নাম	প্রকল্প বরাদ্দ	জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব (%)	
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
১	ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন। (সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি; তারিখঃ ১৪/০২/১০)	৩৫৯.০০	৩৫৯.০০	১০০	সমাপ্ত
২	বরগুনা জেলার সিডর, আইলা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ বেড়ীবাঁধগুলো পুনঃনির্মাণ ও মেরামত করা। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/৫/১০)	৮৩৫৮.০০	৮৩৫৮.০০	১০০	সমাপ্ত
৩	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার মহিষকাটা খালের উপর স্লুইস গেট নির্মাণ। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/০৫/১০)	১৬৫.০০	১৬২.০০	১০০	সমাপ্ত
৪	পটুয়াখালী জেলাস্থ কলাপাড়া উপজেলার ফসলী জমি লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষার্থে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করার জন্য খাল খনন করে প্রাপ্ত মাটি দ্বারা বেড়ীবাঁধ নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় এবং বরগুনা জেলার জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত; তারিখঃ ০৬/০৫/১০)	৩২.০০	৩২.০০	১০০	সমাপ্ত
৫	ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেড়ীবাঁধসমূহ সংস্কার করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণ প্রসঙ্গে। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ২৩/০৭/১০ তারিখ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা সফরকালে; তারিখঃ ২৩/০৭/১০)	১৯৭৭.০০	১৯৭৭	১০০	সমাপ্ত
৬	সুনামগঞ্জের হাওরসমূহে স্লুইস গেটসহ বেড়ী বাঁধ নির্মাণ। ভরাট হওয়া হাওর খনন করা সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে গাগলাজুরী পর্যন্ত কংস নদী খনন। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/১০)	৪৭৬২.০০	৪৭৬২.০০	১০০	সমাপ্ত
৭	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ; (বরিশাল জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২২/০২/১১)	১০০০.০০	৯৫৮.০০	১০০	সমাপ্ত
৮	প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণ। (খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ০৫/০৩/১১)	২৩৯২.০০	২৩৯২.০০	১০০	সমাপ্ত
৯	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভুতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ০৫/০৩/১১)	১৮৮১.৮৯	১৮৮১.৮৯	১০০	সমাপ্ত
১০	সোনাইছড়া, কোণাল্লাছড়া, করেরহাট সোনাইছড়ি, পশ্চিম জোয়ার, লক্ষীছড়ি, গুজাছড়ি, বারো মাঝিখালে (পাহাড়িছড়া) শনালূঢালে সেচ উপ-প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ করা। (চট্টগ্রাম জেলাধীন মিরেশ্বরাই উপজেলার মহামায়াছড়া সেচ প্রকল্প পরিদর্শন কালে জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৯/১২/১০)	১৭৫৬.০০	১৭৫৬.০০	১০০	সমাপ্ত
১১	সিরাজগঞ্জ শহরকে যমুনা নদীর ভাংগন ও বন্যার হাত হতে রক্ষার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা । (সিরাজগঞ্জ জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৯/০৪/১১)	১০৩৩৬.০০	১০৩৩৬.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১২	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ। (বাগেরহাট জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ১৫/০৩/১১)	২৩৯২.০০	২৩৯২.০০	১০০	সমাপ্ত
১৩	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ও ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একয়োগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে; তারিখঃ ১১/১১/১০)	১৪৯৯.৮৪	৭৮২.৫১	১০০.০০	সমাপ্ত

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পের নাম	প্রকল্প বরাদ্দ	জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব (%)	
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
১৪ (ক)	দহগ্রাম ইউনিয়নকে তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্মাণ; (১৯/১০/১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	-	-	১০০.০০	সমাপ্ত
১৪ (খ)	লালমনিরহাট জেলাকে তিস্তা নদীর আকস্মিক বন্যা ও ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার জন্য তীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণ করা; এবং (১৯/১০/১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	১৫০৬১.৫৪	১১৯৯৮.৮৬	১০০.০০	সমাপ্ত
১৪ (গ)	শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ড্রেজিং এর মাধ্যমে তিস্তা নদীর নাব্যতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা। (১৯/১০/১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	২৩৭৮.০০	১৬১৪.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৫ (ক)	সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমের ভেঙ্গে যাওয়া বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্মাণ। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)	১৯৮.০০	১৯৮.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৫ (খ)	সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যামের সম্ভাব্যতা যাচাই করে সন্দ্বীপের কোন ক্ষতি না হলে নির্মাণ করা। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
১৬ (ক)	তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা। (০৭/১১/১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)।	১১৮.০০	১১৮.০০	৫০	চলমান
১৬ (খ)	তিতাস নদী খনন করা। (০৭/১১/১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)।	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
১৭	কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/১০)	৬০৯৮৩.০০	২৫০৩.৪৪	৬.০০	চলমান
১৮	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন (সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় আইলায় বিধ্বস্থ এলাকা পরিদর্শনকালে কপোতাক্ষ নদ পুনঃখননের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং যশোর জেলা সফরকালে কপোতাক্ষ নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৩/০৭/১০ ও ২৭/১২/১০)	২৬১৫৪.০০	৫৩৭৩.৩১	৩৫.০০	চলমান
১৯	চাঁপাইনবাগঞ্জ সদর উপজেলার আলাতুলি ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ভাঙ্গন রোধকল্পে নদী শাসন এবং একইসাথে জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ড্রেজিং করা এবং প্রয়োজনবোধে রাবার ড্যাম নির্মাণ। (চাঁপাইনবাগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ২৩/০৪/১১)	১৬৫৫১.০০	১৬২২.৩২	১১.০০	চলমান
২০	যাদুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমা নদী খনন। (সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ১০/১১/১০)	-	-	১১.০০	চলমান
২১	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী ড্রেজিং করা। (নারায়ণগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ২০/০৩/১১)	৯৪৪০৯.০০	৯৩৩৭.২২	১২.০০	চলমান
২২	কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ। (কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলা সফরকালে; তারিখঃ ০৭/১১/১০)	১১৯৮.৭৭	৭০২.৮১	৮০.০০	চলমান
২৩ (ক)	কালিগঞ্জ বাজার থেকে নলডাঙ্গা হাট, পীরগাছা বাজার হয়ে সরকুতিয়া বাজার পর্যন্ত বারনাই নদীর উভয় তীর ৪.২২ কিঃমিঃ সিসি ব-ক দিয়ে স্লে-াপ প্রতিরক্ষা কাজ। (নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১১/১২/২০১১)	১৯৬০.৭৮	০.০০	০.০৫	চলমান
২৩ (খ)	নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধে একটি টি-বাঁধ নির্মাণ। (নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১১/১২/২০১১)	২২০২০.৬৬	৫৮.১০	০.২৬	চলমান

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পের নাম	প্রকল্প বরাদ্দ	জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব (%)	
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
২৪	"জামালপুর জেলাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা" (সরিষাবাড়ী উপজেলার গনউদ্যানে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখ ঃ ৩০/০৬/২০১২)	৪১৭০০.৭১	১৭৬৮৮.২৩	৬০.০০	চলমান
২৫ (ক)	ভৈরব নদী পুনঃখনন (যশোর জেলা সফরকালে ভৈরবী নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৭/১২/১০)	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
২৫ (খ)	ভৈরব নদী এবং ভৈরব ও কাজলা নদীর সংযোগস্থল এমনভাবে খনন করতে হবে যেন শুকনা মৌসুমে সেচ ও বর্ষায় জলাধার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে (মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১৭/০৪/১১)	৭৩৮২.৮৪	-	-	চলমান
২৬	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী ড্রেজিং (চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ২৭/৪/১০)	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
২৭	কুড়িগ্রামের ধরলা,ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিংকরণ (কুড়িগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ০৬/৩/১০)	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
২৮	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা এবং সরাইল উপজেলায় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করা। (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১২/৫/১০)	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
২৯	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আড়ুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প (জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী জনসভায় মোল্লারহাট কলেজে মাঠে) (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪২.০৩৮.০১৮.০২.০০. ০৪০.২০১০-৩৭ তারিখঃ ০৭/০৭/২০১০ মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে)।	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৩০	মিষ্টি পানির অভাবে শুকনা মৌসুমে কৃষি কাজ করা যাবে না। তাই হাজা-মজা খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/০৫/১০)	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৩১	ব্রহ্মপুত্র নদ খনন। (ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ৩১/০৩/১১)	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৩২	কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা। (কক্সবাজার জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৩/০৪/১১)	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৩৩	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প গ্রহণ। (কক্সবাজার জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৩/০৪/১১)	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৩৪	চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ। (ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ৩১/০৩/১১)	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৩৫	''যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়াপুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেরচর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণ করা'' (ভূয়াপুর ও হেমনগর রেলওয়ে স্টেশনের পথসভায়; তারিখঃ ৩০-০৬-২০১২)	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন

পরিশিষ্ট-৩

পরিশিষ্ট-৩

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (পূর্ব রিজিওন)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৩-১৪ অর্থ বছরের		জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৪ পর্যন্ত ব্যয়	ক্রমপুঞ্জিভূত	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	ব্যয়	
			বাস্তব(%)					বাস্তব অগ্রগতি (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনীয়া উপজেলাধীন কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প (ইছামতি ইউনিট) এর আওতায় কর্ণফুলী নদীর বামতীরে সরফভাটা, ডানতীরে মরিয়ম নগর ও বেতাগী, এবং ইছামতী নদীর বামতীরে পশ্চিম শান্তি -নিকেতন ও ডানতীরে উত্তর পারুয়া, পূর্ব সাহাবীনগর-গোয়াজপাড়া ইত্যাদি ভাংগন কবলিত এলাকায় বাঁধ।	২০৩৮.০০	১৪৮১.৯৮	৫৫৬.৫২	৫.০০	৫.০০	৩৩২.৯৮	১৫৪১.৮১	প্রকল্পটি সমাপ্ত।
			৯৫.০০					১০০.০০	
২	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানিরস্তরে লবনাক্ততার অনুপ্রবেশ চিহ্নিতকরণে স্থায়ী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক স্থাপন ও গানিতিক মডেল সমীক্ষা। প্রকল্প এলাকা: উপকূলীয় এলাকা, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১২	২০৬৪.২১	১৫৭১.৫৬	৪৯২.৬৫	৭.০০	৭.০০	৪১০.৩০	১৯৮১.৮৬	প্রকল্পটির কাজ সমাপ্ত।
			৯৩.০০					১০০.০০	
৩	জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নের নিমিত্তে "চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলায় কর্নফুলী নদীর, হালদা, ইছামতি নদী ও শিলক খাল এবং ইহাদের শাখা নদীর বিভিন্ন ভাঙ্গন কবলিত অংশে প্রতিরক্ষামূলক ও অবকাঠামো নির্মান কাজ" প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১২	১৯৯৭.৩৮	১৫৯১.৭৪	৪০৭.৭৬	৫.০০	৫.০০	৩৮৫.৩০	১৯৭৭.০৪	প্রকল্পটির কাজ সমাপ্ত।
			৯৫.০০					১০০.০০	
৪	চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরাই উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকায় সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুহুরী একরিটেড এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়ী বাঁধ উন্নীতকরণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২	১৭৫৬.৫২	১৬৪২.৭২	৯৩.৯৬	৫.৫০	৫.৫০	১৯.২৫	১৬৬১.৯৭	প্রকল্পটির কাজ সমাপ্ত।
			৯৪.৫০					১০০.০০	
৫	চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলাধীন সাঙ্গু নদীর বামতীরে আমিলাইশ ইউনিয়নস্থ দক্ষিণ চরতি এবং উত্তর ব্রাহ্মণ ডাঙ্গা তুলাতলী নামক স্থানে ভাঙ্গন কবলিত অংশে প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২	১৭৮.৫২	১২৫.৪১	৫৩.১১	১৪.০০	৪.০০	৫৩.১১	১৭৮.৫২	প্রকল্পটি সমাপ্ত।
			৮৬.০০					৯০.০০	
৬	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলার আব্দুলাহপুর গ্রামকে বিস্তীর্ণ হাওরের প্রবল ঢেউয়েল ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প। এলাকা: কিশোরগঞ্জ, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪।	১৬৯৮.৭০	২৫৩.০০	১৪৪৫.৭০	৮৫.১১	৪২.১১	৩৪৩.১৮	৫৯৬.১৮	
			১৪.৮৯					৫৭.০০	
৭	পোল্ডা নং-৬৬/১ এর বাঁধ উন্নীতকরণ ও ক্ষয়ক্ষতি পূনর্বাসন প্রকল্প। প্রকল্প	৪০৬.৮৮	১৯৩.১৫	২১৩.৭৩	৩০.০০	১২.০০	৭০.২৮	২৬৩.৪৩	
			৭০.০০					৮২.০০	

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৩-১৪ অর্থ বছরের		জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৪ পর্যন্ত ব্যয়	ক্রমপুঞ্জিভূত	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	ব্যয়	
			বাস্তব(%)					বাস্তব অগ্রগতি (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	এলাকা: কক্সবাজার, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩।								
৮	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ রেজুনদী ও তৎসংলগ্ন এলাকার নদী শাসন ও কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: কক্সবাজার, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩।	১৪৮২.২৩	৭৩৪.৬৪	৭৪৭.৫৯	৩১.০০	১১.০০	৩২৮.৪০	১০৬৩.০৪	
			৬৯.০০					৮০.০০	
৯	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলাধীন তুলশীখালী, মালিকান্দা, মেলেং ও পাতিলঝাপ বাজার এলাকায় কালিগংগা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: ঢাকা, বাস্তবায়নকালঃ ডিসেম্বর/১১- জুন/১৩।	১৬৬৮.৫০	০.০০	১৬৬৮.৫০	৭৭.০০	৬১.০০	৮৩৩.০০	৮৩৩.০০	
			২৩.০০					৮৪.০০	
১০	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ক্ষতিগ্রস্ত সুনামগঞ্জ জেলার শালা উপজেলার আওতাধীন কুশিয়ারা নদীর ডান তীরে ভেড়ার ডহর নামক স্থানে সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: সুনামগঞ্জ, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩।	১২০০.০০	৮২২.০২	৩৭৭.৯৮	২৪.০৪	৭.১৪	৮০.২১	৯০২.২৩	
			৭৫.৯৬					৮৩.১০	
১১	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন/সংস্কার প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, ফেণী ও লক্ষীপুর, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১- ১২ হতে ২০১২- ১৩)	২৪৯৯.৫৪	১০১৮.৯৩	১৪৮০.৬১	৩০.০০	১৬.০০	১৭৮.৬৪	১১৯৭.৫৭	
			৭০.০০					৮৬.০০	
১২	জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ ভাঙ্গন হইতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষন কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ জামালপুর, ফরিদপুর, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪।	৭২৩.৪২	০.০০	৭২৩.৪২	৫০.০০	৩৭.০০	৩২৫.৩০	৩২৫.৩০	
			৫০.০০					৮৭.০০	
১৩	ব্রাহ্মনবাড়ীয়া জেলার সদর উপজেলাধীন তিতাস নদীর ডানতীরে কাউতলী হতে কাঞ্চনপুর বাজার পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ নির্মান প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, বাস্তবায়নকালঃ ২০১২-১৩ হতে ২০১৩- ১৪।	১৮৮৩.১৯	০.০০	১৮৮৩.১৯	৯০.০০	৭৫.০০	১০১৩.০০	১০১৩.০০	
			১০.০০					৮৫.০০	
১৪	কচুয়া উপজেলার সাচার-ঘুগরার বিল হতে পিতাম্বরদী, নারিন্দা, কাওয়াদী বাজার ও নায়েরগাঁও হয়ে মেঘনা নদী পর্যন্ত সাচার খাল (বোয়ালজুরী খাল) পুনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ চাঁদপুর, বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারী ১৩-জুন ১৪।	১৪৯৯.৭২	৫৯৬.৭০	৯০৩.০২	১৫.০৬	৯.১৫	৬০০.৩৬	১১৯৭.০৬	
			৮৪.৯৪					৯৪.০৯	
১৫	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত টেকনাফ উপজেলায় কক্সবাজার পওর বিভাগের আওতাধীন পোল্ডার ৬৮ (মৌলভীপাড়া) এর নাফ নদীর যান তীরে অবস্থিত বেড়ি বাঁধ পুনঃনির্মান ও বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ কক্সবাজার, বাস্তবায়নকালঃ ২০১২-১৩ হতে ২০১৩-১৪।	১২০৩.১৯	০.০০	১২০৩.১৯	১০০.০০	৭৩.২১	৬৩৭.৯৩	৬৩৭.৯৩	
			০.০০					৭৩.২১	
১৬	টাংগাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলাধীন হাট ফতেপুর নামক স্থানে বংশাই নদীর	১৭৫.৩২	০.০০	১৭৫.৩২	৮৫.০০	৮৫.০০	৫৭.৬৫	৫৭.৬৫	
			১৫.০০					১০০.০০	

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৩-১৪ অর্থ বছরের		জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৪ পর্যন্ত ব্যয়	ক্রমপুঞ্জিভূত	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	ব্যয়	
			বাস্তব(%)					বাস্তব অগ্রগতি (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ টাংগাইল, বাস্তবায়নকালঃ অক্টোবর ১২ হতে জুন ১৪।								
১৭	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ উপজেলাস্থ পোল্ডার নং-৭২ এর দণি-পশ্চিমের ভেঙ্গে যাওয়া বেড়ী বাঁধ পূনঃ নির্মাণ মেরামত ও পূর্ণবাসন কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারী ১৩ হতে জুন ১৪ পর্যন্ত।	১৫০০.০০	০.০০	১৫০০.০০	১০০.০০	৬৫.০০	৫৪৬.০০	৫৪৬.০০	
			০.০০					৬৫.০০	
১৮	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলাধীন বড়িকান্দিতে মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ ব্রাহ্মণনাড়িয়া, বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারী ১৩ হতে জুন ১৪ পর্যন্ত।	৯০০.০০	০.০০	৯০০.০০	১০০.০০	৮৫.০০	৬৭২.২৭	৬৭২.২৭	
			০.০০					৮৫.০০	
১৯	সিলেট জেলার সিলেট সদর, দক্ষিণ সুরমা এবং বিশ্বনাথ উপজেলায় অবস্থিত বাসিয়া নদী পুনঃ খনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সিলেট, বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারী ১৩ হতে জুন ১৪ পর্যন্ত।	৮০০.০০	০.০০	৮০০.০০	১০০.০০	৯৮.০০	৪০২.৯৭	৪০২.৯৭	
			০.০০					৯৮.০০	
২০	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলাধীন শুভাঢ্যা হতে আগানগর পর্যন্ত শুভাঢ্যা খাল পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকরণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ ঢাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ১৩ হতে জুন ১৪ পর্যন্ত।	১০০০.০০	০.০০	১০০০.০০	১০০.০০	৭.০০	৯.০০	৯.০০	প্রকল্পটির কাজ সমাপ্ত।
			০.০০					৭.০০	
২১	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কুমিলা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলাধীন ঢোল সমূদ্র এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিস্কাশনের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকরন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ কুমিলা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ১৩ হতে জুন ১৪ পর্যন্ত।	৫৫০.০০	০.০০	৫৫০.০০	১০০.০০	১০০.০০	২৭৬.০০	২৭৬.০০	
			০.০০					১০০.০০	
২২	টাংগাইল জেলার মধুপুর উপজেলাধীন থানা ভবন ও মোহন গ্রাম রক্ষার্থে স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ টাংগাইল, বাস্তবায়নকালঃ ফেব্রুয়ারী ১৩ হতে জুন ১৪ পর্যন্ত।	৩১০.৩৭	০.০০	৩১০.৩৭	১০০.০০	১০০.০০	১৬০.৩১	১৬০.৩১	প্রকল্পটির কাজ সমাপ্ত।
			০.০০					১০০.০০	
২৩	কুমিলা জেলার অন্তর্গত মেঘনা উপজেলাধীন ৩৭টি খাল পুনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ কুমিলা, বাস্তবায়নকালঃ মার্চ ১৩ হতে জুন ১৫ পর্যন্ত।	১১৯৮.৭৭	০.০০	৯১৩.৮২	৭৬.২৩	৭৬.১০	৭০২.৮১	৭০২.৮১	
			০.০০					৭৬.১০	
২৪	জালবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি নিরসনকল্পে নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলায় গাবতলী স্লুইস সংলগ্ন মেঘনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	৫৯৮.৭৮	০.০০	৫৯৮.৭৮	১০০.০০	৬০.০০	২৯৭.০০	২৯৭.০০	
			০.০০					৬০.০০	
২৫	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামাইন উপজেলাধীন গোপালপুর প্রাইমারী স্কুল হতে ইসলামপুর ফেরীঘাট এবং নাগইরারধাইর হতে হাইলারচর পর্যন্ত ঘোরউত্রা নদীর পাইলট লুপকাট খনন কাজ। বাস্তবায়নকাল ঃ ডিসেম্বর ১৩ হতে জুন ১৪ পর্যন্ত।	১৮০০.০০	০.০০	১৮০০.০০	১০০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	
			০.০০					১০.০০	

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৩-১৪ অর্থ বছরের		জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৪ পর্যন্ত ব্যয়	ক্রমপুঞ্জিভূত	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	ব্যয়	
			বাস্তব(%)					বাস্তব অগ্রগতি (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২৬	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত ব্রম্মপুত্র নদের বামতীরে মরিচারচর এলাকায় ৩৭৪ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজ। বাস্তবায়নকাল ঃ ২০১৩-২০১৪	৫০০.০০	০.০০	৫০০.০০	১০০.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০	
			০.০০				০.০০	১৫.০০	
২৭	মগড়া নদীর ভাংগন হতে নেত্রকোনা জেলার সদর উপজেলাধীন চলিশাবাজার এবং মদন পৌর এলাকা সংরক্ষনের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা প্রকল্প। বাস্তবায়নকালঃ ২০১৩-২০১৪ পর্যন্ত।	৫০০.০০	০.০০	৫০০.০০	১০০.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০	
			০.০০				০.০০	১৫.০০	
২৮	কুমিলা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলাধীন পুরাতন ডাকাতিয়া নদী পূনঃ খননের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকরন প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৪	৬০০.০০	০.০০	৬০০.০০	১০০.০০	৮৫.৬২	৩০০.৭৬	৩০০.৭৬	
			০.০০				০.০০	৮৫.৬২	
২৯	সিলেট জেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বিয়ানীবাজার উপজেলার কুড়ার বাজার নামক স্থানে কুশিয়ারা নদীর ভাংগন রক্ষার্থে প্রতিরক্ষা শীর্ষক প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৪	২৫০.০০	০.০০	২৫০.০০	১০০.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০	
			০.০০				০.০০	৫০.০০	
৩০	সিলেট জেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট সদর উপজেলার লামাকাজী, শেখপাড়া, জাংগালিয়া-যোগিরগাঁও, ফতেহপুর ও আকিলপুর নামক স্থানসমূহে সুরমা নদীর তীর এবং বাদাঘাট নামক স্থানে সিঙ্গার নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৪	৪৯৯.৯০	০.০০	৪৯৯.৯০	১০০.০০	২৫.০০	০.০০	০.০০	
			০.০০				০.০০	২৫.০০	
৩১	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন মালিয়ারা বাঁকখাইন-ভান্ডারগাঁও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিস্কাশন ও সেচ প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: এপ্রিল/২০১৩ হতে জুন/২০১৪	৬৯৯.৯৪	০.০০	৬৯৯.৯৪	১০০.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০	
			০.০০				০.০০	১৫.০০	
৩২	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্টি ফান্ডের অর্থায়নে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার সাঙ্গু নদীর বাম তীরে চরতি ইউনিয়নের উত্তর ব্রহ্মনডাঙ্গা ও তুলাতলী নামক স্থান রক্ষা প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৫	৪০০.০০	০.০০	৪০০.০০	১০০.০০	৩.৫৭	০.০০	০.০০	
			০.০০				০.০০	৩.৫৭	
৩৩	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া ও লোহাগড়া উপজেলার ডলু নদীর বিভিন্ন স্থানে তীব্র ভাঙ্গন কবলিত জনপদ রক্ষা প্রকল্প (০.৪৭৫ কিঃমিঃ)। বাস্তবায়নকাল: জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৪	৩০০.০০	০.০০	৩০০.০০	১০০.০০	৫.৩৫	০.০০	০.০০	
			০.০০				০.০০	৫.৩৫	
	পূর্ব রিজিওন	**৩৪৮৮৩.০৮**	**১০০৩১.৮৫**	**২৪৫৪৯.০৬**			**৯০৩৬.০১**	**১৮৭৯৪.৭১**	

(পশ্চিম রিজিওন)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৩-১৪ অর্থ বছরের		জুন /১৪ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৪ পর্যন্ত ব্যয়	ক্রমপুঞ্জিভূত	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	ব্যয়	
			বাস্তব(%)					বাস্তব অগ্রগতি (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৩৪	বাগমারা হতে (খোস্তাকাটা লঞ্চঘাট, কচুয়া বাজার ও আদাজুড়ী হয়ে) দেপাড়া পর্যন্ত মরা বলেশ্বরী নদী খনন। প্রকল্প এলাকা: পিরোজপুর, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১।	৮৫০.০০	৭৬৪.০০	৮৬.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	৭৬৪.০০	
			৯০.০০					৯০.০০	
৩৫	ঠাকুরগাঁও জেলার রানিসংকৈল উপজেলার ৬ নং কাশিপুর ইউনিয়নের কাশিপুর (কাশিডাংগা ফুটানির হাট) নামক স্থানে শুস্ক মৌসুমে সম্পুরক সেচ ও যোগাযোগের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে তীরনই নদীর উপর রেগুলেটর কাম উইয়ার কাম ব্রীজ নির্মান কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা প্রকল্প।	৯৯৩.৮৩	১৪৯.৯৪	৮৪৩.৮৯	৭৭.০০	৭২.০০	৩৫০.০৬	৫০০.০০	
			২৩.০০					৯৫.০০	
৩৬	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে পটুয়াখালী জেলাধীন কলাপাড়া উপজেলার উপকূলীয় পোল্ডার সমূহের মধ্যে অবস্থিত খাল সমূহ পুন:খনন করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষনের মাধ্যমে অধীক ফসল উৎপাদন ও জলাবদ্ধতা নিরসনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী	৮০০.০০	৩১০.০০	৪৯০.০০	৩৫.০০	৯.০০	০.০০	৩১০.০০	
			৬৫.০০					৭৪.০০	
৩৭	চর মাইনকা-চর ইসলাম-চর মনতাজ ব্রসড্যাম নির্মানের মাধ্যমে ভূমি পূনরুদ্ধার। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২।	২৩৬৭.০০	২৩৮.৩৫	২১২৮.৬৫	৬৮.০০	৮.০০	১৪০.০০	৩৭৮.৩৫	
			৩২.০০					৪০.০০	
৩৮	Re-excavation of drainage khals in Upazila kalkini under Madaripur District. প্রকল্প এলাকা: মাদারীপুর বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২।	৬৭৬.৪২	৪৮১.২৫	১৯৫.১৭	৭.০০	৭.০০	১২৭.২৩	৬০৮.৪৮	প্রকল্পটির কাজ শেষ
		৬৭৫.৭৫	৯৩.০০					১০০.০০	
৩৯	Re-excavation of 24 (Twenty four) nos drainage Khals in Upazila-Rajoir & Madaripur Sadar under Madaripur District.	১৮৯১.৭৭	১১০৩.৫০	৭৮৪.৪৯	১০.০০	১০.০০	২৬১.২৬	১৩৬৪.৭৬	প্রকল্পটির কাজ শেষ
		১৮৮৭.৯৯	৯০.০০					১০০.০০	
৪০	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কাটাখালী নদীর ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার কামালের পাড়া ইউনিয়স্থ বিভিন্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: গাইবান্ধা, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২।	১১৯৭.০৫	৮৭০.৫৮	৩২৬.৪৭	২৮.০০	২৪.২০	০.৭৫	৮৭১.৩৩	প্রকল্পটির কাজ শেষ
			৭২.০০					৯৬.২০	
৪১	পদ্মা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ কল্পে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলায় ফিলিপনগর আবেদেরঘাট এলাকায় অবস্থিত রায়টা-মহিষকুন্ডি বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধের কিঃমিঃ ১৩.২৩০ হইতে কিঃমিঃ ১৩.৮০৫ পর্যন্ত প্রতিরক্ষামূলক কাজ।	২২০০.০০	২৬৬.০০	১৪৫০.৬৮	৭০.০০	৪.০০	৪৮৩.৩২	৭৪৯.৩২	
			৩০.০০					৩৪.০০	
৪২	খলিফার চরের চারিদিকে বেড়ী বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩।	১১০৩.০০	৬৬২.৫০	৪৪০.৫০	৫.০০	৫.০০	০.০০	৬৬২.৫০	
			৯৫.০০					১০০.০০	
৪৩	চালিতাবুনিয়া ও লতার চরের চারিদিকে বেড়ী	১৫৫৭.০০	৯৫১.০০	৬০৬.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৩৭০.০০	১৩২১.০০	প্রকল্পটির

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৩-১৪ অর্থ বছরের		জুন /১৪ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৪ পর্যন্ত ব্যয়	ক্রমপুঞ্জিভূত	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	ব্যয়	
			বাস্তব(%)					বাস্তব অগ্রগতি (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩।		৫৫.০০					১০০.০০	কাজ শেষ
৪৪	শরীয়তপুর জেলার ডামুড্যা, গোসাইরহাট, শরীয়তপুর সদর এবং নড়িয়া উপজেলাধীন নিস্কাশন ও সেচ খাল জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট অর্থায়নে পূনঃ খনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: শরীয়তপুর, বাস্তবায়নকালঃ সেপ্টেম্বর, ২০১১ জুন, ২০১৩।	১২৯০.০৯	৭৫১.৬০	৫৩৮.৪৯	১২.০০	৮.০০	১১.৮৩	৭৬৩.৪৩	
			৮৮.০০					৯৬.০০	
৪৫	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলাধীন কেদারাপুর ও ঘড়িশার ইউনিয়নের সুরেশ্বর দরবার শরীফ নামক স্থানে পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: শরীয়তপুর, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩।	১৫৬০.৯১	১২০২.০০	৩৫৮.৯১	০.০০	০.০০	২২১.৫৬	১৪২৩.৫৬	প্রকল্পটি সমাপ্ত
			১০০.০০					১০০.০০	
৪৬	জলাবদ্ধতা নিরাসনকল্পে সাতক্ষীরা জেলার বেতনা নদী পূনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: সাতক্ষীরা, বাস্তবায়নকালঃ ডিসেম্বর/১১-জুন/১৪।	২৪৯৫.০০	০.০০	২৪৯৫.০০	১০০.০০	৪০.৩৫	৩৫১.৬৫	৩৫১.৬৫	
			০.০০					৪০.৩৫	
৪৭	বিষখালী প্রকল্পঃ পোল্ডার- ৫ এর বেড়ী বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ ঝালকাঠি, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই'১১-জুন'১৩।	১৯৮৭.০০	০.০০	১৯৮৭.০০	৮২.০০	২২.০৮	২৪৩.২৩	২৪৩.২৩	
			১৮.০০					৪০.০৮	
৪৮	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং-১ এর পূনর্বাসন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সাতক্ষীরা, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১- ১২ হতে ২০১২- ১৩।	১১৪৬.৪৫	১৮৬.৫০	৯৫৯.৯৫	৪১.৭০	১৫.৭০	২৭৩.৩২	৪৫৯.৮২	
			৫৮.৩০					৭৪.০০	
৪৯	খুলনা জেলার বারাকপুর-দিঘলিয়া প্রকল্পের বেড়ী বাঁধ মেরামত ও নদী তীর সংরণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ খুলনা, বাস্তবায়নকালঃ ডিসেম্বর ১২-জুন ১৪।	২৪৮৫.০০	০.০০	২৪৮৫.০০	৭৫.০০	১৯.০০	৮০৭.০০	৮০৭.০০	
			২৫.০০					৪৪.০০	
৫০	খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার অন্তর্গত রামনগর-রহিমনগর এলাকায় বাঁধ পূনঃ নির্মাণ ও নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ খুলনা, বাস্তবায়নকালঃ ডিসেম্বর ১২-জুন ১৪।	১৮১১.০৪	০.০০	১৮১১.০৪	৬৫.০০	৪১.০০	১০৪৬.০০	১০৪৬.০০	
			৩৫.০০					৭৬.০০	
৫১	মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন হতে বাহেরাতলা বাজার সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ মাদারীপুর, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ১২ - জুন ১৪	১৪৫৯.৭৪	০.০০	১৪৫৯.৭৪	১০০.০০	৩৫.০০	২৭৬.৮৫	২৭৬.৮৫	
			০.০০					৩৫.০০	
৫২	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাবে হতে ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন চরকুকরী-মুকরী দ্বীপে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ ভোলা, বাস্তবায়নকালঃ অক্টোবর/১২ হতে জুন/১৪	১৪৯৯.৮৪	০.০০	১৪৯৯.৮৪	৭৫.০০	৪০.০০	৭৮২.৫১	৭৮২.৫১	
			২৫.০০					৬৫.০০	
৫৩	দিনাজপুর জেলার পার্ব্বতীপুর উপজেলাধীন খড়খড়িয়া নদীর উপর রেগুলেটর নির্মাণ ও নদী	১২৩৮.৪০	৫০৪.০০	৭৩৪.৪০	৫৯.৩০	৩০.০০	৫৭৪.৬০	১০৭৮.৬০	
			৭০.০০					১০০.০০	

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৩-১৪ অর্থ বছরের		জুন /১৪ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৪ পর্যন্ত ব্যয়	ক্রমপুঞ্জিভূত	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	ব্যয়	
			বাস্তব(%)					বাস্তব অগ্রগতি (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	পুনঃখনন এবং কাহারোল উপজেলাধীন ঢেপা নদীর তীর সংরণ কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ দিনাজপুর, বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারী ১৩ হতে জুন ১৪ পর্যন্ত।								
৫৪	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলাধীন চন্ডীপুর বাজার হয়ে চন্ডীপুর লঞ্চঘাট হতে ওয়াপদা লঞ্চঘাট এবং সুরেশ্বর লঞ্চঘাট এলাকায় পদ্মা নদীর ডানতীর ভাঙ্গন রা প্রকল্প প্রকল্প এলাকাঃ শরিয়তপুর, বাস্তবায়নকালঃ মার্চ ১৩ হতে জুন ১৩ পর্যন্ত।	১১৯৯.৪৮	০.০০	১১৯৯.৪৮	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			১০০.০০					১০০.০০	
৫৫	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হইতে বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া গোবিন্দপুর এলাকা রা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ বরিশাল, বাস্তবায়নকালঃ ফেব্রুয়ারী ১৩ হতে জুন ১৪ পর্যন্ত।	১৯৯৯.৯০	০.০০	১৯৯৯.৯০	১০০.০০	৭২.৩৮	৮০১.৫২	৮০১.৫২	
			১০.১২					৮২.৫০	
৫৬	ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা উপজেলায় মধুমতি নদীর ভাংগন হতে কৃষ্ণপুর এলাকা সংরণমূলক কাজ ও খাল পুনঃখনন কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ ফরিদপুর, বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারী ১৩ হতে জুন ১৪ পর্যন্ত।	৪৯৯.৯৬	০.০০	৪৯৯.৯৬	১০০.০০	৫১.০০	৩৫৮.৭৬	৩৫৮.৭৬	
			৪৫.০০					৯৬.০০	
৫৭	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন তালুকদারপাড়া- চন্দনবাইশা এলাকায় বিকল্প বাঁধ নির্মান কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারী ১৩ হতে জুন ১৪ পর্যন্ত।	৭৬৮.৩২	০.০০	৭৬৮.৩২	১০০.০০	৫২.০০	৫৭৫.০৫	৫৭৫.০৫	প্রকল্পটির কাজ শেষ
			৪৭.০০					৯৯.০০	
৫৮	বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার নলুয়া ইউনিয়নে বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ বরিশাল, বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারী ১৩ হতে জুন ১৪ পর্যন্ত।	৯৯৭.৫৮	০.০০	৯৯৭.৫৮	১০০.০০	৫৪.৩২	৪২৩.২৩	৪২৩.২৩	
			০.০০					৫৪.৩২	
৫৯	রংপুর জেলার রংপুর সদর উপজেলার রংপুর সেনানিবাস ও সংলগ্ন রাধাকৃষ্ণপুর এবং নিশবেতগঞ্জ এলাকায় ঘাঘট নদীর ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা। প্রকল্প এলাকাঃ রংপুর, বাস্তবায়নকালঃ মে ১৩ হতে জুন ১৪ পর্যন্ত।	৫০০.০০	০.০০	৫০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	প্রকল্পটি সমাপ্ত
			০.০০					১০০.০০	
৬০	রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার গুটিবাড়ী, মির্জাপুর এবং রহমতপুর এলাকায় নদী তীর ভাঙ্গন রোধে যমুনেশ্বরী/ঘাঘট নদীর ডান তীরে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ রংপুর, বাস্তবায়নকালঃ মে ১৩ হতে জুন ১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, রংপুর পওর বিভাগ।	৫০০.০০	০.০০	৫০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৭৫.০০	৭৫.০০	
			০.০০					১০০.০০	
৬১	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া উপজেলায় খাল পূনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ গোপালগঞ্জ, বাস্তবায়নকালঃ মে ১৩ হতে জুন ১৪ পর্যন্ত।	১১৯৮.৬৪	০.০০	১১৯৮.৬৪	১০০.০০	৭৫.০০	২৯৯.০০	২৯৯.০০	
			০.০০					৭৫.০০	

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৩-১৪ অর্থ বছরের		জুন /১৪ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৪ পর্যন্ত ব্যয়	ক্রমপুঞ্জিভূত	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	ব্যয়	
			বাস্তব(%)					বাস্তব অগ্রগতি (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৬২	জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সিরাজগঞ্জ জেলার আওতাধীন বেতিল স্পার-১ ও এনায়েতপুর স্পার-২ পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সিরাজগঞ্জ, বাস্তবায়নকালঃ ফেব্রুয়ারী ১৩ হতে জুন ১৪ পর্যন্ত।	১৩০০.০০	০.০০	১৩০০.০০	১০০.০০	৬৬.৩৮	৪০০.০০	৪০০.০০	
			০.০০					৬৬.৩৮	
৬৩	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব এর কারণে ভোলা জেলার তজুমদ্দিন এবং লালমোহন উপজেলাধীন পোল্ডার নং ৫৬/৫৭ এর বেড়ী বাঁধের স্লোপ ও নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ ভোলা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/ ১৩ হতে জুন ১৪ পর্যন্ত।	৪০০.০০	০.০০	৪০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			০.০০					০.০০	
৬৪	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় ঝালকাঠী জেলার ঝালকাঠী সদর ও নলছিটি উপজেলাধীন বেড়ী বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/ মেরামত প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই ১৩ হতে জুন ১৪ পর্যন্ত।	৪২৭.১৭	০.০০	৪২৭.১৭	১০০.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	
			০.০০				০.০০	৫.০০	
৬৫	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় কচা নদীর ভাঙ্গন হতে ভান্ডারিয়া উপজেলাধীন নদমূলা শিয়ালকাঠী ইুউনিয়নের চরখালী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল ঃ অক্টোবর ১৩ হতে জুন ১৫ পর্যন্ত।	১০০০.০০	০.০০	৬০১.০০	৬০.১০	৫.০০	০.০০	০.০০	
			০.০০				০.০০	৫.০০	
৬৬	Rehabilitation of damaged polder no.3 under Satkhira district due to climate change. বাস্তবায়নকালঃ ২০১৩-২০১৪ পর্যন্ত।	২৭০.০০	০.০০	২৭০.০০	১০০.০০	৬৪.৯০	৮৩.৬০	৮৩.৬০	
			০.০০				০.০০	৬৪.৯০	
৬৭	Rehabilitation of Infrastructure in polder no.31 project at Dacope Upazila, District Khulna.বাস্তবায়নকাল ঃ ৩১ জুলাই ১৩ হতে জুন ১৪ পর্যন্ত।	৩০০.০০	০.০০	৩০০.০০	১০০.০০	৭০.০০	১৪০.৫৯	১৪০.৫৯	
			০.০০				০.০০	৭০.০০	
৬৮	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে অনুমোদিত গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলাধীন রাখালবুরুজ ইউনিয়নে কজলা-ধর্মপুর এলাকায় করতোয়া নদীর ভাঙ্গন হতে ডানতীর রক্ষা প্রকল্প।	৫০০.০০	০.০০	৫০০.০০	১০০.০০	৪৫.০০	১২৫.৩৩	১২৫.৩৩	
			০.০০				০.০০	৪৫.০০	
৬৯	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর ও কাজিপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের (বিআরই) কিঃ মিঃ ১৩৯.০০ হতে কি মিঃ ১৬২.০০ এর মধ্যে ১৭.০০ কিঃ মিঃ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্প।	৯৯৯.৫০	০.০০	৪৯৯.৭৫	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			০.০০				০.০০	০.০০	
৭০	জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সিরাজগঞ্জ জেলার উলাপাড়া উপজেলাধীন করতোয়া নদীর বামতীর ভাঙ্গন হতে খান সোনতলা নামক স্থান রক্ষা প্রকল্প। বাস্তবায়নকালঃ আগষ্ট ২০১৩-জুন ২০১৪ পর্যন্ত।	১০০০.০০	০.০০	১০০০.০০	১০০.০০	৩০.৭৬	৪০০.০০	৪০০.০০	
			০.০০				০.০০	৩০.৭৬	
৭১	রংপুর জেলার বদরাগঞ্জ উপজেলাধীন যমুনেস্বরী	৫০৮.৪৮	০.০০	৫০৮.৪৮	১০০.০০	৭৫.৬৬	২৫৯.৮৭	২৫৯.৮৭	

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৩-১৪ অর্থ বছরের		জুন /১৪ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৪ পর্যন্ত ব্যয়	ক্রমপুঞ্জিভূত	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	ব্যয়	
			বাস্তব(%)					বাস্তব অগ্রগতি (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	নদীর ডান তীর সংরণ কাজ। বাস্তবায়ন কাল : এপ্রিল/২০১৩ হতে জুন ২০১৪		০.০০				০.০০	৭৫.৬৬	
৭২	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা সদর উপজেলার দক্ষিণ দিঘলদী ইউনিয়নের কোড়ালিয়া বাজার, স্কুল ও সাইক্লোন সেল্টার রক্ষা কল্পে জিও-ব্যাগ ও সি,সি বক দ্বারা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। বাস্তবায়ন কাল : এপ্রিল/২০১৩ হতে জুন ২০১৫	৯৯৯.৬৮	০.০০	৬১৫.১০	৬১.৫০	৩১.০০	২৩০.৪৯	২৩০.৪৯	
			০.০০				০.০০	৩১.০০	
	পশ্চিম রিজিওন	**৪৮৫৪১.৯৯**	**৮৪৪১.২২**	**৩৫৭৬৬.৬০**			**১০৯৯৩.৬১**	**১৯৪৩৪.৮৩**	
	বাপাউবো (সার্বিক)	**৮৩৪২৫.০৭**	**১৮৪৭৩.০৭**	**৬০৩১৫.৬৬**			**২০০২৯.৬২**	**৩৮২২৯.৫৪**	

(লক্ষ টাকায়)

পরিশিষ্ট-৪

পরিশিষ্ট-৪

চর উন্নয়নে সিডিএসপি এবং প্রকল্পের উপকারভোগী একজন নদীভাঙ্গা ভূমিহীন কৃষকের সাক্ষাৎকার

আই.এম.রিয়াজুল হাসান
নির্বাহী প্রকৌশলী
নোয়াখালী পওর বিভাগ
বাপাউবো, নোয়াখালী

সরকারী উদ্যোগে উপকূলীয় চরসমুহ উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক সহায়তায় ভূমি পুনরুদ্ধার প্রকল্পের (LPR) কাজ শুরু হয় ১৯৭০এর দশকের শেষের দিকে। নোয়াখালী জেলার চর বাগ্‌গারদোনা-১ এলাকায় এলআরপি'র ভূমিভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয় (বঙ্গোপসাগরে জরিপ পরিচালনা ছিল এলআরপি-র আর একটি অন্যতম কাজ)। চরটিকে বাঁধ দিয়ে পোল্ডারে পরিণত করা, সরকারী নীতি অনুযায়ী খাসজমি বন্দোবস্তের মাধ্যমে উক্ত জমিতে ভূমিহীনদের মালিকানা নিশ্চিত করা এবং এলাকার কৃষি উন্নয়নই ছিল এলআরপি'র মূল লক্ষ্য।

ভূমি পুনরুদ্ধার প্রকল্পের (LPR) অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৯ মেয়াদে এই জেলার তিনটি চরে: চর মজিদ, চর ভাটিরটেক ও চর বাগ্‌গাদোনা-২ "চর উন্নয়ন ও বসতিস্থাপন প্রকল্পে-১" (CDSP-I) বাস্তবায়ন করে। ভূমি পুররুদ্ধার প্রকল্পের তুলনায় চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-১ এর এলাকা ছিল অনেক বড় আয়তনের (মোট জমির তুলনায়)। এ প্রকল্প বাস্তাবায়নে আরও দুটি সংস্থাকে (ভূমি মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর) যুক্ত করা হয়। প্রকল্পের আওতাধীন পূর্বে অরক্ষিত এই তিনটি চরের প্রতিটিকে বেড়িবাঁধ দিয়ে একেকটি পোল্ডারে রূপান্তরিত করা হয়। সিডিএসপি-১ ও তার পরবর্তী অন্যান্য পর্যায়সমূহ (সিডিএসপি-২ ও ৩) বাস্তবায়নে সহায়তার মাধ্যমে নেদারল্যান্ড উপকুলীয় ভূখন্ড উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তার সহযোগিতার অঙ্গীকার নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত রেখেছে।

১৯৯৯ থেকে ২০০৫ মেয়াদে সিডিএসপি-২ প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়। আর এই সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের মূল কৌশলে কিছু নতুন উপাদান যোগ করা হয়। আগে একটি অরক্ষিত চরকে বাঁধ দিয়ে পোল্ডারে রূপান্তরিত করা হত এবং সাথে সাথে সেখানে সিডিএসপি'র অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়িত করা হত। কিন্তু এ পর্যায়ে এসে পোল্ডার কার্যক্রমের পাশাপাশি পোল্ডার না করেও প্রকল্প আওতাধীন কোনো কোনো চরকে অরক্ষিত রেখে সেখানে অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। মূল কৌশলে আরও যে একটি উপাদান যোগ করা হয় তা হলো সিডিএসপি'র আওতায় তৈরি হয়নি অথচ আগে থেকেই ছিল এমন সব পোল্ডারে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা। ৫৯/৩বি ও ৫৯/৩সি পোল্ডার এলাকায় যেমনটি করা হয়েছে। এতে করে প্রকল্পের পরিধি চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর - এই চার জেলায় সম্প্রসারিত হয়। এ পর্যায়ে সিডিএসপি-১ প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত সংস্থাগুলির সঙ্গে কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তর ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর যোগ দেয়।

এলআরপি এবং সিডিএসপি ১, ২ ও ৩ এর আয়ত্বাধীন কর্ম এলাকার মোট আয়তন প্রায় ১০০,০০০ হেক্টর। আর এ সকল এলাকার উপকৃত জনসংখ্যা হলো ৮৯৬,০০০। এ জমি ও জনসমষ্টির বন্টনকে এভাবে দেখানো যায়ঃ (ক) নির্মিত নতুন পোল্ডারে জমির পরিমাণ : ১৮,১৬০ হেক্টর, উপকৃত জনসংখ্যা : ১৪৫,০০০, (খ) পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতাধীন বাগ্‌গারদোনা নদীর উজানের পানি নিষ্কাশন এলাকা ও পূর্ব থেকে বিদ্যমান পোল্ডারগুলির জমির পরিমাণ : ৪,৬০০ হেক্টর, উপকৃত জনসংখ্যা : ৩৯,৯০০।

সিডিএসপি'র অন্যতম মূল কাজ হলো প্রকল্প এলাকার খাসজমি ভূমিহীন পরিবারগুলির মধ্যে বন্টন করে জমির মালিকানাসহ তাদের বসতি স্থাপনে সাহায্য করা। সিডিএসপি-১ এর আওতায় ৪,৪৫০ পরিবারের মধ্যে ৫,৭৮৫ হাজার একর জমি বন্টন করা হয়। সিডিএসপি-২ এর আওতায় ৬,৮৪৮ ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ১০,১১৮ একর জমি বরাদ্দের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। সিডিএসপি-৩ এর লক্ষ্য ৯,৫০০ পরিবারের মধ্যে ১১,০০০ একর জমি বন্দোবস্ত দেয়া। ভূমি বন্দোবস্ত ভূমিহীদের জমির মালিকানা নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাঁদের প্রভূত উপকার হয়। এসব বন্টনকৃত জমির আর্থিক মূল্য বছর দ্রুতহারে বৃদ্ধি খূব সহজেই লক্ষণীয়।

হাতিয়ার নদী ভাঙ্গা এক ভূমিহীন কৃষক জনাব নিজাম উদ্দিনের সাথে দেখা হয় নলের চরে সাইট দেখতে যাওয়ার সময় এবং তাঁর সাথে কথা হয়। তারই কিছু অংশ নিচে উল্লেখ করা হলো।

জনাব নিজাম উদ্দিন ও তাঁর স্ত্রী জাহানারা বেগম

প্রশ্ন: আপনার নাম ও বর্তমান ঠিকানা ?

উত্তর: আমার নাম নিজামউদ্দিন, পিতা- মোবাশ্বের আহাম্মদ, সিডিএসপি-৪ প্রকল্পভূক্ত নলের চরের রহমতপুর সমাজের একজন দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক।

প্রশ্ন: আপনি কিভাবে বা কেন এই চরে এসে বসতি স্থাপন করেন ?

উত্তর: ১২ বৎসর পূর্বে হাতিয়ার সোনাদিয়ার পূর্বভিটা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেলে বাবা, চাচা, জেঠা সহ আত্মীয়স্বজন নিয়ে ভূমিহীন হিসাবে নলের চরের রহমতপুরে এসে আশ্রয় গ্রহণ করি। পরবর্তীতে বিবাহ করে মা বাবা থেকে আলাদা হয়ে ১.৩৪ একরের এক খন্ড জমি নিয়ে নিজের বসতি প্রতিষ্ঠা করি।

প্রশ্ন: চরে বসতি স্থাপন করতে আপনি কি কি সমস্যার সম্মুখীন হন এবং কি কি সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়?

উত্তর: আমার বসতির এ জমিটি সরকারী ১ নং খাস খতিয়ানভূক্ত জমি হলেও এ জমিতে নিজে টিকে থাকতে আমাকে বহু লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও চাঁদাবাজির শিকার হতে হয়েছিল। কারন নলের চরে সিডিএসপি-৪ প্রকল্প শুরুর পূর্বে অর্থাৎ ২০১১ এর পূর্বে পুরো এলাকা বাহিনী/ডাকাতদের নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং সেখানে একজন ভূমিহীনের বসবাস ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, মানবেতর এবং আমাদেরকে সব সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলতে হতো।

প্রশ্ন: বর্তমানে এ চরের অবস্থা কেমন ?

উত্তর: ২০১১ সাল থেকে সিডিএসপি-৪ এর কার্যক্রম শুরু হলে এলাকার আইনশৃঙ্খলা, সামাজিক শৃঙ্খলা এবং মানুষের আথ সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটতে থাকে এবং বর্তমানে আমরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারছি।

প্রশ্ন: আপনি সিডিএসপি প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত কিনা?

উত্তর: হাঁ, আমি সিডিএসপি প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা দলের সক্রিয় সদস্য, "মা ও মনি" স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রকল্পের হেলথ্ ফোরামেরও একজন সক্রিয় সদস্য এবং কৃষক ফোরামের একজন দলীয় নেতা হিসাবে প্রকল্পের সকল কাজে অংশগ্রহণ করতে থাকি।

প্রশ্ন: আপনার স্ত্রী প্রকল্পের কোন কাজের সাথে সম্পৃক্ত কি না ?

উত্তর: হাঁ, আমার স্ত্রী জাহানারা বেগমও প্রকল্পে নিয়োজিত বেসরকারী সংস্থা ব্রাকের একজন ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণকারী সদস্য।

প্রশ্ন: আপনার পরিবারে সদস্য সংখ্যা কত জন ?

উত্তর: আমার পরিবারে সদস্য সংখ্যা আমিসহ চার জন। আমি, আমার স্ত্রী ও এক ছেলে, এক মেয়ে।

প্রশ্ন: আপনারা এই দূর্গম চরে পানীয় জল কিভাবে পেয়ে থাকেন ?

উত্তর: সিডিএসপি প্রকল্প হতে দেয়া গভীর নলকূপ থেকে আমরা নিরাপদ পানি পেয়ে থাকি।

প্রশ্ন: এ চরে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহারের কোন ব্যবস্থা আছে কি না?

উত্তর: হাঁ, সিডিএসপি প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত একটি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা আমরা পরিবারের সকল সদস্য ব্যবহার করে থাকি।

প্রশ্ন: আপনি আপনার জমিতে সিডিএসপি প্রকল্প শুরুর পূর্বে কি কি ফসল চাষ করতেন এবং বর্তমানে কি কি ফসল চাষ করে থাকেন ?

উত্তর: সিডিএসপি প্রকল্প শুরুর পূর্বে সনাতন জাতের দেশীয় রাজাসাইল বা কাজলসাইল জাতীয় ধান চাষ করতাম। বর্তমানে সিডিএসপি'র মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশীয় চাষাবাদ পরিহার করে উপসী জাতের চাষাবাদ করে থাকি । এ বৎসর আমন চাষে বিআর-৫২, ২৩, ২৪ চাষ করি এবং প্রতি একরে প্রায় ৫০ মন ধান উৎপাদন হয়েছে।

প্রশ্ন: সিডিএসপি প্রকল্প হতে আপনি কি কি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন?

উত্তর: আমি সিডিএসপি প্রকল্প হতে উন্নত বাজার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ভেলুচেইন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করি এবং সিডিএসপির দূর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ সকল কর্মসূচীতে অগ্রণী ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন: আপনি সিডিএসপি-৪ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন হিসেবে কোন জমি বন্দোবস্ত পেয়েছেন কি না ?

উত্তর: সিডিএসপি-৪ এর ভূমি বন্দোবস্ত কার্যক্রমের আওতায় আমি ভূমিহীন হিসাবে প্রাথমিক তালিকায় অর্ন্তভূক্ত হয়েছি এবং আশাকরি খুব শীঘ্রই জমির খতিয়ান হাতে পাবো।

নির্বাহী প্রকৌশলী: আপনার এই স্বপ্ন পূর্ণ হবে ইনশাআল্লাহ। আপনি ভালো থাকবেন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

নিজাম উদ্দিন: আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ।

পরিশিষ্ট-৫

পরিশিষ্ট-৫

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইটের ঠিকানা

ক্রমিক সংখ্যা	সংস্থার নাম	ওয়েবসাইটের ঠিকানা
১	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	www.mowr.gov.bd
২	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	www.bwdb.gov.bd
৩	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	www.warpo.gov.bd
৪	যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ	www.jrcb.gov.bd
৫	নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট	www.rri.gov.bd
৬	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড	www.bhwdb.gov.bd
৫	ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং	www.iwmbd.org
৬	সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস	www.cegisbd.com

বোয়ালখালী ও রাইখালী খালের বাম ও ডানতীরে বিভিন্ন অংশে তীর প্রতিরক্ষা কাজ

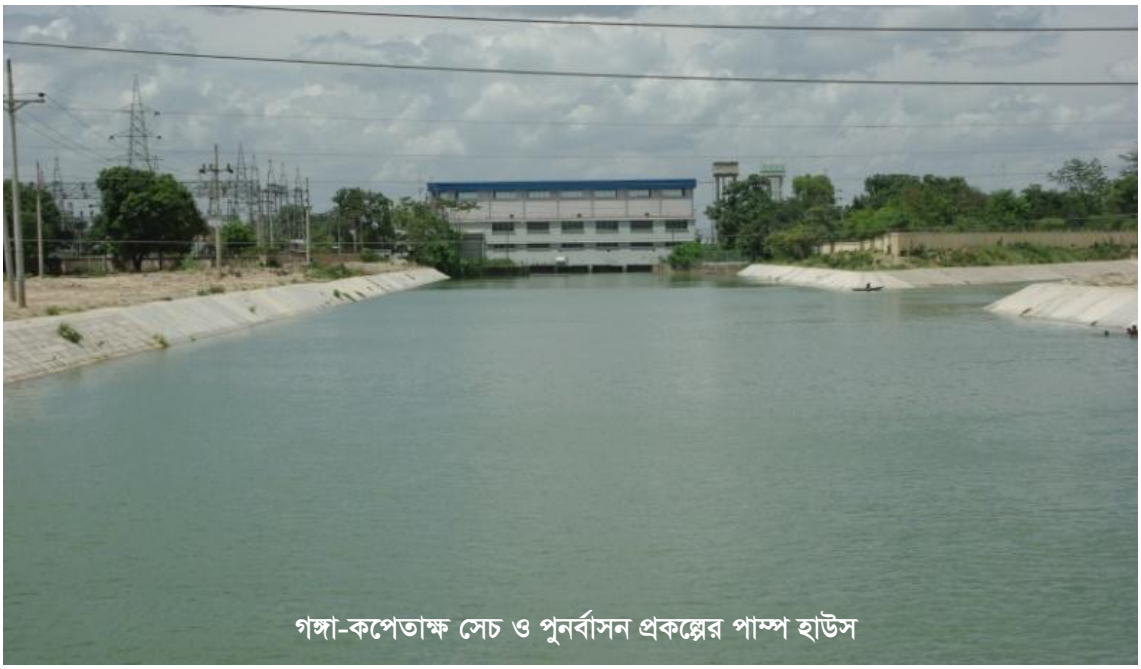

গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ ও পুনর্বাসন প্রকল্পের পাম্প হাউস

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা